চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 80 Sunday, 19 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৮০ সংখ্যা ❋ ৬ ফাল্গুন, ১৪২৯, রবিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

জনপ্রতিনিধিদের পেশাদারী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের কাজের শুরুতেই যাতে উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম, নিয়মকানুন, হিসেব রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন থাকেন সে জন্য রাজ্য সরকার তাঁদের পেশাদারী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এই প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। প্রতিবারই পঞ্চায়েত ভোটে জিতে আসার পর নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তবে এবারই প্রথম আইআইএমের মতো মতো প্রথমসারির ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে দিয়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের উদ্যোগ বলে জানা গেছে। আইআইএমের পাশাপাশি অন্যান্য কয়েকটি পেশাদার সংস্থার সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে।

পরিবহন দফতরের নয়া সচিব সৌমিত্র মোহন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ পরিবহন দফতরের নতুন সচিব হলেন সৌমিত্র মোহন। কলকাতা পুরসভার কমিশনার বিনোদ কুমার এতদিন পরিবহন দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন। এটি তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল। রাজ্যপালের সচিব পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর নন্দিনী চক্রবর্তী কে রাজ্য সরকার পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব পদে ফিরিয়ে আনে। এই দপ্তরে সচিব পদে ছিলেন সৌমিত্র মোহন। আজ কর্মী বর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

'নির্মলার বাজেট জনমোহিনী নয়' বললেন বিজেপির অর্থনীতিবিদ বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় বাজেট আগেই পেশ হয়েছে। তারপর রাজ্য বাজেটও পেশ হয়ে গিয়েছে। এবার এই দুই বাজেটের তুল্যমূল্য বিচারে বসলেন অশোক লাহিড়ি। রাজনৈতিক পরিচয়ে বিজেপি বিধায়ক হলেও তিনি দেশের একজন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদও বটে। সেই অশোক লাহিড়ি বলছেন, নির্মলার বাজেট জনমোহিনী নয়। শনিবার উত্তর কলকাতায় বাজেট নিয়ে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল বিজেপি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও। এছাড়া মঞ্চে সজল ঘোষ, তমোঘ্ন ঘোষরাও ছিলেন। তাঁদের সকলের সামনেই কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে এমন মন্তব্য করলেন তিনি। অবশ্য নিজের কথার ব্যাখ্যাও দিলেন বিজেপির অর্থনীতিবিদ বিধায়ক। কী সেই ব্যাখ্যা? ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট হল এটিই। পরের বছর যেটি হবে, সেটি ভোট অন অ্যাকাউন্ট। ভোটের আগে শেষ বাজেটে সাধারণত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে অনেক বড় বড় ঘোষণা করার প্রবণতা

অতীতে অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটেও এমন কিছু হতে পারে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন বিজেপির অর্থনীতিবিদ বিধায়কও। তবে অশোক লাহিড়ির কথায়, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নির্মলা সীতারমন যে বাজেট ঘোষণা করেছেন, তাতে জনমোহিনী কিছু নেই। আর এতে বেশ খুশি হয়েছেন অশোকবাবু। এরপরই জনমোহিনী না হওয়ার সুফলের কথা তুলে ধরেন তিনি। সেই সঙ্গে খোঁচা দেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েও। জনমোহিনী বাজেট কেন করা হয়? সেই কথা তুলে বললেন, ''লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, পাঁচ টাকার ডিম-ভাত... এগুলো তো আজকেই পেয়ে যাবেন। কিন্তু এদিকে দেখুন কেন্দ্রের বাজেটে ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা রয়েছে রেলের সম্প্রসারণের জন্য। এই কাজ যদি আজ শুরুও করা হয়, আগামী নির্বাচনের আগে শেষ হবে না। অনেক সময় অনেকে চায়, এখনই সব করে ফেলতে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ব্যাহত হয়।'' অর্থনীতিবিদ বিধায়কের কথায় কেন্দ্রের বাজেট, ''খেলা-মেলার বাজেট নয়, ভীত স্থাপনের বাজেট।'

ডিএ আন্দোলনের জের, অসুস্থ অনশনকারী

সরকারি কর্মীরা বললেন, 'আমরা জানি সরকারের কোথায় কী টাকা রয়েছে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ বকেয়া ডিএ, মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ইতিমধ্যেই রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। লাগাতার অনশন করছেন তাঁরা। আগামী সপ্তাহের ২০ ও ২১ পূর্ণদিবস কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে নাগরিক যৌথমঞ্চ। দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন বলে দাবি তাদের। ২১ তারিখ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরাও পেনডাউন করতে পারেন বলে সম্ভাবনা। শহিদ মিনারের আন্দোলনের আজ নবম দিন। ধর্না আন্দোলনের ২৩ তম দিন। আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের গলায়

চড়া সুর। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, ''ভোটের আগে জাদুকর হয়ে যান। বিধানসভা ভোটের আগেও তা দেখা যাবে। কিন্তু কর্মচারিরা যে তিমিরে ছিল সেখানেই আছে। এগারো বছর আগে যখন আন্দোলন হয়েছিল তখন ১৬ শতাংশ ডিএ বাকি ছিল। বর্তমানে কিছুই ছিল না। ৩ শতাংশ ডিএ যেন ভিক্ষা দিয়েছেন। কর্মচারিরা জানেন সরকারের কোথায় কী পয়সা আছে। আমরা জানি টাকা আছে।'' এদিকে, ডিএ আন্দোলনের অসুস্থ হয়ে পড়েছেন একজন আন্দোলনকারী। তাঁর নাম স্মৃতিকণা বাগচি ইতিমধ্যেই তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে।এর আগে অসুস্থ হয়েছিলেন ভাস্কর ঘোষ। এক আন্দোলনকারী বলেন, ''আজ-ন'দিন ধরে অনশন করছেন। অসুস্থ তো হবেই।'' বুধবার যৌথ মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারকে তাদের সমস্ত বকেয়া মাহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিতে হবে। এই দাবিতে সরব হয়েছে তারা। সেই কারণেই কর্ম বিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে। এর আগেই আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, বকেয়া টাকা না পেলে রাজ্যকে অচল করে দেওয়া হবে। কোনও কাজ তাঁরা করবেন না। লাগাতার আন্দোলন করবেন।

মমতাদের দাবি মেনে নিল কেন্দ্র!

সব রাজ্যকেই জিএসটির বকেয়া মিটিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ জিএসটির বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের কাছে তদ্বির করছিল বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি। অবশেষে তাদের সুসংবাদ শোনালেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা

সীতারামন। শনিবার জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের পর নির্মলা জানান, খুব শীঘ্রই রাজ্যগুলির জিএসটি বাবদ পাওনা অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু-সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি দীর্ঘদিন ধরেই জিএসটির বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বহুবার অভিযোগের সুরে জানিয়েছেন, কেন্দ্র জিএসটির টাকা আটকে রাখায় রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ থমকে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সংসদেও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সাংসদরা সরব হন। কেন্দ্রের তরফে অবশ্য বলা হয়, রাজ্যগুলি সরকারি খরচের হিসাব সংক্রান্ত নথি জমা না দেওয়ার কারণেই জিএসটির বকেয়া অর্থ বরাদ্দ করা যাচ্ছে না। শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, ''আজ পর্যন্ত জিএসটি ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ বকেয়া রয়েছে, তা খুব শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়া হবে।'' এই টাকার অঙ্কটা ১৬,৯৮২ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন নির্মলা। তিনি এ-ও জানিয়েছেন যে, ক্ষতিপূরণ তহবিল থেকে, সরকার নিজের তহবিল থেকেই এই টাকা মেটাবে। গত ৫ বছরের যাবতীয় বকেয়া রাজ্যগুলিকে মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন নির্মলা। ২০১৭ সালের জিএসটি আইন অনুযায়ী রাজ্যগুলির প্রাপ্য শুল্কের একটা পরিমাণ সরাসরি কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য রাজ্যগুলির যে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, তা পুষিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেবে বলে স্থির হয়। বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির একাংশের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা অর্থ দেওয়ার বিষয়ে গড়িমসি করছে। শনিবারের জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে বেশ কিছু দ্রব্যে জিএসটির হারে বদল আনা হয়েছে। গুড় এবং গুড়জাতীয় খাবারে আগে ১৮ শতাংশ জিএসটি দিতে হব। এ বার থেকে কোনও জিএসটিই দিতে হবে না। পেনসিলের শিস ধারালো করার যন্ত্রের উপর বসানো জিএসটির পরিমাণ ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ করা হয়েছে।

২৪ ঘণ্টাতেই শাহিদকে আপাতত জেরা শেষ সিবিআই-এর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে শুক্রবারই শেখ শাহিদ ইমাম সহ ছয় জনকে গ্রেফতার করে সিবিআই। সেই ঘটনার পর শেখ শাহিদ ইমামকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু সিবিআই হেফাজতের সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই শনিবার ফের আদালতে পেশ করা হয় শাহিদ ইমামকে। হেফাজতে পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের পেশ করা হল তাঁকে। শনিবার শাহিদকে আলিপুর সিজেএম আদালতে পেশ করে সিবিআইয়ের তরফে তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানোর আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদন মঞ্জুর করে দেয় আলিপুর আদালত। গতকালই আদালত নির্দেশ দিয়েছিল তিন দিনের সিবিআই হেফাজতের। তারপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের শাহিদকে আদালতে পেশ করায় বিচারক প্রশ্ন করেন, একদিনের হেফাজতে হয়ে গেল? বিচারকের প্রশ্ন শুনে সিবিআই-এর তদন্তকারী আধিকারিক জানান, আপাতত জেরা সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে সিবিআই সূত্র মারফত খবর, জেরার মধ্যে চাকরিপ্রার্থীদের

থেকে টাকা নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন শেখ শাহিদ ইমাম। এদিন আলিপুর আদালত শেখ শাহিদ ইমামকে বাকি দুই দিনের অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এদিন আদালত চত্বর থেকে বেরিয়ে পুলিশের ভ্যানে ওঠার সময় শাহিদ বলেন, ''আমি আইনের সঙ্গেই আছি।'' সিবিআইকে সব সত্যি কথা বলেছেন বলেও দাবি করেন তিনি। সিবিআই সূত্রে জানা যাচ্ছে, শাহিদ টাকা নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে জেরায়। আদালত থেকে বেরিয়ে পুলিশের ভ্যান বসেও শাহিদ দাবি করেছে সিবিআইকে সব সত্যি জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু তারপরও নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার এক ব্যক্তির তিনদিনের সিবিআই হেফাজত পাওয়ার পরেও একদিনের মধ্যেই জেরা প্রক্রিয়া আপাতত শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। প্রসঙ্গত, বাগদার চন্দন মণ্ডল সহ, সুব্রত সামন্ত রায়, কৌশিক ঘোষ, শাহিদ ইমাম, শেখ আলি ইমাম, আব্দুল খালেককে শুক্রবার গ্রেফতার করেছিল সিবিআই।

ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হোক বাংলাকে

কেন্দ্রের কাছে আবেদন রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ সামনেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তার আগেই বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার সম্মান দেওয়ার দাবিতে কেন্দ্রের কাছে নতুন করে দরবার করল রাজ্য। তামিল, ওড়িয়া সহ একাধিক ভাষাকে আগেই ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্র। এবার বাংলা ভাষাকেও সেই সম্মান দেওয়া হোক। এমনই দাবিতে একটি তথ্যবহুল প্রেজেন্টেশন বানিয়ে কেন্দ্রকে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে, রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলির রাজ্য স্পোর্টস উদ্বোধন করতে এসে শনিবার একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন স্পোর্টসের উদ্বোধনে গিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন ব্রাত্য বসু। তাঁর দাবি, বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও কেন্দ্রের তরফে বাংলা ভাষাকে

ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এমনকি ওড়িয়া ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্র। ''কিন্তু আমার বাংলা ভাষাও ধ্রুপদী। আমাদের বাংলা সাহিত্য ঘাটলে ১১০০, ১২০০ শতাব্দী থেকে তার ইতিহাস পাওয়া যাবে। তাই আমরা ফের নতুন করে প্রেজেন্টেশন তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাচ্ছি। আশা করছি দ্রুত ফল পাব,'' সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

'বিজেপি নেতাদের নাম আসলে চোখে সানগ্লাস পরে থাকেন?'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ শিক্ষক নিয়োগ কাণ্ডে ধৃত মিডলম্যান প্রসন্ন রায়ের বাড়িতে মিলেছিল বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের বাড়ির দলিল। গত বছর নভেম্বর মাস নাগাদ এই তথ্য সামনে আসার পর তুমুল হইচই হয় রাজ্য রাজনীতিতে। শনিবার ফের দুর্নীতি-তদন্তে আদালতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ''বিজেপি নেতাদের নাম আসলে তখন চোখে সানগ্লাস পরে বসে থাকেন নাকি?'' শুক্রবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চন্দন মণ্ডল-সহ মোট ৬ জন 'এজেন্ট'কে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। আর এই এজেন্টদের জেরা করে প্রসন্ন রায়ের যোগের তথ্য উঠে এসেছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। প্রসন্নর অ্যাকাউন্টে চাকরি প্রার্থীদের টাকা ঢোকার তথ্যও পেয়েছে সিবিআই। নগদ টাকাও গিয়েছে মিডলম্যান প্রসন্নর কাছে। প্রসন্নর পরিবারের সদস্যের অ্যাকাউন্টেও টাকা যেত বলেও সন্দেহ সিবিআইয়ের। এই নিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে জল ঘোলা। এ প্রসঙ্গে শনিবার কুণাল ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''সিবিআই তদন্তে যদি প্রসন্ন রায়ের নাম আবার আসে এবং চন্দন মণ্ডল তাঁর এজেন্ট ছিলেন আসে, তা হলে প্রসন্ন রায়ের বাড়িতে দিলীপ ঘোষের সম্পত্তির দলির পাওয়া গিয়েছিল, দিলীপ ঘোষকে গ্রেফতার করে কেন কাস্টডি ইন্টারোগেশন হবে না? আজ আদালত বলতে পারছে না?। বিচারপতির নাম উল্লেখ করে কুণাল ঘোষের তোপ, যে বিচারপতিরা আছেন, তাঁদের কাছে কেস ডায়েরি যাচ্ছে না? আপনারা কেন আজ বলছেন না একে ধরে আনব, ওকে ধরে আনব। দিলীপ ঘোষকে অ্যারেস্ট করুন কেন বলবেন না? কেন কোনও বিচারপতি বলবেন না? যদি প্রসন্ন রায় নিয়োগ দুর্নীতির কিংপিন হয়, তাঁর বাড়িতে যাঁর সম্পত্তির দলিল পাওয়া যাচ্ছে তিনি বাইরে ঘুরে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপি দেখলে চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে বসে থাকেন নাকি?'' প্রসঙ্গত, প্রসন্ন রায়ের বাড়ি দিলীপ ঘোষের বাড়ির দলিল প্রসঙ্গে আগেও কুণাল বিজেপি নেতার গ্রেফতারির দাবি করেন। যদিও দিলীপ ঘোষের বক্তব্য ছিল, ''আমার দলিল, আমি দিয়েছি। কারও বাপের টাকায় আমি ফ্ল্যাট কিনিনি। যেখানে কিনেছি, সেখানকার সোসাইটির ওই প্রধান। ওকেই তখন জানতাম আমি। বলেছিলাম, তুমিই আমার মিটারের নাম পাল্টে দাও। তাই যে অরিজিনাল কপি আমার ব্যাঙ্কে রয়েছে, তারই একটি কপি ইলেকট্রিক মিটার চেঞ্জ করার জন্য দিয়েছিলাম ওকে।'' উল্লেখ্য, এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ে বিচারপতিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন কুণাল। এদিনের মন্তব্যে আরও ঘৃতাহুতি পড়ল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কোভিডের মতো উদ্বেগ বাড়াচ্ছে অ্যাডিনো ভাইরাস কলকাতার হাসপাতালগুলিতে উপচে পড়ছে শিশু রোগী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ কোভিডের পর এবার উদ্বেগ বাড়াচ্ছে অ্যাডিনো ভাইরাস। বলা যায়, অ্যাডিনো ভাইরাসে কাবু দক্ষিণবঙ্গ। মূলত দু'বছরের নীচে শিশুদের মধ্যেই এই ভাইরাসের প্রকোপ বেশি দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সরকারি থেকে বেসরকারি সমস্ত হাসপাতালেই শিশু রোগী ভর্তির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এমনকি হাসপাতালে বেডের অভাবও দেখা দিয়েছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ দিব্যেন্দু রায়চৌধুরীর কথায়, কোভিডে যা হয়নি, তাই ঘটছে অ্যাডিনো ভাইরাসে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কোভিডের মতো ফের স্বাস্থ্যবিধি জারি করার প্রস্তাব দিয়েছেন বি.সি রায় হাসপাতালের অধ্যক্ষ দিলীপ রায়। তিনি বলেন, ''উত্তরবঙ্গে সেরকমভাবে অ্যাডিনো ভাইরাসের প্রকোপ নেই। দক্ষিণবঙ্গে প্রকোপ বেশি।'' স্কুলগুলির কাছেও বিশেষ সতর্কতা মেনে চলার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, অ্যাডিনো ভাইরাসের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং নদিয়ায়। বি.সি রায় হাসপাতালের অধ্যক্ষ দিলীপ রায় বলেন, ''অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা জোড়া ভাইরাসের আক্রমণের শিকার হচ্ছে। যেমন- অ্যাডিনো ভাইরাসের সঙ্গে রাইনো ভাইরাস অথবা অ্যাডিনো ভাইরাসের সঙ্গে মেটা নিমো ভাইরাস বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। আবার অনেকসময় একটি ভাইরাসের আক্রমণ থেকে সেরে উঠতে না উঠতে আরেকটি ভাইরাসের শিকার হচ্ছে শিশুরা। যার ফলে শিশুদের শারীরিক অবস্থা গুরুতর

হয়ে উঠছে। ফলে হাসপাতালগুলিতে ক্রমশ শিশু রোগীর ভিড় বাড়ছে।'' তবে অ্যাডিনো ভাইরাসের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি বলে জানান তিনি। কলকাতার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে ইতিমধ্যে বেডের অভাব দেখা দিয়েছে। যেমন, বি.সি রায় শিশু হাসপাতালের ৪৫টি পিকু ও এইচডিইউ বেডই ভর্তি। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের ২০টি বেডের মধ্যে ১০টি ভর্তি। একইভাবে বেসরকারি আমরি, সিএমআরআই হাসপাতালেও শিশু ওয়ার্ডে বেডের সংখ্যা অপ্রতুল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যে সরকারি হাসপাতালের শিশু চিকিৎসকদের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকে বসেছেন স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকেরা। কোভিডের মতোই অ্যাডিনো ভাইরাস সংক্রামক। তাই অসুস্থ হলে শিশুদের স্কুলে পাঠানো নয় এবং স্কুলে দূরত্ববিধি মেনে চলা, মাস্ক পরা ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন শিশু চিকিৎসকেরা। এব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করার ব্যাপারেও স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। শিশুদের মধ্যে অ্যাডিনো ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলেই অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী।

অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কী উপসর্গ দেখা যাবে?

শিশু বিশেষজ্ঞ দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী জানান, সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই জ্বর, মাথাব্যথা, সর্দি-কাশি হয়। তবে অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সহজে জ্বর, সর্দি-কাশি কমে না। বরং বাড়তে থাকে এবং শ্বাসকষ্টও শুরু হতে পারে।

অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা কী?

প্রাথমিকভাবে জ্বরের জন্য ক্যালপল বা প্যারাসিটামল ওষুধ দেওয়া হয়। তবে শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোনও সমস্যা দেখা দিলে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা চালাতে হবে।

অ্যাডিনো ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায় কী?

শিশু বিশেষজ্ঞ দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী জানান, কোভিডের মতো অ্যাডিনো ভাইরাসও সংক্রামক। ফলে স্কুলে একটি শিশু আক্রান্ত হলে তার সংস্পর্শে এলে অন্য শিশুরা আক্রান্ত হতে পারে। তাই কোভিডের মতো মাস্ক পরা, দূরত্ববিধি মেনে চলা এবং স্যানিটাইজার ব্যবহারে জোর দিতে হবে। কোনও শিশু অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তার স্কুলের যাওয়ার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি। সবমিলিয়ে, অ্যাডিনো ভাইরাসের বিষয়টি হালকাভাবে নেওয়ার নয় বলেই দাবি শিশু বিশেষজ্ঞদের।

পথ দুর্ঘটনা এড়াতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ পথ দুর্ঘটনা এড়াতে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে প্রত্যেক এলাকায় ট্রাফিক সচেতনতা প্রচার করা হয়েছে। পাশাপাশি শহরের নাগরিকদের জন্য একাধিক অতীতে কর্মসূচি করা হয়েছে লালবাজারের তরফ থেকে। শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিং-এ বিভিন্ন ভাবে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে ট্রাফিক সচেতনতা, রাস্তা গাড়ি চালানোর নিয়ম নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ইতিমধ্যেই । বিশেষ করে ট্রাফিক সিগনাল নিয়ে বিভিন্ন স্তরে প্রচার করা হয়েছে লালবাজারের তরফ থেকে। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্যে শহরের বিভিন্ন আনাচে কানাচে অত্যাধুনিক ক্যামেরা বসানো হয়েছে লালবাজারের তরফ থেকে। ওভার

স্পিডিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের অত্যাধুনিক স্পিডব্রেকার-ও বসানো হয়েছে। এবার ওভার স্পিডিং-এর জন্যে আরও এক অত্যাধুনিক মাধ্যম বসাতে চলেছে লালবাজার। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শহরের প্রায় ৫০ টি কাছাকাছি জায়গায় এই আধুনিক এলইডি স্পিডব্রেকার বসানো হবে। যেই সমস্ত জায়গায় অতিরিক্ত পথচারীদের চাপ থাকে মূলত সেই সমস্ত জায়গাতে এই এলইডি সিগনাল স্পিড ব্রেকার বসানো হবে, এমনটাই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই লালবাজার সূত্রে খবর এই এলইডি সিগনাল স্পিডব্রেকার শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসানোর বিষয় নিয়ে উচ্চপদস্থ বৈঠক করা হয়েছে উচ্চতর আধিকারিকদের তরফ থেকে। কলকাতা শহরের বিশেষ করে অফিসপাড়া সংলগ্ন এলাকায় কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই সার্ভে করা শুরু হয়ে গিয়েছে। অফিস পাড়ার সেই সমস্ত জায়গাতে এই এলইডি সিগনাল স্পিড বেকার বসানো হবে সার্ভে সম্পূর্ণ হওয়ার পর। ইতিমধ্যেই কলকাতা শহরের অন্যতম অফিসপাড়া হিসেবে পরিচিত ডালহৌসি-সহ আরও বেশ দুটি জায়গায় এই এলইডি সিগন্যাল স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে প্রায় ৪৫ পথ দুর্ঘটনা পথচারীদের ভুলেই হয়। এই সমস্ত দুর্ঘটনায় রাতে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বুম ব্যারিকেড ব্যবহার করা হয়। যদিও পুলিশের অনুমান নতুন পদ্ধতি অর্থাৎ এলইডি সিগন্যাল স্পিড ব্রেকার বসালে বেপরোয়া ভাবে পথযাত্রীদের রাস্তা পারাপার, অতিরিক্ত পথচারীদের ভিড় সামাল দিতে অনেকটাই সুবিধে হবে, এর ফলে দুর্ঘটনাও এড়ানো যাবে। লালবাজার সূত্রে খবর ইতিমধ্যেই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক এবং কলকাতা শহরের বিভিন্ন জনবহুল রাস্তার ক্রসিং এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল এলাকাগুলিতে সার্ভে করার কাজ প্রায় শেষের দিকে রয়েছে। সেই কাজ শেষ হয়ে গেলেই দ্রুত এই এলইডি সিগন্যাল স্পিড ব্রেকার বসানো হবে-এমনটাই কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও বেশ কিছু সিগনালে ট্রামলাইন থাকার কারণে সেইখানে বসাতে সামান্য অসুবিধে হবে এমনটাই বেশ কিছু সার্ভেতে উঠে এসেছে বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

আদি মহোৎসবের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী, আদিবাসী সংস্কৃতি, শিল্প ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে এই উৎসবে

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃআদিবাসী সংস্কৃতিকে বৃহত্তর পরিসরে প্রদর্শনের প্রয়াস হিসেবে আদি মহোৎসব-এর সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত বৃহস্পতিবার সকালে নতুন দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় আদিবাসী উৎসব "আদি মহোৎসবের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। আদিবাসী সংস্কৃতি, শিল্প ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে এই উৎসবেপ্রায় এক হাজার কারিগর ও শিল্পী এতে অংশ নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বাজরা বর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এই মহোৎসবে আদিবাসীদের দ্বারা উৎপাদিত শ্রী অন্ন প্রদর্শনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এদিন সকালে আদি মহোৎসব-এর সূচনা করার পর স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডাও। এদিন আদিবাসীদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলা পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সম্প্রসারিত 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নিয়ে ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আপনাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত। সারা জীবন হাতখরচটা পাবেন। বাজেটে প্রস্তাব পেশ হওয়ার পরের দিনই মেদিনীপুরের প্রশাসনিক সভা থেকে ষাটোর্ধ্ব মহিলাদের উদ্দেশে প্রকল্পটির সুবিধা ব্যাখ্যা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সদ্য পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটে সরকারি প্রকল্প ' লক্ষ্মী ভাণ্ডার' আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। এবার থেকে ও এই প্রকল্পের আওতায় আসছেন। প্রতি মাসে তাঁরা পাবেন ১০০০ টাকা করে।রাজ্যে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। মহিলাদের জন্য চালু হয়েছে ' লক্ষ্মীভাণ্ডার' প্রকল্প। এই প্রকল্পে তফসিলি জাতি-উপজাতির মহিলারা মাসিক ১০০০ টাকা ও সাধারণ মহিলারা ৫০০ টাকা পান। তবে এই ভাতা পেতেন ২৫-৬০ বছর বয়সিরা। এবার সেই প্রকল্পের আওতায় এলেন ষাটোর্ধ্ব মহিলারাও। এতদিন ৬০ বছর পেরিয়ে গেলে তাঁরা পেতেন বার্ধক্য ভাতা। বুধবার রাজ্য বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এবার ষাটোর্ধ্ব মহিলারা বার্ধক্য ভাতা-সহ ' লক্ষ্মীভাণ্ডার' প্রকল্পে মাসে ১ হাজার টাকা পাবেন। অর্থা ষাট পেরলেও সরকারি প্রকল্পটির সুবিধা পাবেন মহিলারা।শুক্রবার মেদিনীপুরের প্রশাসনিক সভায় একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে সেই প্রসঙ্গ। তাঁর কথায়, আপনাদের ভবিষ্য নিশ্চিত। সারা জীবন অন্তত হাতখরচটা পাবেন। খাওয়ার কথা ভাবতে হবে না। আপনাদের জন্য ফ্রি রেশন আছে, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য আমাদের একাধিক প্রকল্প আছে। বিনামূল্যে চিকিসার জন্য স্বাস্থ্যসাথী আছে। সুতরাং, আর ভাবনা নেই। মা, বোনেরা, আপনারা সরকারি সাহায্যটা আজীবন পাবেন।

বিজয় কিচলুর প্রয়াণে শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃশিল্পী বিজয় কিচলুর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত শুক্রবার রাতে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে তাঁর বার্তায় জানানো হয়, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী পণ্ডিত বিজয় কিচলুর প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। আগ্রা ঘরানার কিংবদন্তী শিল্পী বিজয় কিচলু ছিলেন আইটিসি সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির কর্ণধার। অগণিত নবীন শিল্পী তাঁর প্রশিক্ষণে আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁর প্রয়াণে সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি বিজয় কিচলুর পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত ১১৭

নয়াদিল্লি,১৮ফেব্রুয়ারিঃশনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১১৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪,৪৬,৮৪,৭৭৫। মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭৫৭ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫২,১৫১ জন। করোনা অ্যাকটিভ কেস ১,৮৬৭।

গোরক্ষপুর সাংসদ খেল মহাকুম্ভে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৮ফেব্রুয়ারিঃ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি, গোরক্ষপুরের সাংসদ শ্রী রবি কিষাণ শুক্লাজি, তরুণ খেলোয়া, প্রশিক্ষক, অভিভাবক ও অভিভাবিকা এবং আমার সহকর্মীরা!অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি মহাযোগী গুরু গোরক্ষনাথের এই পবিত্র ভূমিকে প্রণাম জানাই। সংসদ খেল-এর এই প্রতিযোগিতায় যেসব খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছেন আমি তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। আপনারা কঠোর পরিশ্রমী। এখানে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ পদক জয় করবেন, বাকিরা পরাজয় স্বীকার করবেন। কিন্তু, খেলার মাঠই হোক বা দৈনন্দিন জীবন, জয়-পরাজয় জীবনের এক অঙ্গ। তাই, যাঁরা এতদূরে এসে পৌঁছেছেন তাঁদের কাছে এটা পরাজয় নয়। আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছেন, প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আর এটাই হল আপনাদের জয়ের বড় মূলধন। আপনারা ভবিষ্যতে উপলব্ধি করবেন খেলোয়াড়োচিত মানসিকতা আপনাদের জীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে উঠবে। আমার তরুণ বন্ধুরা,আমি শুনলাম এখানে কুস্তি, কাবাডি, হকির মতো খেলার পাশাপাশি ছবি আঁকা, পল্লী গান, স্থানীয় নৃত্য, তবলা, বাঁশি বাজানোর মতো বিষয়েও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক উদ্যোগ। খেলাধূলা, শিল্প-সংস্কৃতি বা সঙ্গীত - যাই হোক না কেন, সব জায়গায় প্রতিভার স্বীকৃতির জন্য এই উসাহের প্রয়োজন। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এর জন্য আমরা দায়বদ্ধ। রবি কিষাণজি নিজে একজন প্রতিভাবান শিল্পী। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি শিল্পকলার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এই কারণে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই।বন্ধুগণ, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি সংসদ খেল মহাকুম্ভে অংশগ্রহণ করছি। এটি তৃতীয় খেল মহাকুম্ভ। আমি মনে করি ভারত যদি ক্রী়াক্ষেত্রে মহাশক্তিধর হয়ে উঠতে চায়, তাহলে আমাদের নতুন পন্থাপদ্ধতি ভাবতে হবে, নতুন নতুন ব্যবস্থা গ়ে তুলতে হবে। সংসদ খেল মহাকুম্ভ এ ধরনের একটি ব্যবস্থাপনা। স্থানীয় স্তরে খেলোয়াড়দের প্রতিভার বিকাশের জন্য নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় প্রতিভা যেমন বিকশিত হয়, পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলের খেলোয়া।দের মনোবলও বৃদ্ধি পায়। আপনারা দেখুন, এই গোরক্ষপুরে প্রথম যখন খেল মহাকুম্ভের আয়োজন করা হয়েছিল তখন সেখানে ১৮ থেকে ২০ হাজার খেলোয়া। অংশ নিয়েছিলেন। এবার সেই সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে ২৪ থেকে ২৫ হাজার। এই তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে মেয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ৯ হাজার। আপনাদের মধ্যে অনেকে ছোট ছোট গ্রাম ও শহর থেকে এসেছেন। এর মধ্য দিয়ে এটি স্পষ্ট যে সংসদ খেল প্রতিযোগিতা উদীয়মান খেলোয়াড়দের জন্য নতুন একটি মঞ্চ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বন্ধুগণ,আমরা প্রায়শই দেখতে পাই, লম্বা হওয়ার জন্য কৈশোরে অনেকেই গাছের ডালে বা কোথাও ঝুলছেন। বয়স ভেদে এই একটি মানসিকতা আসলে সকলের মধ্যে আছে তা হল, নিজেকে সুস্থ রাখা। একটা সময় ছিল যখন গ্রামীণ মেলায় নানা ধরনের খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকত। আখড়াগুলিতেও নানা ধরনের খেলাধূলা হত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়েছে আর পুরনো সেই ব্যবস্থাগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে। এই পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যখন স্কুলের পিটি ক্লাসগুলিকে নিছক সময় কাটানোর পিরিয়ড বলে ভাবা হত। এই ধরনের মানসিকতা গড়ে ওঠার ফলে দেশের ৩-৪টি প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতে নতুন নতুন ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা যেমন গড়ে ওঠেনি, একইসঙ্গে খেলাধূলাতেও উল্লেখযোগ্য কিছু হয়নি। আপনি যখন টিভিতে প্রতিভা অন্বেষণের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখেন তখন দেখবেন, ছোট ছোট শহর থেকে প্রচুর ছেলে-মেয়ে অংশ নিয়েছে। আমাদের দেশে এরকম অনেক লুকনো সম্ভাবনা আছে যারা ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। ক্রীড়া জগতে এই লুকিয়ে থাকা প্রতিভাদের সামনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সংসদ খেল মহাকুম্ভ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আজ শত শত বিজেপি সাংসদরা দেশজুড়ে এরকম ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করছে। বিপুল সংখ্যায় তরুণ খেলোয়া।রা এই সুযোগগুলি পাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই একে কাজে লাগিয়ে রাজ্য বা জাতীয় স্তরে এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আগামীদিনে অলিম্পিক্সের মতো আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পদক জয় করতে পারবেন। আর তাই আমি মনে করি, সংসদ খেল মহাকুম্ভ আপনাদের ভবিষ্যতের ভিতটি শক্তিশালী করছে।বন্ধুগণ,খেল মহাকুম্ভ আয়োজনের পাশাপাশি দেশের ছোট ছোট শহরে খেলাধূলার ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গোরক্ষপুরের আঞ্চলিক স্পোর্টর্স স্টেডিয়ামটি তার উদাহরণ। গোরক্ষপুরের গ্রামীণ অঞ্চলে তরুণ-তরুণীদের জন্য ১০০টির বেশি খেলার মাঠ গড়ে তোলা হয়েছে। শুনলাম, চৌরি চৌরায় একটি গ্রামীণ মিনি স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে। ' ইন্ডিয়া' আন্দোলনের মাধ্যমে খেলাধূলার বিভিন্ন ব্যবস্থা যেমন গড়ে তোলা হচ্ছে, পাশাপাশি খেলোয়া়দের যাতে যথাযথ প্রশিক্ষণ পান, সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশ এখন এক সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এবারের বাজেটে খেলাধূলার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৪-র সঙ্গে তুলনা করলে বলা যাবে, ক্রীড়া মন্ত্রকের এবারের বাজেটের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। আজ দেশে অনেক অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হচ্ছে। টপস-এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে খেলোয়া।দের প্রশিক্ষণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। 'খেলো ইন্ডিয়া'র পাশাপাশি ' ফিট ইন্ডিয়া' এবং যোগও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভালো পুষ্টির জন্য দানাশস্য ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আজ জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি দানাশস্য প্রধান খাদ্যের তালিকায় রাখা হচ্ছে। দেশ মোটা দানাশস্যকে এখন নতুন নামে ভূষিত করেছে - ' শ্রী অন্ন'। আপনারা সকলে এই কর্মসূচিগুলিতে অংশ নিয়েছেন এবং একে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আজ অলিম্পিক্সের মতো বড় বড় প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়া।রা পদক জয় করছেন। আপনাদের মতো তরুণ খেলোয়াড়রা এই ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।আপনাদের সকলের প্রতি আমার আস্থা রয়েছে যে আগামীদিনে আপনাদের সাফল্যে দেশ গর্ববোধ করবে। আপনাদের সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ!

মহাশিবরাত্রির দিন ভোর ৪টা থেকে ৪২ ঘণ্টা খোলা থাকবে সোমনাথ মন্দির

সোমনাথ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ গির সোমনাথ জেলার ভেরাভালে অবস্থিত প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ সোমনাথে মহাশিবরাত্রির জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। শ্রী সোমনাথ ট্রাস্ট ঐতিহ্যগতভাবে মহাশিবরাত্রি উৎসবে বিশেষ পূজা-অর্চনা ও উদযাপনের আয়োজন করবে।মন্দিরের চারপাশে আকর্ষণীয় সাজসজ্জা করা হয়েছে, পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তদের সুবিধার্থে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানটি মন্দির ট্রাস্টের পক্ষ থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। মহাশিবরাত্রিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি, সোমনাথ মন্দির ভোর ৪ টা থেকে একটানা ৪২ ঘন্টা ভক্তদের জন্য খোলা থাকবে। মহাশিবরাত্রিতে সোমনাথ মন্দিরে চার ঘণ্টার বিশেষ পূজা-অর্চনা-আরতি, মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ, পালকী যাত্রা, পার্থেশ্বর মহাপুজন, পতাকা উত্তোলন, পাগ পুজো, শোভাযাত্রাসহ নানা আয়োজনে পুরো পরিবেশকে শিবময় করে তোলা হবে। শিবরাত্রিতে হর হর মহাদেবের ধ্বনিতে মুখরিত হবে সোমনাথ ও আশেপাশের এলাকা। দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের জন্য মন্দির ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্লকরুম ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ধাক্কা উদ্ধবের, শিন্দে গোষ্ঠীকেই শিবসেনার স্বীকৃতি নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দলীয় বিধায়কদের বিদ্রোহের মুখে আগেই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর পদ খুইয়েছিলেন উদ্ধব ঠাকরে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বাবা বালাসাহেব ঠাকরের হাতে গড়া শিবসেনার অধিকারও হারালেন তিনি।' বান্ধব' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে মহারাষ্ট্রের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা বিক্ষুব্ধ শিবসেনা নেতা একনাথ শিন্দের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকেই আসল শিবসেনা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই সঙ্গে দলের নির্বাচনী প্রতীক তীর এবং ধনুকের মালিকানাও বিক্ষুব্ধ শিবসেনা গোষ্ঠীকে বরাদ্দ করেছে। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে বিজেপি এজেন্ট হিসেবে পরিচিত মহারাষ্ট্রের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।গত বছরের জুন মাসেই তকালীন শিবসেনা সুপ্রিমো তথা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন দাপুটে নেতা একনাথ শিন্দে। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি থেকে বালাসাহেবের পুত্রকে হটিয়ে নিজেই বসেন। দলের অধিকাংশ সাংসদ ও বিধায়ক ক্ষমতার লোভে উদ্ধবকে ছেড়ে শিন্দে শিবিরে যোগ দেন। এর পরেই নিজেদের আসল শিবসেনা হিসেবে দাবি করে নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের নির্বাচনী প্রতীক তীর-ধনুক ব্যবহার করার অধিকার চেয়ে আর্জি জানায় শিন্দে

দুর্গাপুর শিল্পশহরে বেআইনী পুকুর ভরাট করে নির্মাণকাজ ভেঙে দিল ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

দুর্গাপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জলসঙ্কটের কড়া বার্তা। প্রতি মুহুর্তে টের পাচ্ছে শহরবাসী। তবুও টনক নড়েনি। আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নির্বিচারে চলছিল পুকুর ভরাট। আর ভরাট করে চলছে প্রমোটারি। মোটা টাকায় বিকোচ্ছে ভরাট করা জলাজমি। অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হয়নি। বেআইনী পুকুর ভরাট করে নির্মাণকাজ ভেঙে দিল ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। শুক্রবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল শিল্পশহর দুর্গাপুর নগর নিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের মামড়া বাজার এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুকুর ভরাটের অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্তের। জলসঙ্কট ঠেকাতে 'জল ধরো, জল ভরো' প্রকল্প রূপায়নে মরিয়া রাজ্য সরকার। আবার কেন্দ্র সরকারও জল সংরক্ষনে তৎপর। যদিও, গত একবছর ধরে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন করে পুকুর খনন একপ্রকার মুখ থুবড়ে। অন্যদিকে তখন আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে শিল্পশহর দুর্গাপুরে অবাধে চলছে পুকুর ভরাটের কাজ। ভরাট করা জলাজমিতে অবাধে চলছে প্রমোটারি। চলছে নানান নির্মান কাজ। দুর্গাপুর শহরের মাম।া বাজার এলাকার বড় বাঁধ। মামড়া মৌজায় ২৫৯ দাগ নং য়ে রয়েছে প্রায় ৩১ বিঘার ওই পুকুরটির। যার ২১ বিঘা ব্যাক্তি মালিকানাধীন ও ১০ বিঘা সরকারি অংশ। পুকুরটি আশপাশের এলাকার জল নিকাশীর একমাত্র ভরসা। এছাড়াও গৃহস্থের ও নানান সামাজিক কাজে পুকুরটির জল ব্যাবহৃত হয়। দমকল গাড়ীতে জল ভর্তির জন্য ব্যাবহৃত হয়। গত কয়েকবছর ধরে সংস্কার না হওয়ায় আগাছায় ভর্তি হয়েছে পুকুরটি। তার ওপর সম্প্রতি নজর প।ছে জমি মাফিয়াদের। পুকুর পাড়ে চাষবাসের নাম করে অবাধে চলছে ভরাট কাজ। ছাই, মাটি ফেলে ভরাট করে চলছে গ্যারেজ, লোহা ব্যাবসার কাজ। সম্প্রতি আবার পুকুর ভরাট করে ওইসব দোকানের বহর বা।ানোর কাজ চলছে নিবিচারে। কিছুদিন আগে অবৈধ নির্মান প্রশাসন থেকে ভেঙে দেয়। কিন্তু, তারপরও পুনরায় নির্মান কাজ শুরু করে। আর তাতেই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। পুকুর ভারাটের জেরে জল সঙ্কটের আশঙ্কায় যেমন রয়েছে, তেমনই নিকাশী ব্যাবস্থা মজে যাওয়ার আশঙ্কায় বাসিন্দারা। গত শুক্রবার সকালে স্থানীয় গ্রামবাসী, বাজারের দোকানদার, বিজেপি, তৃণমূল সম্মিলিতভাবে ওইসব নির্মান ভেঙে দেয়। ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ।স্থানীয় বিজেপির যুবকর্মী সমীর গরাই, তৃণমূল যুবকর্মী বনমালি দাস, প্রাক্তন ওয়ার্ড কাউন্সিলার দেবু লোহার জানান,যেভাবে ভরাট করে নির্মান হচ্ছে, তাতে অচীরেই আস্তা পুকুরটি অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়বে। বর্ষায় আশপাশের ৩-৪ টি ওয়ার্ডের জল নিকাশী মুখ থুবড়ে পড়বে। আশপাশের এলাকা প্লাবিত হবে। দমকল গাড়ী জল ভর্তিতে সমস্যা হবে। ফলে শহরে অগ্নিনির্বাপনে ব্যাহত হবে। জল ওই পুকুরে পড়ে। এভাবে ভরাট হলে, নিকাশী ব্যাবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে। গত দু বছর ধরে বাপি সরকার নামে এক স্থানীয় ব্যাবসায়ী পুকুরটি অবাধে ভরাট করে চলেছে। ভরাট করে নানান নির্মান কাজ করছে। অনেকটা অংশ ইতিমধ্যে ভরাট হয়ে গেছে। ভুমি রাজস্ব দফতর থেকে মহকুমা প্রশাসন সব জায়গায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু, কোন সুরাহা হয়নি। তাই গোটা এলাকাবাসী, বাজারের ব্যাবসায়ী, সব দলের লোকজন সম্মিলিতভাবে। অবৈধ নির্মাণ খুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত বাপি সরকারের গ্রেফতারের দাবী জানাচ্ছি। যদিও অবৈধ নির্মানের অভিযোগ অস্বীকার করেছে, অভিযুক্ত ব্যাবসায়ী বাপি সরকার। তিনি বলেন, নিজস্ব জমির ওপর নির্মাণ করেছি। চাহিদা মত তোলা না দেওয়ায়, আমার ওপর এই আক্রোশ। আইনের দারস্ত হব। উল্লেখ্য, আসানসোল- দুর্গাপুর এলাকায় ভুগর্ভস্থ জলস্তর অনেক নীচে। এছাড়াও প্রতিনিয়ত দুর্গাপুর শহরবাসীকে জলকষ্টে ভুগতে হয়। প্রায়ই পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেয়। তারপরও প্রশ্ন উঠেছে, অবৈধ পুকুর ভরাট রুখতে স্থানীয় প্রশাসনের ভুমিকায়। প্রসঙ্গত, পুকুর ভরাট করতে হলে ভুমি রাজস্ব দফতরে নিয়ম মেনে অনুমতি নিতে হয়। সম পরিমান পুকুর ওই একই মৌজার অন্যত্র খনন করতে হয়। একই সঙ্গে মস্য দফতরের অনুমতি নিতে হয়। ১৯৫৫ সালের রাজ্য ভুমি সংস্কার আইন অনুযায়ী পুকুর ভরাট করলে ৪(সি) আইনের ধারা লঙ্ঘিত যেমন হয়। তেমনই ৪(ডি) আইনের ধারা অনুযায়ী ৩বছরের জেল অথবা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। আবার দুটোয় শাস্তি হতে পারে। এছাড়াও ১৯৫৫ সালের ইনল্যান্ড ফিসারি অ্যাক্ট অনুযায়ী মস্য দফতরের অনুমতি ছাড়া পুকুর ভরাট করলে আইনানুগ শাস্তির বিধান রয়েছে। এতদ্ স্বত্ত্বেও এখন প্রশ্ন উঠেছে, যেখানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে যেখানে রাজ্য সরকার 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্প করেছেন। সেখানে কিভাবে চলছে অবৈধভাবে পুকুর ভরাট?এডিডিএ চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, খুব ভাল কাজ করেছে এলাকাবাসী। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি, কে বা কারা এভাবে ভরাট করে নির্মান করছিল। আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে জবর দখলকারিদের বিরুদ্ধে। ভরাট পুকুর পুর্বাবস্থায় ফেরানো হবে।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়ায় 'ওএনজিসি' ও 'ইলেকশন ডিউটি' স্টিকার সাঁটা স্করপিও থেকে বাজেয়াপ্ত প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকার গাঁজা

বাজারিছড়া (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছ।ায় ' ওএনজিসি' ' ইলেকশন ডিউটি' স্টিকার সাঁটা একটি স্করপিও থেকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকার গাঁজা।বাজারিছড়া থানার ওসি চিরঞ্জি কুমার বরা জানান, লোয়াইরপোয়া ব্লকের হাতিখিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নম্বর লাইনে কর্মকার পদবীর জনৈক ব্যক্তির বাড়ির উঠোনে ত্রিপুরার রেজিস্ট্রিকৃত টিআর ০৩ ডি ০৪১৫ নম্বরের একটি স্করপিও কয়েকদিন ধরে ছিল। তা দেখে স্থানীয় কতিপয়ের সন্দেহ হয়। সন্দেহের বশে তাঁরা খবর দেন থানায়। খবর পেয়ে গতশুক্রবার থানা থেকে এসআই ঘনশ্যাম লোচন, পুলিশকর্মী রিংসেকরিল চড়াই, অমল আঁকুড়া, বিজু চড়াইরা গিয়ে গাড়িতে তালাশি চালিয়ে ৫৩ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশের দল। গা।িটির সম্মুখভাগে উইন্ডোশিল্ড গ্লাসে ওএনজিসি এবং ইলেকশন ডিউটির দুটি স্টিকার সাঁটা ছিল।গাড়িটির দরজা খুলে তালাশি চালিয়ে সিটের নীচে সারিবদ্ধভাবে ঢেকে রাখা আছে ৫৩টি শুকনো গাঁজার প্যাকেট। সেগুলো উদ্ধার করে ওজন করে দেখা যায় প্রতিটি প্যাকেটে দশ কেজি করে মোট পাঁচ কুইন্টাল ৩০ কেজি গাঁজা। কেজি-প্রতি দশ হাজার টাকা করে বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজাগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকা হবে।ওসি চিরঞ্জি কুমার বরা জানান, তাঁদের প্রাথমিক তদন্তে গাড়িতে সাঁটা ওএনজিসি ও ইলেকশন ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর ভুয়ো বলে ধরা প।ছে। তবে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে কাউকে এখনও আটক বা গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি, জানান তিনি। পুলিশের ধারণা, সদ্যসমাপ্ত ত্রিপুরা নির্বাচনের সময় এই গাড়িকে কাজে লাগিয়ে বিপুল পরিমাণের নেশা সামগ্রী পাচার করছে মাদক কারবারিরা। ওসি জানান, গাঁজা পাচারের সঙ্গে কয়েকজন যুবকের নাম তাঁদের হাতে এসেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে এদের নাম খোলসা করেননি তিনি।

বিগত ৭৫ বছরে বিশ্বের সেরা পুলিশ বাহিনী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে দিল্লি পুলিশঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিগত ৭৫ বছরে বিশ্বের সেরা পুলিশ বাহিনী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, দিল্লি পুলিশের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দিল্লিতে দিল্লি পুলিশের ৭৬ তম রাইজিং ডে প্যারেডে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি ঐদিন বলেছেন, এটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত যে আমি ৭৫ বছরেরও বেশি সময়ের উত্তরাধিকারের অংশ। দিল্লি পুলিশ স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত নিজেদের কাজের জন্য পরিচিত এবং সমগ্র দেশ প্রশংসা করেছে।পুলিশ ইকোসিস্টেমের কথা স্মরণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে, স্বাধীনতার পূর্বে পুলিশের কাজ নাগরিকদের সেবার দিকে মনোযোগ দিত না। পুলিশ শুধুমাত্র ব্রিটিশদের স্বার্থ নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর দিল্লি পুলিশ সার্ভিস শান্তি, সেবা এবং ন্যায়বিচারের সূত্র ধরে এগিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, ভারতের আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ২০১৪ সাল থেকে ইতিবাচক উন্নতি দেখেছে। আগে কাশ্মীরে প্রতিদিন বিক্ষোভ, পাথর নিক্ষেপ এবং বিপ্লবের ঘটনা ঘটত। বর্তমানে কাশ্মীর পর্যটকে পরিপূর্ণ।

দেশ ও রাজ্যবাসীকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানালেন শিবরাজ চৌহান

ভোপাল, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃমহাশিবরাত্রি উপলক্ষে দেশ ও রাজ্যের মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।এদিন এক টুইটে চৌহান লিখেছেন, মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে সমস্ত রাজ্য ও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে মা পার্বতী ও ভগবান শঙ্করের পূজায় মগ্ন। সরকার রাজ্যজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। প্রদীপে আলোকিত হবে মহাকাল মহারাজের শহর।

শনিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও শনিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় দশমাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।শনিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিকভাবে চলছে। তবে তুষারপাত ও পিচ্ছিল অবস্থার কারণে মুঘল রোড এবং এসএসজি রোড যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে।শনিবার সকাল থেকেই জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মুতে হালকা যানবাহন পাঠানো হচ্ছে। ভারী যানবাহনগুলিকে জখাইনি উধমপুর থেকে শ্রীনগরের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে শুধুমাত্র হালকা যানবাহন পাশ দিয়ে। এছাড়াও, নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলিকে জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।এদিকে, তুষারপাত এবং পিচ্ছিল অবস্থার কারণে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সাথে রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলার সংযোগকারী মুঘল রোড এবং এসএসজি রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। আধিকারিকরা বলছেন, নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোনও যানবাহন জাতীয় সড়কে চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

দিল্লি মেয়র নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না মনোনীত সদস্যরা, রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি মেয়র নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না মনোনীত সদস্যরা। গত শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ এক নির্দেশে জানিয়ে দিয়েছে, দিল্লির মেয়র নির্বাচনে উপরাজ্যপালের মনোনীত সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন না। শীর্ষ আদালতের রায়ে যেমন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, তেমনই অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি।গত ডিসেম্বরে দিল্লি পুরসভার নির্বাচনে হেরে যায় বিজেপি। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। মেয়র নির্বাচনের আগে বিজেপি ঘনিষ্ঠ ১০ জনকে অল্ডারম্যান হিসেবে মনোনীত করেন উপ-রাজ্যপাল বিনয় সাক্সেনা। তিন তিন বার মেয়র নির্বাচনের জন্য বৈঠক ডাকা হলেও আপ ও বিজেপি কাউন্সিলরদের গোলমালের জেরে রাজধানীর মহানাগরিক নির্বাচিত করা যায়নি।এর পরেই মেয়র নির্বাচন নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন আপের মেয়র পদপ্রার্থী শেলি ওবেরয়। আদালতের নজরদারিতে মেয়র পদে নির্বাচনের দাবি জানান তিনি। ওই মামলার শুনানি শেষে

'গণতন্ত্রের হত্যা', শিবসেনার অধিকার হারিয়ে নির্বাচন কমিশনকে তোপ উদ্ধবের

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দলীয় বিধায়কদের বিদ্রোহে আগেই খুঁইয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি। আর শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বাবা বালাসাহেব ঠাকরের হাতে গড়া শিবসেনার নাম ও প্রতীক ব্যবহারের অধিকারও হারান উদ্ধব ঠাকরে। রাতেই জরুরি সাংবাদিক সম্মেলন করে বালাসাহেব পুত্র জানিয়ে দিয়েছেন, ' নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হবেন।' নির্বাচন কমিশনকে কার্যত খুনি হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ' আদেশের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু এইভাবে শিবসেনাকে শেষ করা যাবে না।'কমিশনের নির্দেশের পরেই উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। সেই জল্পনার মধ্যেই জরুরি সাংবাদিক সম্মেলন করেন বালাসাহেব পুত্র। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, 'মোদি জমানায় নির্বাচন কমিশন বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। প্রভুরা যা নির্দেশ দিচ্ছেন, তাই পালন করে চলেছেন মেরুদণ্ডহীন কমিশনাররা। সুপ্রিম কোর্টে এখনও মামলা বিচারাধীন। তার মধ্যে আচমকা এই নির্দেশ দ্দেওয়া হয়েছে। সামনেই বৃহন্মুম্বই পুর নিগম সহ একাধিক পুরসভার নির্বাচন। আর ওই নির্বাচনের আগে বিজেপির সুবিধা করে দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীকেও আক্রমণ করেছেন উদ্ধব। তাঁর কথায়, 'দেশে তো একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন। লালকেল্লা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবেই গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘোষণা করে দিন।'

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৯ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার, ৬ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৯ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৬ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ৬ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৮.০৬এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৪শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ০৭মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৩২ মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন।

রাশিফল

মেষ রাশিঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা

বৃষ রাশিঃ আঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন।

মিথুন রাশিঃআপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে আপনার মনে এক উজ্জ্বল সুন্দর এবং গৌরবজনক ছবি প্রবেশ করান। শুভদিনহবে

কর্কট রাশিঃআপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে আপনার মনে এক উজ্জ্বল সুন্দর এবং গৌরবজনক ছবি প্রবেশ করান। অর্থ ব্যয় হবে

সিংহ রাশিঃআপনার শারীরিক স্বাস্হ্য উন্নত করতে এক সুষম আহার নিন। বড়সড় পরিকল্পনা এবং ধারণাশালী কেউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শুভদিন।

কন্যা রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন

তুলা রাশিঃআপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। বিবাহের যোগ হবেইআজ

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে।।

ধনু রাশিঃ পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শুভ দিন হবে পারে আজকে।

মকর রাশিঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। অর্থ সঞ্চয়।

কুম্ভ রাশিঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। আর্থিক সংকট দূর হবে

মীন রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। বিশেষ জাত আছে এমন যে কোন কিছুতে আর্থিক

শিয়ালদা শাখায় বাতিল ১০ ঘন্টার জন্য লোকাল ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রেলট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শনিবার ও রবিবার ১০ ঘণ্টার জন্য বাতিল শিয়ালদহ মেন ও কর্ড লাইনের একাধিক ট্রেন। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তার বিস্তারিত জানানো হয়েছে। রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শনিবার রাত ১১ টা থেকে রবিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত শিয়ালদহের ৫ থেকে ১০ নং প্ল্যাটফর্মে কোনও ট্রেন চলাচল করবে না। যার জেরে মেন শাখায় রানাঘাট, শান্তিপুর ছাড়াও হাবড়া, বনগাঁ, ডানকুনি শাখায় প্রচুর ট্রেন বাতিল থাকছে। একঝলকে দেখে নিন শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত কোন কোন ট্রেন চলবে না-শিয়ালদহ মেন শাখা-আপ ও ডাউন রানাঘাট লোকাল,আপ ও ডাউন কল্যাণী সীমান্ত লোকাল,আপ ও ডাউন বারাকপুর লোকাল,আপ ও ডাউন শান্তিপুর লোকাল,আপ ও ডাউনে হাবড়া, বনগাঁ, ডানকুনি লোকাল বাতিল-আবার বারাসত হাসনাবাদ শাখায় সাড়ে ৬ ঘণ্টার জন্য বাতিল থাকবে কয়েকটি ট্রেন। রাত ১১টা থেকে সকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বাতিল থাকবে কয়েকটি ট্রেন। আপ ও ডাউনের সোনাদিয়া ও লেবুতলার মধ্যে ট্রেন চলাচল করবে না। অন্যদিকে, বালিগঞ্জ স্টেশনের পুরনো ফুট ওভারব্রিজ মেরামতির কাজ চলতে থাকায় শনিবার রাত ১০টা ৩৫ থেকে রবিবার সকাল ৮টা ৩৫ পর্যন্ত চলবে না কয়েকটি ট্রেন। বাতিল থাকছে শিয়ালদহ বজবজ লোকাল। আপ ও ডাউন নৈহাটি বজবজ লোকালকে শিয়ালদহ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া বাতিল-আপ ও ডাউন বারাসত হাসনাবাদ লোকাল,আপ ও ডাউন শিয়ালদহ হাসনাবাদ লোকাল- এই দুই শাখায় ৮ টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে এই কয়েক ঘণ্টার জন্য। এতগুলি শাখায় এত ট্রেন বাতিলে যাত্রীদের অসুবিধার কথা স্বীকার করে নিয়েছে রেল। তার জন্য দুঃখপ্রকাশও করেছে।

ফুটিগোদা থেকে ধৃতদের পাঠানো হল বারুইপুর মহকুমা আদালতে

দুরন্ত বার্তা, বকুলতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ নিজেদের জমি জায়গা নিয়ে বিরোধ ও মারপিটের অভিযোগে ধৃত চার বকুলতলা থানার শ্রীরামপুর এলাকা থেকে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,জয়নগর ২ নং ব্লকের

বকুলতলা থানার ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর এলাকায় জমি জায়গা দখল নিয়ে গত শুক্রবার সকালে সুজয় সরদার ও সঞ্জয় সরদার নামে দুই ভাই এর মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি, ঝগড়া ও পরে মারপিটের ঘটনা শুরু হয়।আর এই সময়ে এই ঘটনায় যুক্ত হয়ে পড়ে দুই ভাই এর দুই ছেলে গান্ধী সরদার ও শিবা সরদার। মারপিট চরম আকার নিলে স্থানীয় মানুষ জন বকুলতলা থানায় খবর দেন। আর তার পরেই বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডলের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিম এলাকায় গিয়ে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে সুজয় সরদার, সঞ্জয় সরদার, গান্ধী সরদার ও শিবা সরদারকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে। শনিবার ধৃত চারজনকে বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

খানাকুলে আগুনে পুড়ে বশীভূত হয়ে গেল একটি বাড়ি

গোপাল রায় ,আরামবাগ,১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আগুনে পুড়ে বশীভূত হয়ে গেল একটি ঘরের চালের বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে খানাকুল থানার পোর্ট এলাকায়। জানা গেছে ওই এলাকার বাসিন্দা অসীম পাখিরা স্ত্রীর প্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যা দেখিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়েছিল। ওই সময় হঠাৎ প্রদীপের আগুনে বাড়িতে আগুন লেগে যায়। বাড়ির আগুনের ধোঁয়া দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। এরপর স্থানীয় লোকজনেরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে । খবর দেওয়া হয় দমকলে, ঘটনাস্থলে দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।বাড়িতে কেউ না থাকাই বাড়ির পরিবারের লোকেরা দুর্ঘটনাটা থেকে বেঁচে যায়। বাড়িতে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র পড়ে বশীভূত হয়ে যায়। বাড়ি পরিবারের সদস্যদের দাবি প্রদীপের আগুন থেকেই বাড়িতে আগুন লেগেছে। আগুন লাগার ঘটনা জানতে পেরে শনিবার দুপুরে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি দেখতে যান খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। পরিবারের সাথে থাকা আশ্বাস দেন বিধায়ক। এর পাশাপাশি তৃণমূল নেতা চন্দন কাতর পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন। তিনি পাশে থাকাও আশ্বাস দেন।

সাংবাদিক তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সাংবাদিক তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংেদ্যাপাধ্যায়। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের তরফে দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, বিশিষ্ট সাংবাদিক তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ কলকাতায় প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাপসবাবু দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল, দি উইক প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রয়াণে সাংবাদিকতার জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মীয় পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

হাওড়া বিভাগের উচ্চ রাজস্ব আয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাব্যবস্থাপক শ্রী অরুণ অরোরার অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব ও নির্দেশনায়, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগ রাজস্ব সর্বাধিক করার চেষ্টা করছে। ডিআরএমহাওড়া সমস্ত শাখা অফিসারদের রাজস্ব সর্বাধিক করার জন্য নির্ধারিত কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সংবেদনশীল করেছে। এই ধরনের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ২০২২-২৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত হাওড়া বিভাগের মোট রাজস্ব পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের পুরো সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ এপ্রিল ২০২১ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত) এই বিভাগের আয়কে ছাড়িয়ে গেছে।)চলতি আর্থিক বছরে ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত হাওড়া বিভাগের মোট রাজস্ব ২১৫৩.৬১ কোটি টাকা মোট রাজস্ব ছাড়িয়ে গেছে। আগের অর্থবছরে (২০২১-২২) ২০৯০.৪২ কোটি আয় হয়েছে।চলতি আর্থিক বছরে, এপ্রিল '২০২২ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী' ২০২৩ পর্যন্ত হাওড়া বিভাগের ক্রমবর্ধমান মোট যাত্রী রাজস্ব ১১০৭.৩৫ কোটি টাকা যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৩৮.৪৬ কোটি টাকার যাত্রী আয়ের তুলনায় ৩২.০৭ বেশি। অ উপনগরী (প্রাক্তন পিআরএস) বিভাগে উল্লেখযোগ্য অর্জন লক্ষ্য করা গেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে চলতি আর্থিক বছরে ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত ১৮৬.৬০ কোটি টাকা আয় রেকর্ড করা হয়েছে যা ৪০.৩৫ কোটি টাকার আগের আয়ের তুলনায় ৩৬২.৪৫ বেশি ২০২১-২২ আর্থিক বছরে।নন ফেয়ার রেভিনিউ (এনআইএনএফআরআইএস) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, ক্যাটারিং এবং ভেন্ডিং, পার্কিং, পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট, এটিএম ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন আয়ের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি এই অর্থবছরে ১০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৭৪.৬১ কোটি টাকা হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে।

গ্রামের প্রান্তিক মানুষের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে হরিপাল ব্লকে দুয়ারে ডাক্তার ক্যাম্প

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্যে সামাজিক বিভিন্ন প্রকল্প চালু রয়েছে। এই প্রকল্প গুলি সহজে গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুয়ারে সরকার কর্মসূচি ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। এরই সঙ্গে সম্প্রতি আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি দুয়ারে ডাক্তার চালু হওয়ায় মানুষ যথেষ্ট উৎসাহিত্য ও আনন্দিত, কারণ গ্রামের মানুষ কলকাতার সেরা হাসপাতালগুলির অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করানোর জন্য চেষ্টা করলেও আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূরত্ব ও সময় তাদের কাছে সেই চেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই গ্রাম বাংলার মানুষের এই সমস্যার কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সম্প্রতি কলকাতার পিজি হাসপাতালের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে চিকিৎসকদের গ্রামে গিয়ে ক্যাম করে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পরামর্শ দেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজ হুগলি জেলার হরিপাল ব্লকের অন্তর্গত মালিয়া বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচি পালিত হলো। এই চিকিতসা পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না এসডিও চন্দননগর বিডিও হরিপাল জয়ন্ত সাহা, ডেপুটি

সি,এম,ও, এইচ, সহ কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। ওই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন এটি সরকারের একটি অন্যতম অভিনব প্রকল্প। এই প্র্যকল্পের মাধ্যমে কলকাতা মেডিকেল কলেজের অভিজ্ঞ ও স্পেশালিস্ট ডাক্তার বাবুরা প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেবেন। তিনি জানান দুয়ারে ডাক্তার প্রকল্পটি মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে আজকের এই ক্যাম্প থেকেই তা পরিষ্কার। তিনি জানান আজ হুগলি জেলার হরিপাল ব্লকে এবং খানাকুল ব্লকের নতিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এই দয়ারে ডাক্তার প্রকল্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জানা গেছে এই দুয়ারে ডাক্তার ক্যাম্পের মাধ্যমে গ্রামের একেবারে প্রান্তিক মানুষের কাছে কলকাতার মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের স্পেশালিস্ট ডাক্তার বাবুরা পৌঁছে যাবেন। তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ ও ওষুধ দেবেন প্রয়োজনে বড় কিছু শারীরিক সমস্যা হলে তাদের সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত থাকছে। আপাতত দুই মাসের জন্য এই দুয়ারে ডাক্তার ক্যাম্পগুলি চলবে বলে জানা গেছে। এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রয়োজনে এই ক্যাম্প হতে পারে।

মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরে ভক্তদের ঢল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর,১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে শৈব তীর্থ তারকেশ্বরে ভক্তদের ঢল শনিবার মহা শিবরাত্রি সন্ধ্যা থেকে শিবচতুর্দশী শুরু হযেছে সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল নেমেছে তারকেশ্বরে বাবার মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা তারকেশ্বর মন্দিরে আসতে শুরু করেন। ব্যাপক ভিড় হয .বিশাল লাইন পড়ে যায। পাশেই দুধ পুকুরে পুণ্যার্থীরা স্নান সেরে পুরুষ ও মহিলারা মন্দিরে লাইন দিযে .পুজোর ডালি নিযে .বাবার মাথায .জল ঢালেন ও পুজো দিলেন মন্দির চত্বরে দোকানগুলোতে ভিড় মাঝে করোনার সময .বছর দুযেক মন্দির বন্ধ ছিল গত বছর থেকে মহা শিবরাত্রিতে তারকেশ্বরের বাবার মাথায .জল ঢালতে আসেন ভক্তরা। শিবরাত্রি উপলক্ষে তারকেশ্বর মন্দির চত্বর কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হযেছে , সঙ্গে সিসি ক্যামেরা দিযে .মুড়ে ফেলা হযেছে প্রচুর পুলিশ মোতাযেন করা হযেছে। এই উপলক্ষে মন্দিরের বাইরে মেলা বসেছে ভক্তরা পুজো দিযে .ফেরার পথে মেলার দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে তারকেশ্বর পৌরসভার

উদ্যোগে পুণ্যার্থীদের জন্য পানীয .জলের ব্যবস্থা করা হযেছে মেডিকেল ক্যাম্প করা হযেছে। বেশ কিছু ভক্তদের বক্তব্য মন্দিরে ভিড় হযেছে ভালো করে পূজো দিলাম। বাবার মাথায .জল ঢাললাম। ভক্তরা কেউ সোদপুর থেকে কেউ আবার কলকাতা থেকে কেউ আবার কল্যানী থেকে তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন মন্দিরের পাশে দুধ পুকুরে চারপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয .ছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। মন্দির কর্তৃপক্ষের বক্তব্য আশা করছি সন্ধ্যার পর থেকে ভিড় আরো বাড়বে সব রকম ব্যবস্থা করা উচিত ভক্তদের যাতে কোন অসুবিধা না হয। নিরাপত্তা ব্যবস্থায .জোর দেওযা .হযেছে। পুরসভার পক্ষ থেকেও ভক্তদের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা নেওযা .হযেছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ হাওড়ায় ভাষা শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি তুঙ্গে

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়াঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য যারা শহীদ হন তাদের ভুলে যায় নি বাঙালি জাতি। শুধু বাঙালিরা নয়, সারা বিশ্বের মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা সংগ্রামীদের। আমরাই পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি। তাই জাতি হিসেবে আমাদের ভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসার জন্য ইউনেস্কো ভাষা শহীদদের আত্নত্যাগের দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর। ২০০০ সাল থেকে প্রতিবছরই জাতি সংঘ সদস্য ভুক্ত দেশ গুলি ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে পালন করে আসছে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই।তবে রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বীকৃত পাঁচ ভাষা শহীদ রফিক, জব্বার, বরকত,শফিউর ও সালামের নাম আমাদের জানা। বাংলা ভাষার জন্য রক্ত সংগ্রাম ও শহীদ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ভাষা শহীদদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপিত হয় আমতায়। গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ১ নং ব্লকের রসপুর গরাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলিকাতা গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ' অগ্রগতি'-'র উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় আমতা থানার প্রবেশ পথের পাশে ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয় ১৯৯০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি।এর দুই বছর পর ১৯৯৩ সালে কলকাতার কার্জন পার্কে স্থাপিত হয় ভাষা স্মৃতি ফলক। ২০১১ সালে কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে স্থাপিত হয় আর এক ভাষা স্মৃতি ফলক। ২০২১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আমতার কানপুর গ্রামে পুরাশ সারঙ্গ 'র আয়োজনে একুশে স্মারক স্থাপিত হয়। ভাষার টানে, জীবন বাংলা গানে। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে আমতা থানার প্রবেশ পথের পাশে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম নির্মিত ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে' অগ্রগতি'-র পরিচালনায় ৪৬ তম বর্ষপূর্তি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পালনের প্রস্তুতি তুঙ্গে। শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে নতুন করে রঙের প্রলেপ পড়েছে।২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর অনুষ্ঠান ডালিতে আছে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান। কবি- সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক শিক্ষিকা, বিভিন্ন গণ সংগঠনের প্রতিনিধি, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গর উপস্থিতিতে পদযাত্রা। একুশে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ । আলোচনা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একুশের প্রর্দশনী।

সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের নিয়ে এপিডিআরের উদ্যোগে সাইকেল যাত্রা

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি,১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনের মৎস্যজীবি সহ সাধারণ মানুষদের সমস্যা নিয়ে তাদের পাশে থেকে আন্দোলন করে চলেছে এপিডিআর নামে এক মানবাধিকার সংগঠন। আর তাদের মৈপীঠ শাখার উদ্যোগে শনিবার মৈপীঠ পয়লা ঘেরী থেকে কাটামারী হাট অবধি সাইকেল যাত্রা হয়ে গেল বিভিন্ন দাবি নিয়ে।এ দিনের এই সাইকেল যাত্রায় কুলতলি, মৈপীঠ, জয়নগর, রায়দীঘি সহ আশেপাশের এলাকা থেকে শতাধিক মৎস্যজীবি সহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন।এদিন এ ব্যাপারে এপিডিআরের জেলা সম্পাদক আলতাফ আহমেদ বলেন, সুন্দরবন এলাকার ৯০ মানুষ জঙ্গল ও নদীর ওপর নির্ভরশীল। এই এলাকার মৎস্যজীবী, মৌলে, মধু সংগ্রহকারিদের ওপর

বনদপ্তরের বনরক্ষী বাহিনী নানাভাবে তাঁদের জীবন জীবিকা ওপর আক্রমণ করে। তাঁদের নদীতে নামতে বাধা দেয়। যারা নদীতে নামেন তাঁদের কখনো জাল, সংগৃহীত মাছ, মধু এগুলো কেড়ে নেয় অথবা তার বিনিময়ে বিপুল অংকের টাকা দাবি করে। অন্যদিকে এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা হাসপাতাল গুলো মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে। ডাক্তার নার্সের দেখা পাওয়া যায় না,এই এলাকার মানুষের উন্নয়ন প্রায় স্তব্ধ!অন্যদিকে জেলা ভাগের নামে সুন্দরবনের এই এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে,জলজঙ্গল জমিকর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। আর তাই এর বিরুদ্ধে এদিন আমাদের সাইকেল যাত্রা হয়ে গেল মৈপিঠ পয়লা ঘেরি থেকে কাঁটামারি হাট অবধি। মানুষের পাশে থেকে আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাবো।

উত্তর পূর্ব রেলের ট্রেন বাতিল

গোরখপুর ১৮ ফেব্রুয়ারীঃ রেলওয়ে প্রশাসন দ্বারা উত্তর পূর্ব রেলওয়ের লখনউ বিভাগের ডালিগঞ্জ বাদশাহনগর-গোমতিনগর-মালহাউর স্টেশনগুলির মধ্যে দ্বিগুণ কাজের কারণে, প্রিনন ইন্টারলক, নন ইন্টারলক এবং কমিশনারের পরিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে রেলওয়ে নিরাপত্তা রুট পরিবর্তন, সংক্ষিপ্ত পরিসমাপ্তিসংক্ষিপ্ত উৎপত্তি, নিয়ন্ত্রণ এবং পুনঃনির্ধারণ নিম্নরূপ করা হবে। বাতিলকরণ-১৫০৭০ আইশবাগ-গোরখপুর এক্সপ্রেস ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত আইশবাগ থেকে ছেড়ে যাবে। ১৫০৬৯ গোরখপুর-আইশবাগ এক্সপ্রেস ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৪ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত গোরখপুর থেকে চলা বাতিল থাকবে। ১২৫৩১ গোরখপুর লখনউ জং যাত্রা শুরু হচ্ছে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত গোরখপুর থেকে। এক্সপ্রেস বাতিল করা হবে। ১২৫৩২ লখনউ জংগোরখপুর এক্সপ্রেস ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত লখনউ জং থেকে ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ১৫০৭৮ গোমতীনগর-কামাখ্যা এক্সপ্রেস ২০ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখে গোমতীনগর থেকে চলমান বাতিল থাকবে। ২১ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখে কামাখ্যা থেকে ১৫০৭৭ কামাখ্যা-গোমতীনগর এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত গোমতীনগর থেকে চলা ১৫১১৩ গোমতীনগর ছাপড়া কাছারি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

প্রাক্তনীদের চিঠি উপাচার্য-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সংস্কার ও গবেষণার কাজের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস আরো একবার প্রাক্তনীদের চিঠি দিয়েছেন। গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণা এবং পরিকাঠামো খাতে দেওয়া অনুদান বন্ধ থাকায় বিভাগের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষাদান এবং গবেষণা সংক্রান্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই সহায়তা প্রয়োজন বলে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

বালির কল্যাণেশ্বর শিব মন্দিরে শিবরাত্রিতে পুজো

দুরন্ত বার্তা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বালির কল্যাণেশ্বর শিব মন্দিরে শিবরাত্রিতে পুজো সারলেন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা। প্রতি বছরের ন্যায় মহা শিবরাত্রিতে বালির কল্যাণেশ্বর শিব মন্দিরে পূজা সারলেন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী মহারাজরা। প্রায় ৪০০ বছরের ইতিহাস বহনকারী বালির এই কল্যাণেশ্বর বাবার অবস্থান বালির কল্যাণেশ্বরতলায়। কথিত আছে, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যে এই কল্যাণেশ্বর শিবলিঙ্গ জ্যান্ত শিবেরই প্রতীক। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ সেই রীতি মেনে চলেছেন। এদিন বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদক এবং মঠের বহু সন্ন্যাসী শিবরাত্রির দিন শিবের আরাধনা করেন এখানে।

সুন্দরবনে চালু হলো দুয়ারে চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা,গোসাবা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষেদের কাছে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা তুলে দিতে শনিবার সুন্দরবনের গোসাবার কর্মতীর্থতে উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের ৩০জন চিকিৎসক।এবারে দুয়ারে ডাক্তার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অভিনব উদ্যোগ এটি। প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জেও যাতে মানুষ রাজ্যের প্রথম সারির সরকারি হাসপাতালগুলির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা পেতে পারেন তাই 'দুয়ারে ডাক্তার' প্রকল্পটি চালু হলো সুন্দরবনে।শনিবার গোসাবার কর্মতীর্থে এর আয়োজন করা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে। প্রচুর সংখ্যক মানুষ গোসাবার বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চল থেকে এসেছিল এই পরিষেবার সুযোগ নিতে।আর এই পরিষেবা আগামী দিনে ও চলবে বলে জানা গেল। আর এই পরিষেবা পেয়ে খুশি সুন্দরবনের গোসাবার দ্বীপ এলাকার মানুষজন।

জয়নগরের পুনপুয়ায় চুরির ঘটনায় ধৃত আর ও এক দূস্কৃতি ক্যানিং থেকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরির দেড়মাসের মধ্যে চুরির কিনারা করলো এবার জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,গত বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ ৩১ শে ডিসেম্বরের রাতে জয়নগর থানার পুনপুয়া এলাকায় এক গৃহস্থের বাড়িতে

বড়সড় চুরির ঘটনা ঘটেছিলো।নগদ টাকা, সোনার গহনা সহ বাড়ির ব্যবহার্য বেশ কিছু জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায় সেদিন। বছরের শেষ দিনে যখন মানুষ বর্ষবরণের অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত তখন নিঃশব্দে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটে যায়।পরেরদিন সকালে বাড়ির মালিক ঘরে ঢুকে তাঁর ঘরের আসবাবপত্র আগোছালো দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে।দেখে তাঁর ব্যবহার্য জিনিসপত্র সহ আলমারি ভেঙে সোনার গহনা নগদ অর্থ চুরি হয়ে গেছে। আর তখনই জয়নগর থানায় খবর দেওয়া হয়।পুলিশ এসে ঘটনার বিবরণ নথিবদ্ধ করেন।আর তাঁর পরে এই ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মন্ডল ও এস আই সায়ন ভট্টাচার্য। আর সেই তদন্তের সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানার পুনপুয়ার বাড়ি থেকে আমিনউদ্দীন মোল্লা অরফে আমিন (৪৪),কে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ধৃতের ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। আর ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞেসাবাদ করে শুক্রবার রাতে এই চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ক্যানিং থানার সাতমুখী এলাকার বাড়ি থেকে গৌরাঙ্গ হাজারি নামে আরো এক দূস্কৃতিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মন্ডল ও এস আই সায়ন ভট্টাচার্য সহ পুলিশের বিশেষ টিম।ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়েছেন জয়নগর থানার তদন্তকারী অফিসার।এই চুরির ঘটনায় ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার ও ধৃতের সাথে আর কতজন জড়িত তা জানার চেষ্টা করছে জয়নগর থানার পুলিশ।

বারুইপুরে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক দূস্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বারুইপুরে দুটি আগ্নেয়াস্ত সহয়ি এক দুস্কৃতী রাতের অন্ধকারে বারইপুর থানার মল্লিকপুর এলাকায় সন্দেহ জনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে টহলরত পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যক্তিসহ উদ্ধার হয় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র।ধৃতের নাম ইস্তাক আহমেদ ওরফে ভিকি। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার রাত সাড়ে ১২ টা নাগাদ বারুইপুর থানার মল্লিকপুর এলাকায় সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল ভিকি। সেই সময় ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল একটি টহলদারি পুলিশের গাড়ি।তারা ভিকি কে তল্লাশি করে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দু রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে।আর তার পরেই তাকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপারের দফতরে আনা হয়।আর ধৃতকে নিয়ে এদিন পুলিশ সুপার পুষ্পা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ইস্তাক আহমেদের নামে আগেও অভিযোগ ছিলো। কিন্তু কেন সে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল বা কোথা থেকে সেই আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করেছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

সতীর্থকে ধর্ষণের অভিযোগ তৃণমূল নেতাপ্রাক্তন ফুটবলারের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিবাহিত পরিচয় গোপন করে তৃণমূলের এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির পর একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগকে ঘিরে আলোড়ণ তৈরি হয়েছে। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই মহিলা তৃণমূল কর্মী। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনিও একজন তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন ফুটবলার বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাতেই আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে রাজারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা। তাঁর দাবি, প্রথমটায় বুঝতে না পারলেও অবশেষে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তারপরই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। মহিলা তৃণমূল কর্মীর দাবি, তিনি জানতেন না ওই নেতার বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। পরে জানতে পারেন। সব তথ্য প্রমাণ থানায় জমা দিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন ওই মহিলা। ধর্ষণের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচন সহ সব ভোটে যেহেতু দলের হয়ে কাজ করেন তিনি, এলাকায় মানুষের পাশে থাকেন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ওই মহিলাকে অফিসে ঢুকতে দিতেন না তিনি। তারপরই অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন ওই মহিলা। এতদিন পরই বা অভিযোগ করলেন কেন? তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি।

মেট্রো রেলওয়েতে এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক আপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে আজ অর্থাৎ ১৮.০২.২০২৩ তারিখে সমস্ত অফিসারদের সুস্থ শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করার জন্য মেডিকেল বিভাগ দ্বারা একটি নির্বাহী স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পে মেট্রোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।এই ক্যাম্পে রক্তচাপ, ব্লাড সুগার, বডি মাস ইনডেক্স, লিভারের কার্যকারিতা, চোখ এবং হার্টের অবস্থা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্যারামিটার পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ দিতে উপস্থিত ছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৮০ সংখ্যা, রবিবার, ৬ ফাল্গুন ১৪২৯

অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ, আমেরিকার কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ

রবীন্দ্র কুমার শীল

অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ বলল আমেরিকা। আমেরিকার কংগ্রেসের উভয় কক্ষে এদিন একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনের সঙ্গে আমেরিকার দ্বৈরথের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিলকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আমেরিকার আকাশে চিনা বেলুন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন হতে শুরু করেছে এর মধ্যে আমেরিকা চিনা উস্কানির বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার বলতে শুরু করে দিয়েছে অরুণাচল প্রদেশকে চিন নিজেদের অংশ বলে যে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সেখানে চিনের কোনও অধিকারই নেই। ভারতের সীমান্ত এলাকায় চিনা উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত সেখানে প্রতিরোধ করছে। আমেরিকার রিপাবলিকান সেনেটর বলেছেন, আমেরিকার সব সময়ে গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে রয়েছে। তাদের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা কথা বিবেচনা করে। চিন যেভবে ভারতে সার্বভৌমত্বের ওপরে আঘাত দিতে শুরু করে দিয়েছে তাকে কোনও রকমভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। গণতান্ত্রিক দেশের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করা চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে চিন সরকার। চিন গণপ্রজাতান্ত্রিক দেশ। চিন সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়ে কীভাবে একটি দেশের ওপরে বারবার হানা দিতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে বর্তমান আমেরিকা সরকার ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতে আবেদনগুলিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে মর্কিন প্রশাসন। তার দেখেতে পেয়েছে চিন ইচ্ছাকৃতভাবে

বারত সীমান্তে অশান্তির দানা বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ গণপ্রজাতান্ত্রিক দেশ চিনের নয়। সেটা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে আমেরিকা সব সময়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এদিকে আমেরিকার সঙ্গে বিমান মহড়া হওয়ার কথা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারত চিন সীমান্ত বরাবর যদি আমেরিকা ভারত বিমান মহড়া শুরু হয় তাহলে চিনের পক্ষে সেটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। সেই কারণে চিন এই মহড়ার আপত্তি প্রকাশ করেছে। তবুও মহড়া শুরু হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত যেভাবে অরুণাচল প্রদেশের ভূখণ্ডকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছে তার প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছেন আমেরিকার সেনেটররা। এদিকে ভারত এ ব্যাপারে একটি কথা বলেনি। ভারত থেকে বলা হয়েছে বিষয়টার ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক যোগাযোগ রাখতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানকার প্রতিটি খবর দিল্লিতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে আমেরিকা এতকাল ধরে চুপ করেছিল। তারা একটি কথা বলেনি। আজকে হঠাৎ করে আমেরিকা অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিল কেন তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। এদিকে প্রতিরক্ষা দফতর থেকে বলা হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের ব্যাপারে ভারত সতর্ক হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। রাশিয়া চিনের অরুণাচল নীতির ব্যাপারে মোটেই সন্তুষ্ট নয় সেটা পুতিনের কথা থেকে ধরা পড়ে গিয়েছে। পুতিন বলেছে যে ভারত তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তার ফলে ভারত কোনও শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে না। গত বছর অরুণাচল প্রদেশে তাওয়াং এলাকায় চিন ভারতীয় সেনারা মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে আমেরিকা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিল সেনেট স্তরে। আমেরিকার সেনেটের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছে কূটনীতিবিদেরা। দেশের পূর্ব সীমান্তে অরুণাচল প্রদেশ এবং পশ্চিম সীমান্তে লদাখ এলাকায় চিনা সেনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকার সেনেটররা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে চিনের উটিত কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে চলা। আগ্রাসন নীতি ত্যাগ করে ভারতের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলা। সেটা করতে চাইছেন না চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিনি এখন একরোখা হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। তাঁর কথা চিনের সামরিক বাহিনীর সেনাধ্যক্ষরা শুনছেন কিনা তা বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে না। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এখন চিনা সেনাদের মতে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি তো সেনা বাহিনীকে সামনে রেখে চিন অধিকার করে বসে রয়েছেন। রাশিয়ার তাতে সায় রয়েছে বলে মনে করে আমেরিকা। এদিকে উত্তর কোরিয়া যেভাবে আমেরিকারে হুঙ্কার দিতে শুরু করে দিয়েছে সেখানে চিনের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। যার ফলে চিনকে বহু ক্ষেত্রে সংযত হওয়ার কারণে সরাসরি মার্কিন প্রতিরক্ষা হস্তক্ষেপ চলছে।

ঘৃণা ভাষণ নিয়ে তৎপর সুপ্রিম কোর্ট

সম্পাদকীয় ১

একাধিক মামলা হচ্ছে। কিন্তু তার থেকে কোনও সুরাহা পাওয়া কি সম্ভব হচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষ আদালতে পাহাড় প্রমাণ মামলার স্তূপ জমা পড়ে রয়েছে। সেখানে কোনও সময়ে রাজ্যের হার হচ্ছে আবার কোনও সময়ে প্রতিপক্ষের হার হচ্ছে। কিন্তু মামলায় রায় বের হওয়ার পর তার থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে? তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। মামলা করলেও তো হল না? তাতে সঠিক পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে আদালত চেষ্টা করে চলেছে এবং উদ্যোগী হয়েছে। মামলা থেকে যাতে সুবিচার পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে বিচারবিভাগ। কিন্তু মামলায় রায়কে কার্যকর করবে যারা তারা তো নড়েচড়ে বসতে বেশি সময় লাগায়। তার ফলে মামলায় রায় অনুসারে কাজ করানোটা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। সুপ্রিম কোর্ট বারবার অবস্থান জানাছে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু তাকে কার্যকর করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। সম্প্রতি একটি ঘৃনাভাষণ নিয়ে মামলার শুনানিতে স্পষ্ট করে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দেশের শীর্ষ আদালত। বহুবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ঘৃনাভাষণ এখনও বহাল তবিয়তে বয়ে চলেছে রাজনীতির মহলে। তার ফলে জনগণ এর ফল ভোগ করছে। জনগণকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব প্রশাসনের। সেখানে যদি ঘৃনা ভাষণ দেখে চুপ করে বসে থাকে প্রশাসন তাহলে বলতে হবে যে প্রশাসন এ ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। তারা এর সমাধান করতে চায় না। সেই কারণে দেশের শীর্ষ আদালত এ ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের ঘৃণার ভাষণ থেকে বিরত থাকা উচিত। ঘৃণাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে তার একেবারে সংক্রণের মতো সর্বত্র ছড়াতে থাকে। সেই কারণে আদালত দ্রুত এর নিষ্পত্তি চেয়েছিল। শাসন বিভাগ যাতে কড়া হাতে এর মোকাবিলা করতে পারে তার জন্য আদালত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু যিনি কাজ করবেন তার দেখা পাওয়া ভার হয়ে গিয়েছে। তার ফলে আদালতের রায়কে কার্যকর করতে গিয়ে সময় লাগতে শুরু করেছে। ঘৃনা, বিভাজন এবং বিদ্বেষ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে ভয়ঙ্কর বলে মনে করে আদালত। সেই কারণে আদালত এই দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে রায় দিয়েছিল। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল যে আদালতে রায়কে কার্যকর করতে প্রশাসন অতিরিক্ত সময় নিচ্ছে। দ্রুত কোনও ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। জনগণ এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বারবার আদালতের দ্বারস্থ হবে। কিন্তু আদালত তো শুধু নির্দেশ দেবে। তাকে কার্যকর করবে যারা তারা তো কাজই করতে চায় না। ফলে দীর্ঘসূত্রতা দেখতে পাওয়া যায়। নাগরিক সমাজ পেন এবং কাগজ দিয়ে আদালতের কাছে এ ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করতে পারে।

অন্যায় দাবিতে আন্দোলন ছাত্রদের

সম্পাদকীয় ২

ছাত্ররা দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে এবার তাদেরকে তাদের দেখে লিখতে দিতে হবে পরীক্ষার সময়ে। প্রশ্নপত্র কঠিন। অনলাইন চালু হওয়ার ফলে তারা ঠিক মতো পড়াশুনা করতে পারেনি। কিন্তু শিক্ষকেরা ছাত্রদের এই আবদারে সায় দেয়নি। তারা বলেছেন অনলাইন পরীক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে তুলে দেওয়া হবে। পরীক্ষা দিতে হবে অফলাইনে। অনলাইনে পড়াশুনা চলতে পারে। কিন্তু অফলাইনে তাদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সরছে না। তার ফলে ঘটে গিয়েছে ছাত্র আন্দোলন। অতিমারি পর্বে কখনও পরীক্ষা না দিয়ে পাশ করা, কখনও নম্বর বৃদ্ধি করা, আবার কখন অফলাইন বন্ধ করে দিয়ে অনলাইন পরীক্ষা চালু করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা সব কিছুই হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে প্রতিবারই রজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল দশা। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় অবলম্বন করেও রেহাই পেতে পারছে না শিক্ষা প্রাঙ্গন। অনলাইন পরীক্ষা দেওয়ার ব্যপরে যে সুযোগ পাওয়া সম্ভব তা অফলাইন পরীক্ষা দিতে পাওয়া একেবারে সম্ভব নয়। তবে সবাই বলতে শুরু করে দিয়েছে দীর্ঘকাল ধরে অনলাইন পড়াশুনা করার ফলে একটি ভিন্ন ধরনের মানসিকতা গড়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। হাতে কলমে লেখা পড়া করার প্রবণতা কমতে শুরু করে দিয়েছে। ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে ছাত্র সমাজ। তার ফলেই অনলাইন পরীক্ষার ওপরে বেশি করে চাপ দিচ্ছে ছাত্র সমাজ। ছাত্রদের দোষ নেই। নিয়মিত ক্লাস গ্রহণ বন্ধ থাকলে সেখানে এই ডিজিটাল মাইন্ড গড়ে ওঠা সম্ভব। তার ফলে ছাত্র সমাজ সব সময়ে ডিজিটাল মাধ্যমে পড়াশুনা থেকে শুরু করে পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে আগ্রহ থাকে। আজকে অফিসে গিয়ে কাজ করার প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছে না চাকুরীজীবীরা। তারা এখন ঘরে বসেই অফিসের কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। অফিস রেখে অতিরিক্ত ব্যয় করা কোনও প্রয়োজন নেই বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বহু শিল্পপতিরা আর তাদের অফিস খুলতে একেবারে নারাজ। একটি মাত্র নিয়ন্ত্রণ দফতর খুলে সেখানে থেকে অফিসের গোটা প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করে তার থেকে সুফল আদায় করার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে অনলাইন পড়াশুনা এবং অফলাইন পরীক্ষা। এই পথ ধরেই এগোতে চাইছে গোটা শিক্ষামহল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

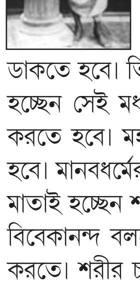

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, তিনি হচ্ছেন জগত মাতা। স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পুজো না করে ফুটবল খেলতে। শরীর চর্চা করতে। শরীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করতে হবে। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এবারে কি লোকসভার ভোটে ইজরায়েলের ‘টিম হোর্হে’

বিশেষ প্রতিনিধি

এবারে কি লোকসভার নির্বাচনে ইজরায়েলের ‘টিম হোর্হে’ এসে উপস্থিত হয়েছে। তা নিয়ে কংগ্রেস প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে এবারে লোকসভার নির্বাচনে পেশাদারি নির্বচনী প্রচার প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। তারা এখন যেভাবে লোকসভর নির্বাচন জেতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে করা হচ্ছে এর পিছনে ইজরায়েলের নির্বাচনী প্রযুক্তি কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। অতীতে পেগাস্যাস মানুষের ওপরে যেভাবে নজরদারি করতে শুরু করে দিয়েছিল আজকে সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করে বিজেপি দল এবারে দিল্লিতে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ইজরায়েল নির্বাচনী প্রচার প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ইজরায়েল এই ‘টিম হোর্হে’র কাজই হল ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে রেখে জনমত তৈরি করা। ভারত সহ প্রায় ত্রিশটি দেশের নির্বচনী প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েলের এই প্রচার প্রযুক্তি। ব্রিটেন এহং ফ্রান্সের একদল সাংবাদিক এর অনুসন্ধান করতে শুরু করেছে। তারা দেখতে পেয়েছে যে শাসক দলের হয়ে ক্রমাগত জনমত তৈরি করার ক্ষেত্রে ইজরায়েলের ‘টিম হোর্হে’ কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এদের কাজ হচ্ছে শাসক দলের হয়ে বা কোনও রাজতৈতিক দলের হয়ে পেশাদারি ভাবে প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া। শাসক দলের পক্ষে একটি জনমত তৈরি করা। বিদেশি সাংবাদিকেরা তদন্ত করে আবিস্কার করেছিল যে হানান নামে একজন ইজরায়েলি যিনি আগে স্পেশাল ফের্সে অধিকর্তা ছিলেন এই সংস্থাটি তৈরি করেছেন। মূলত উন্নত ধরনের সফটওয়ার দিয়ে টুইটার, ফেসবুক, টেলিগ্রাম, জিমেল ইত্যাদিতে সোশ্যাল মিডিয়াতে রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচারে প্লাটফর্ম তৈরি করা। নজরাদির মাধ্যমে গোপনে তথ্য সংগ্রহ করে রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়া। জানতে পারা গিয়েছে ভারতে কাজ করা আগে তারা আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান, কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড এর পাশাপাশি আফ্রিকা দেশগুলিতেও কাজ করেছিল। ছদ্মবেশী সাংবাদিকদের সমানে সংস্থার কর্তা হানান বলেছেন, তাদের গ্রহক হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের কাজ হচ্ছে গ্রাহকদের হয়ে প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়া। কংগ্রেসের এই অভিযোগকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস আগে থেকেই বুঝতে পেরেছে তারা লোকভায় আসন সংগ্রহ করতে পারবে না। সেই কারণে তারা এখন বিজেপি দলের দোষ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছে। বিজেপি দলের দোষ খুঁজে কংগ্রেসের কোনও লাভ হবে না। তারা আগে জনমত তৈরি করে বিজেপির সঙ্গে নির্বাচনী লড়াই করতে আসুক। এদিকে প্রশান্ত কিশোর যে ধরনের পেশাদারি রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করতো ঠিক একই রকমভাবে ইজরায়েলের এই ‘টিম হোর্হে’ কাজ করে থাকে। তফাৎ কিছুই নেই। প্রশান্ত কিশোরে ‘আইপ্যাক’ আর ইজরায়েলেরে ‘টিম হোর্হে’র মধ্যে বিরাট পার্থক্য নেই। দুটোই বলতে গেলে একই।

কলকাতার ট্রামের দেড়শো বছরে পদর্পাণ

বিশেষ প্রতিনিধি

ঐহিত্য শূন্যতে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে কলকাতা। কলকাতার সেকালের বাড়িগুলি আর দেখতে প্রায় পাওয়া যায় না। যদিও কয়েকটি বাড়ি রয়েছে প্রায় সেগুলি ভগ্নদশা।

রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাড়িটি আজকে ধ্বংসের মুখে উপস্থিত। হেরিটেজ কমিশন চুপ করে বসে রয়েছে। কোনও কাজ করতে পারছে না। চোখের সমানে ধ্বংস হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে আরও বহু ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভবন। সেগুলিকে রক্ষা করার দায় সরকার বহন করছে না। তার ফলে সেইসব হেরিটেজ ভবনগুলি হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। ১৮৭৩ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় শুরু হয়েছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। সেই পরিষেবা বেশি দিন টেকেনি। ১৮৮০ সালে ১ নভেম্বর লর্ড রিপনের হাত ধরে কলকাতায় এলো নতুন ট্রাম। তার ফলে যাত্রীরা যেখান থেকে খুশি ট্রামে উঠতে পারতো এবং নামতে পারতো। ঘোড়ার পরিবর্তে ট্রামকে আরও বেশি গতিশীল করে তোলার জন্য যখন কলকাতায় বিদ্যুৎ এসে উপস্থিত হলে তখন ট্রামের সঙ্গে বিদ্যুতের সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হল। তার ফলে একটি জনপ্রিয় যাত্রাবাহী যান হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। ট্রামের হাত ধরে এসেছে কলকাতার দুর্গা পুজোর প্যাণ্ডেল ঘুরে দেখার জন্য শুরু হয়েছিল পুজোর স্পেশাল যাত্রা। একদিনের টিকিট চালু ছিল। সারা দিন ধরে যে কোনও ট্রামের রুট ধরে ট্রামে চড়ে বসে কলকাতা দেখার একটি বড় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল ট্রাম কোম্পানি। এবারে কলকাতার ট্রাম দেড়শো বছরে পদার্পণ করলো। এখন কলকাতায় দেখতে পাওয়া যায় একন ট্রাম কেবল চলে পার্ক সাকার্স এবং বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত। পরিবেশ বান্ধব হিসাবে ট্রাম বেশ খ্যতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় মোটর গাড়ির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ট্রামকে রক্ষণাবেক্ষণ করানো এবং তাকে রাস্তায় বের করাটা কঠিন হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে যে কলকাতার ট্রামকে বিদায় দিতে হবে। নাহলে কিন্তু দ্রুত চলমান কলকাতা গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। কলকাতার ট্রামকে মিউজিয়ামে পাঠানোর কথা কি ভাবতে শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন?

পাক সরকারের বিরোধীতায় ইমরান খান

বিশেষ প্রতিনিধি

পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ভেঙে পড়ার পিছনে দেশের বৈদেশিক নীতিই দায়ী সেকথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি বলেছেন, এখন পাকিস্তানের উচিত কাজ হচ্ছে পাশ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এটা করতে পারে পাকিস্তান টিকে যেতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানের বর্তমান সরকার থেকে বলা হয়েছে ইমরান খান এতদিন ধরে পাকিস্তান সরকারে ছিলেন। তিনি তখন এই পথ গ্রহণ করেননি কেন? আজকে তিনি উপদেশ দিতে এসে গিয়েছেন। তাঁর কথা শুনে পাকিস্তানের বর্তমান সরকার চলবে না। এদিকে পাকিস্তান সরকার বাজেট পেশ করেছে। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু ক্ষেত্রে করের বৃদ্ধি ঘটেছে। তার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষ পাকিস্তানের বাজেটের ওপরে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। তারা এর বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। ইমরান খান লাহোরে তাঁর বাড়ি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন শাহবাজ সরকার এখন পাকিস্তানকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছে না। এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন যে দেশের ঘি এর দাম ৬০ হাজার কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নিয়ে পাকিস্তান জুড়ে হাসিঠাট্টা তামাসা শুরু হয়ে গিয়েছে। ইমরান খান যে তার ব্যক্তিত্ব হারাতে শুরু করে দিয়েছে সেটা প্রমানিত হয়ে গেল। ইমরান খানকে এখন আর পাকিস্তানের জনগণ চাইছে না। ইমরান থাকার সায়ে তাঁর নিরাপত্তার জন্য মাসে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল প্রশাসনকে।

এদিকে আফগানিস্তানে তালিবান সরকার যে এসে উপস্থিত হতে পারে সে খবর ইমরান খানের কাছে আগে থেকেই ছিল। তবুও ইমরান খান সে ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং চুপ করে বসেছিলেন। তিনি বিরোধী দলের শক্তি মাথা চাড়া দিতে যাতে উঠতে না পারে তার জন্য পাকিস্তানের গুপ্তচর বিভাগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল। ইমরান খান আমেরিকাকে চটিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে দোস্তি করতে গিয়ে পাকিস্তানের বিপদ ডেকে নিয়ে এসেছেন বলে সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া পাকিস্তানকে আর বিশ্বাস করতে পারেনি। পুতিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার যদি কোনও অপকৌশল অবলম্বন করে তাহলে কিন্তু পাকিস্তানকে তার ফল ভোগ করতে হবে। আফগানে তালিবানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা ছাড়া ইমরান খানের আর কোনও গতি নেই। এখন পাকিস্তানকে তার ফলভোগ করতে হচ্ছে। তালিবানদের ভারত বিরোধী করে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল পাকিস্তান এবং চিন। কিন্তু আজকে চিন বেশ খানিকটা নিজেদের সংশোধন করতে পেরেছে। তারা এখন আর আফগনদের মত দিচ্চে না বা তালিবান সরকারকে উস্কানি দিচ্ছে না। চিন এখন এই সব ব্যাপারে দূরে অবস্থান করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান এখন বলতে গেলে শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। উৎপাদন বলতে গেলে বন্ধ। আমদানি রপ্তানির কাজ বলতে গেলে নেই। ব্যবসায়িক সূত্র থেকে কোনও কোনও আয়ের রেখাচিত্র দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। পাকিস্তান স্বাধীনতা পাওয়ার পর শিল্পের কোনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। তার ফলে আধুনিক বিশ্ব থেকে পাকিস্তান ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। সেখানে ভারত বেশ বহু দীর্ঘ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ভারতকে উন্নশীল দেশে পরিণত করতে বৃহৎ শিল্পের ওপরে জোর দিয়েছিল। বর্তমান ভারত সরকার চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছে লোকসানে চলা কোনও শিল্পকে সরকারি স্তরে রাখা হবে না। ওয়ার ইণ্ডিয়াকে টাটাদের হাতে তুলে দেওয়ার ফলে সেটা এখন অন্যতম সেরা আন্তর্জাতিক উড়ানে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। যা স্বাধীন ভারত করতে পেরেছে তা কিন্তু স্বাধীনতা পাকিস্তান করতে পারেনি। তারা শুধু ভারত বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে বেঁধে রেখে দিয়েছিল। তার ফলে পাকিস্তান আর্থিক দিক দিয়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে। এদিকে ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শিল্পমহলের জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আজকে ভারতীয় শিল্প ভারতের আয় বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠেছে। আজকে ভারতকে আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয় না। কিন্তু পাকিস্তান তাদেরকে দেশকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

জমিতে চাষবাস করেই দিন কাটছে একদা জেলা সভাধিপতি আদিবাসী কন্যা মাগদালিনা মুর্মুর

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বামফ্রন্ট সরকার ২০১১ সালে রাজ্যপাট হারানোর পর রাজনৈতিক কাজকর্ম একপ্রকার কমে যাওয়ায় জমিতে চাষবাস করেই দিন কাটছে দক্ষিণ দিনাজপুরের একদা জেলা সভাধিপতি আদিবাসী কন্যা মাগদালিনা মুর্মুর (৫৮)। বাম আমলের ২০০৮ সালে বংশীহারির ডিটল গ্রামের বাসিন্দা মাগদালিনা জেলা সভাধিপতি হিসাবে মনোনীত হন।২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি সেই পদে বহাল ছিলেন। যুবকাল থেকেই তিনি সিপিএম দলের হয়ে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি শিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদের দায়িত্বও সামলান। তার বিচক্ষনতা এবং ভালো ব্যবহারের জন্য জেলা সিপিএম তাকে সভাধিপতির পদে বসায়। বর্তমানে তিনি সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্য এবং বংশীহারি এরিয়ে কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করছেন। শুক্রবার তার বাসভবনে গিয়ে দেখা গেল, তিনি বাড়ির প্রবেশ পথের দরজায় অতি সাধারণ পোশাকে পড়ে রয়েছেন। সংবাদ মাধ্যম থেকে এসেছি শুনেই তিনি বাড়ির ভিতরে আসতে বললেন। দেখা যায়, তার বাড়ি রং বিহীন এবং অনেক ঘরের দরজা নেই। বাড়িতে ঢুকতেই নিজেই তিনি ঘর থেকে চেয়ার এনে বসতে বললেন। তিনিই প্রতিবেদককে প্রশ্ন করেন, কি জন্য আমার কাছে এসেছেন? তাকে বলা হয়,এক সময় তো আপনি জেলার সভাধিপতির দায়িত্ব সামলেছেন। বাম সরকারের পতনের পর এখন আপনার সময় কিভাবে কাটছে। তিনি মৃদু হেসে বলেন,এখন ভাই নিজের সামান্য জমিজমার চাষবাস করেই দিন কাটছে। পূর্বে আমার স্বামী লক্ষণ মার্ডি জমি দেখভালের পাশাপাশি সংসারের হাল ধরতেন। কিন্তু কয়েক বছর আগে স্বামী মারা যাওয়ায় এখন আমাকেই সব দেখতে হচ্ছে। স্বামী এবং তারপর আমার দিদি মারা যাওয়ার পরে আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি। রোজকার কমাতে দিদির স্বামী বিচ্ছিন্ন মেয়ে এবং তার দুই শিশু সন্তানকে বাড়িতে নিয়ে এসেছি। এই মেয়েই এখন দেখাশোনা করে। দলের কাজ করেন না প্রশ্নে তিনি বলেন, আসলে রক্তে সিপিএম মিশে আছে। সেজন্য সময় পেলেই বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পরি। লোকজনদের সাথে গল্পগুজব করি। তাদের সাহায্য করতে পারবো না জেনেও স্বভাব বশে অভাবের কথা শুনি। ক্ষমতা থাকতে গোটা বাড়িতে লোকজনের হাট বসতো। এখন আর তেমন কেউ আসে না। তবে দলের কেউ কেউ আমার খোঁজ নেন। এখন জমিজমা দেখার সাথে বাড়ির দুইটি গরু এবং মুরগীর দেখভাল করেই সময় বেশ কেটে যায়। বাড়িতে রং করান নি কেন? টাকার অভাবের জন্যই কি প্রশ্নে তিনি ম্লান হেসে বলেন, তা না। তবে সময় হলেই রঙ করাবো। সারা বংশীহারির দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে সম্মানীয়া মাগদালিনা মুর্মু আজ ক্ষমতা হারিয়ে মন খারাপ করে না প্রশ্নে তিনি বলেন, ক্ষমতা তো চিরদিন থাকে না ভাই। একদিন ক্ষমতাচ্যুত হতেই হবে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। ক্ষমতা হারানোর পর অন্য দল থেকে তাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে কিন্তু আমি নিজের আদর্শ ত্যাগ করি নি। আমাদের সিপিএম দল আসলে গ্রামগঞ্জের লোকজন থেকে দূরে চলে যাওয়াতেই ক্ষমতা হারাতে হয়েছে। এটা আমার নিজস্ব উপলব্ধি। তবে ক্ষমতা না থাকলেও আমি দলমত নির্বিশেষে সকলের ভালোবাসা পাই। এর চাইতে পাওয়া আর একজন মানুষের কি থাকতে পারে।

জামশেদপুরে লাইনচ্যুত মালগাড়ি

দুরন্ত বার্তা, জামশেদপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার সকালে জেলার টাটানগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে সালগাঝুড়ি পশ্চিম কেবিনের কাছে পণ্যবাহী ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রেল লাইন পরিষ্কার করার চেষ্টা করছেন। জামশেদপুরের টাটানগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে হাওড়া যাওয়ার পথে, সালগাঝুড়ি পশ্চিম কেবিনের কাছে পণ্যবাহী ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে মাটিতে চলতে শুরু করে। যার কারণে ট্রেনটি বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য একটি পণ্যবাহী ট্রেনের সাথে সংঘর্ষে ঘটে। তবে চালকের বুদ্ধিমত্তার কারণে সময়মতো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। যার কারণে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকারী দল সহ রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন।

আসানসোলে অভিজাত হোটেলের মালিককে গুলি করে খুন, তদন্তভার সিআইডি-কে

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার ভর সন্ধ্যায় এক হোটেলের মালিককে গুলি করে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে আসানসোলে। ঘটনায় বেসরকারি হোটেলের মালিক অরবিন্দ ভগৎ গুলিবিদ্ধ হন। দুষ্কৃতীরা হোটেলে ঢুকে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে আসানসোল দক্ষিণ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সিআইডি-কে। শনিবার দুপুর পর্যন্ত পুলিশ কিনারা করা তো দূরের কথা, কাউকে গ্রেফতারও করতে পারেনি। যদিও এই ঘটনায় আসানসোলের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকাতেও রাতভর নাকা তল্লাশি চলেছে বলে পুলিশের দাবি। শনিবার ঘটনাস্থলে যায় সিআইডির এক প্রতিনিধিদল। ওই দলে ছয় জন সদস্য রয়েছে। স্থানীয় পুলিশের পাশাপাশি সিআইডিও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সিআইডি আধিকারিকরা হোটেলের কর্মচারী, মালিকের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। নিহত হোটেল মালিক অরবিন্দ ভগতের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গেও সিআইডি আধিকারিকরা কথা বলেন। শনিবারও এলাকা ছিল যথেষ্ট থমথমে। বেশ কিছু দোকানপাটও বন্ধ থাকতে দেখা যায়। আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ীরা। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

গাছে ডাব পাড়তে উঠে পড়ে গিয়ে মৃত্যু পড়ুয়ার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ নারকেল গাছ থেকে ডাব পাড়তে গিয়ে আচমকাই পড়ে মৃত্যু হল একজনের। খবর পেয়ে শনিবার ভোরের দিকে পটাশপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটিকে উদ্ধার করছে। মৃত পড়ুয়ার নাম সৈকত রায় (১৪)। তাঁর বাড়ি গোকুলপুর অঞ্চলের আইমাগড়গড়িয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে চুপিচুপি হোস্টেল থেকে বেরিয়ে তিনজন পড়ুয়া গিয়েছিল গাছ থেকে নারকেল চুরি করতে। এতেই হল কাল! গোপালপুর অঞ্চলে অবস্থিত গোপালপুর ইউনিয়ান রাখাল বিদ্যালয়ের হোস্টেলে দীর্ঘদিন ধরেই প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে। শুক্রবার গভীর রাতে হোস্টেলের তিন ছাত্র (তার মধ্য সৈকতও ছিল) চুপি চুপি হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে স্কুলে চত্বরে অবস্থিত নারকেল গাছ থেকে ডাব চুরি করতে যায়। একটি গাছে উঠেছিল সৈকত। আর নীচে দাঁড়িয়েছিল তাঁর দুই সহপাঠী। অন্ধকারের মধ্যেই গাছের অনেকটা উপরে যাওয়ার পর আচমকাই সেখান থেকে সটান নীচে পড়ে যায় সে। মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাটি দেখেই আতংকিত বাকী দুই ছাত্র হোস্টেলে পালিয়ে যায়। পরে তাঁদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ জানতে পেরেই স্কুল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। খবর পেয়ে স্কুলের তরফ থেকে স্থানীয় পটাশপুর থানায় বিষয়টি জানানো হয়। সেই সঙ্গে মৃত ছাত্রের পরিজনকেও মর্মান্তিক ঘটনার খবর দেওয়া হয়। এদিন, ভোরের দিকে পটাশপুর থানার পুলিশ এসে ঘটনাস্থল গিয়ে মৃত ছাত্রের দেহটিকে উদ্ধার করে। মৃতের পরিবারের তরফে প্রশ্ন উঠছে, গভীর রাতে স্কুল চত্বরে, স্কুল কর্তৃপক্ষ থাকাকালীন কীভাবে এই ঘটনা ঘটে? গোটা ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে দায়ি করছে মৃত ছাত্রের বাবা।

বাংলাদেশে পণ্য নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় ট্রাকের ওপর কড়াকড়ি করছে প্রশাসন, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, চ্যাংরাবান্ধা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশে পণ্য নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় ট্রাকের ওপর কড়াকড়ি করছে প্রশাসন। অথচ ভিনরাজ্যের একাধিক ট্রাক এই স্থলবন্দরে নথিপত্র ছাড়াই চলছে। এই অভিযোগ এনে শনিবার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে বাইরের একাধিক ট্রাক আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় ট্রাক মালিক সমিতির সদস্যরা। এদিন বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। কিছুক্ষণের জন্য স্থলবন্দরে ভারত-বাংলাদেশ আমদানি-রপ্তানির কাজ থমকে যায়। খবর পেয়ে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি রাহুল তালুকদারের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। তারা ট্রাক মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। বর্তমানে এলাকায় ব্যাপক পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে চলছে টহলদারিও। চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক আব্দুল সামাদ জানান, বর্তমানে এই এলাকার ট্রাক মালিকদের শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থায় চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ট্রাক মালিকদের ওপর জুলুমবাজি চলছে। বাইরের প্রচুর ট্রাক নথিপত্র ছাড়াই এখানে চলছে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাঁদের অভিযোগ প্রশাসনের তরফে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এরপরও পদক্ষেপ না করা হলে আন্দোলন চলবে। এইবিষয়ে মাথাভাঙার এআরটিও বিশ্বজিত দাস জানান, কোনও অভিযোগ পেলে ঊর্ধতন কতৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে।

গোয়ালপোখর গুলি কান্ডে গ্রেফতার ১১ জন, এলাকা থমথমে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ গোয়ালপোখর গুলি কান্ডে গ্রেফতার ১১ জন। গোয়ালপোখরের থানার মদিনাচকে গুলির ঘটনায় শনিবারও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে মৃত মহ আরিফের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত শুরু হয় শনিবার। সেখানে যান রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী তথা গোয়ালপোখরের বিধায়ক গোলাম রববানী। তৃণমূলের গোষ্ঠীদন্দ্ব নয় বলে দাবী মন্ত্রীর। গুলি চালানোর কারন স্পষ্ট নয় বলে দাবী তার। অন্যদিকে এই ঘটনাকে তৃণমূলেরই গোষ্ঠীদন্দ্বের জের বলে দাবী বিজেপির। পাশাপাশি ঘটনায় ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুরের পুলিশ সুপার। এলাকা এখনো থমথমে। ঘটনায় এক মহিলা সহ তিনজন গুলিবিদ্ধ। জখম সকলকে প্রথমে স্থানীয়রা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে বর্তনামে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁরা সেখানে চিকিৎসাধীন। গোয়ালপোখর থানার পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যে থেকেই গোয়ালপোখরের মদিনাচকে শুরু হয় দু'পক্ষের সংঘর্ষ। সেই ঘটনায় মৃত্যু হয় মহম্মদ আরিফ নামে এক যুবকের। নিহতের কাকা মহম্মদ খলিল জৈনগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ নাজিসের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিবাদ ছিল এবং সেই বিবাদের জেরে সংঘর্ষ বাঁধে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন আরিফ-সহ চারজন। তাঁদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা আরিফকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে গুলি চালাল, তা খতিয়ে দেখছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে।

অভিনব উদ্যোগে জনসংযোগ কর্মসূচি বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ চোর ধরো জেলে ভরো স্লোগানকে সামনে রেখে, সাতসকালে জোড়া ঢাক বাজিয়ে জনসংযোগ কর্মসূচি বিজেপির। শনিবার তুফানগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত অন্তরান ফুলবাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়নেশ্বরী এলাকায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপির মন্ডল সভাপতি যুগলকিশোর দাস বলেন, আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে দুর্নীতিমুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়তে, এছাড়াও চোর ধরার জেলে ভরো স্লোগানকে সামনে রেখে, আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিজেপির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি।

ডুয়ার্সের শিবতীর্থ জয়ন্তী মহাকাল ধামে শিবরাত্রিতে লক্ষাধিক দর্শনার্থীদের সমাগম

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ডুয়ার্সের শিবতীর্থ জয়ন্তী মহাকাল ধামে প্রতিবছর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও প্রতিবেশী অসম সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য এবং প্রতিবেশী দেশ ভুটানের থেকে লক্ষাধিক দর্শনার্থীর সমাগম হয় । প্রতিবেশী দেশ ভুটান পাহাড়ে স্থিত জয়ন্তী মহাকাল ধাম পৌছেতে হলে প্রথমে আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ঘন জঙ্গল পেরিয়ে পরবর্তীতে জয়ন্তী নদী পার করে এবং বেশ কয়েকটি পাহাড়ি নদী ও ঝর্ণা পেরিয়ে হাটাপথে প্রায় ৩০০০ ফুট বেশি উঁচু খাঁড়া পাহাড় হয়ে পরবর্তীতে মহাকাল ধামে পৌঁছাতে হয় ।

ভুটান পাহাড়ের সরু খাঁড়া পথ বেয়ে তবেই মহাকাল ধামে পৌঁছানো যাবে। বছরে অন্য সময় এই এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় প্রবেশ পথ । শনিবার সকাল থেকে প্রচুর দর্শনার্থীদের সমাগম লক্ষ্য করা গিয়েছে মহাকাল ধামে। মন্দিরে যাওয়ার লাইনে গতকাল সন্ধ্যা থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকহাজার দর্শনার্থী । ভুটান প্রশাসন , আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন থেকে জয়ন্তী মহাকাল ধামে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি খরস্রোতা নদীতে অস্থায়ী বাঁশের সেতু এবং অস্থায়ী সড়ক তৈরি করা হয়েছে। বেশ কিছু সংগঠনের থেকে মহাকাল ধামের যাওয়ার রাস্তায় ভাণ্ডারা খোলা হয়েছে।

বিএসএফের উপর হামলা, জওয়ানদের গুলিতে নিহত বাংলাদেশি পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হিলিতে বিএসএফের গুলিতে নিহত এক বাংলাদেশি। বিএসএফ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি পাচারকারী। শনিবার ভোরে বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকে সীমান্ত লাগোয়া কুণ্ডুপাড়ায় একটি পরিত্যক্ত চালকলের কাছে ওই ব্যক্তিকে দেখা যায়। তাঁর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়ায় বিএসএফ জওয়ানরা আটক করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই ব্যক্তি উল্টে বিএসএফের উপর বাঁশের লাঠি নিয়ে হামলা চালিয়ে লাফিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের দিকে চলে যান বলে খবর। সেসময় তাঁকে তাক করে গুলি চালায় বিএসএফ। তাতেই মৃত্যু হয় ওই পাচারকারীর। এই নিয়ে দু'দেশের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে বিএসএফের গতিবিধি বেড়েছে। হিলির ৬১ নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা শুক্রবার সন্ধেবেলা ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে এক সংদেহজনক ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা ছিল জওয়ানদের। পরে জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে ২টি দা, ২টি বাঁশের লাঠি, ৭৯ বোতল নিষিদ্ধ ওষুধ, ২৪০০ বাংলাদেশি টাকা ও একটি মোবাইল উদ্ধার করেন। বিএসএফের বক্তব্য, সীমান্তের ঝোপঝাড়ে আরও কয়েকজন পাচারকারী লুকিয়ে ছিল। তারাও বিএসএফের উপর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। তবে তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। বিএসএফ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি বাংলাদেশি পাচারকারী ও পাচারের উদ্দেশ্যেই ভারতে এসেছিল। তার নাম বাবু। বাংলাদেশের দিনাজপুরের ফকিরপাড়ায় বাড়ি। বিএসএফের নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের আইজি অজয় সিংয়ের নেতৃত্বে এই এলাকাগুলিতে জওয়ানদের সক্রিয়তা বেড়েছে। কারণ, এই এলাকায় সম্প্রতি অনুপ্রবেশ, পাচার সমস্যা বাড়ছে বলে অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে প্রকাশ। তারপর থেকেই আরও সচেতন জওয়ানরা। তারই মাঝে ঘটে গেল এমন ঘটনা।

প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও ৩৭০০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ আটক তিন

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ায় পুলিশের আবার বড় সাফল্য, এক রাতেই উদ্ধার ৩৭০০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ ও তিনটি দেশি পিস্তল সহ ১৫ টি কার্তুজ, পুলিশে জালে আটক মোট তিন। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক সময় বিভিন্ন ক্ষোভের কথা শোনা যায়, কিন্তু তাতেও যে তারা নিজের দায়িত্ব, কর্তব্যে এতটুকু খামতি রাখে না, তা আবারও প্রমান হল। এক রাতেই নদীয়ার দুই পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের, দুই এলাকা থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ বেআইনিভাবে মজুত রাখা কাশির সিরাপ। গতকাল গভীর রাতে নদীয়ার কৃষ্ণ নগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্গত চাপড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চাপড়া থানার ভিলেজ হল মাঠের ভিতর একটি চার চাকা গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করে ৩৭০০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। এই ঘটনায় পুলিশ আটক করেছে একজনকে । গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃত ওই যুবকের নাম রাজু মোদক, বাড়ি চাপড়া থানার সুভাষপল্লী পাড়া এলাকায়। কি কারনে বেআইনি ভাবে কাশির সিরাপ মজুত রাখা হল। এর সাথে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না ? তা জানতে তল্লাশি চালাচ্ছে চাপড়া থানার পুলিশ। পাশাপাশি নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্গত ধানতলা থানা গতকাল রাতে নাকা চেকিং এর সময় উদ্ধার করে তিনটি দেশি পিস্তল সহ ১৫ টি কার্তুজ । গ্রেপ্তার ২ জন । পুলিশ সুত্রে খবর গতকাল রাতে ধানতলা থানার নিমতলা মোড়ে নাকা চেকিং এর সময় একটি বাইক দাঁড় করাতে চাইলে।

দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বাইকটি , সন্দেহ হওয়ায় তখনই কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা ধাওয়া করে ধরে ফেলে বাইকটিকে সেখানে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় তিনটি দেশি পিস্তল ও ১৫ রাউন্ড কার্তুজ, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতদের নাম বাবন দাস ও ধনঞ্জয় সরকার। শনিবার তাদের রানাঘাট আদালতে তোলা হয়। কোথা থেকে এলো এই আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ধানতলা থানা পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে তৎপরতা প্রশাসনিক মহলে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর শিলিগুড়ি সফর ঘিরে তৎপরতা প্রশাসনিক মহলে। চলতি মাসের ২১ তারিখ

শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে। মুখ্যমন্ত্রীর শিলিগুড়ি সফরকে ঘিরে তৎপরতা এই মুহূর্তে প্রশাসনিক মহলে। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি শহর জুড়ে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। প্রশাসনিক মহলে দফায় দফায় চলছে বৈঠক। এদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সভামঞ্চের প্রস্তুতি ও সমস্ত দিক ক্ষতিয়ে দেখতে স্টেডিয়ামে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, দার্জিলিং জেলা শাসক এস পূলম্বালাম সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

মন্দিরে চুরির চেষ্টায় ব্যহত হওয়ায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাতের অন্ধকারে মন্দিরে চুরির চেষ্টা, চুরি করতে না পাড়ায় মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। শনিবার সকালে ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায়। জানা যায় মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় মালদা কলেজ সংলগ্ন সৎসঙ্গের মন্দির রয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে এই মন্দিরে চুরির চেষ্টা করে কিছু সমাজবিরোধী বলে অভিযোগ। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মন্দিরে থাকা ইলেকট্রিক কিছু সরঞ্জাম পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শনিবার সকালে জানতে পারে মন্দির কর্তৃপক্ষ। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় ইংলিশ বাজার থানায়। মন্দির কর্তৃপক্ষের অভিযোগ সমাজবিরোধীরা এই ঘটনা ঘটিযেছে। এর আগেও বহুবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশে নিরাপত্তার দাবি তুলেছেন তারা।

শুরু হল ঐতিহ্যবাহী হুজুর সাহেবের মেলা, ভিড় জমেছে পুণ্যার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, হলদিবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ শনিবার থেকে শুরু হল উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী একরামিয়া ঈসালে সওয়াব অর্থাৎ হুজুর সাহেবের মেলা যা চলবে রবিবার পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই দূর-দূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীদের ভিড় জমেছে এই মেলা প্রাঙ্গণে । শাশ্বতী সৈয়দ আকরামুল হকের নাতি ছেলে অর্থাৎ হুজুরের বংশধর শাশ্বতী সৈয়দ আজমলুল হক নাসিমুউদ্দিন বলেন দু'বছর অতি মারি করোনা পরিস্থিতির পর এবার মেলা জমে উঠেছে । তিনি বলেন, দেশ-বিদেশের ভক্তরা ইতিমধ্যেই এই মেলা প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হযেছেন। একরামিয়া ইসালের সওয়াব কমিটির কার্যকরী সম্পাদক জালালউদ্দিন সরকার বলেন আগের দিনে অনেক পুণ্যার্থীরাই গরুর গাড়িতে চড়ে এই মেলা প্রাঙ্গনে এসেছেন এবং আনন্দ উপভোগ করেছেন। তিনি আরো বলেন বর্তমানে রাজ্যের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের ভক্তরাও এখানে আসছেন। এবং পূর্ণ অর্জন করছেন। পাশাপাশি মেলা সমৃদ্ধির পেছনে প্রেস মিডিয়ার অতুলনীয় ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি জানান। কোষাধ্যক্ষ নূর নবীউল ইসলাম বলেন এটি একটি ধর্মীয় পীঠস্থান। জাতি ধর্ম মিলেমিশে দূর দূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীদের সমন্বয়ে ঘটে এক মহামিলন। কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইসারওয়াল সরকার বলেন নেপাল ভুটান সহ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকেও অনেক পুণ্যার্থীরা এখানে এসে থাকেন। এবং সকলে মিলে আনন্দ উপভোগ করেন।

বামনগোলায় বাস-বাইকের সংঘর্ষে মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদার বামনগোলার ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় যাত্রীবাহী মিনি বাস ও বাইকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের নাম সুরজিত খাঁ (২৪) এবং পঙ্কজ রায় (১৯)। দুজনেই বামনগোলার খোয়ারডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে বাসটিকে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘর ভাঙচুরে বাধা দিতে গেলে গ্রামবাসীদের অস্ত্র নিয়ে তাড়া, বিক্ষোভ চাঁচলে

দুরন্ত বার্তা, চাঁচল, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল গ্রামের এক প্রভাবশালী পরিবারের বিরুদ্ধে। রান্নাঘর না থাকায় টানা দু-দিন ধরে মিলছে না শিশু ও প্রসূতিদের পুষ্টিকর খাবার। শনিবার রান্না না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অভিভাবকেরা। ভাঙচুরের ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গ্রামীণ সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল-১ নং ব্লকের অলিহোন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহব্বতপুর গ্রামে।টানা ১ ঘন্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। এদিকে রান্না না হওয়ায় খাবার বদলে খালি হাতে ফিরছে শিশু ও মায়েরা। প্রশাসন ও সিডিপি কোনো ভ্রুক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতের আঁধারে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘর ভেঙে বাঁশ ও টিন অদূরে ফেলে আসে ওই পরিবারের লোকজনেরা। ভাঙচুরে গ্রামবাসীরা বাধা প্রদান করলে ওই পরিবারের মহিলা নুরবানু বেগম ও তার দুই মেয়ে হাঁসুয়া, ফার্সা নিয়ে গ্রামাসীদের দিকে তেড়ে আসে বলে অভিযোগ। যে সরকারি জায়গায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘর নির্মাণ করা হয়েছিল সেটি নুরবানু বেগমের বাড়ির মূল ফটকের জায়গা। সরকারি জায়গা থাকলেও নুরবানু সেই জায়গায় রান্না ঘর না দেওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর। এদিন নুরবানু বেগম সহ তার দুই মেয়ে আসমা ও রেশমা রান্নঘর ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। সেই ভিডিও সামাজিক ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সরকারি জায়গায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্না ঘর ভাঙচুরের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন গ্রামবাসীরা। শনিবার গ্রামীণ সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে দেখান তারা। গ্রামের এক বাসিন্দা মাবুদ আলমের অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্না ঘর রাখতে দিবে না মহিদুল ইসলামের পরিবার। গতকাল সন্ধ্যায় মহিদুলের স্ত্রী নুরবানু বেগম ও তার দুই মেয়ে রান্না ঘরে ভাঙচুর চালায়। বাঁশ ও টিন খুলে বাগানে ফেলে আসে। গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলে হাঁসুয়া ও ধারালো অস্ত্র তেড়ে আসে নুরবানু বেগম ও তার দুই মেয়ে। এমনকি শনিবার সকালে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী রান্না করতে গেলে তাকে হাঁসুয়া দেখিয়ে শাসানো হয় বলে অভিযোগ। ভয় দেখিয়ে শিশুদেরও তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে ওই পরিবারের বিরুদ্ধে। মহব্বতপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী চন্দনা দাস বলেন, মহব্বতপুর উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশে সরকারি জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘর। কিন্তু এলাকার প্রতিবেশী মহিদুর ইসলাম সেই রান্নাঘরটি ভেঙে ফেলেন। রান্নাঘর না থাকায় শিশু ও প্রসূতিরা দুই দিন ধরে পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে না। আমি রান্না করতে গেলে মারার জন্য উদ্যত হচ্ছে মহিদুরের স্ত্রী ও দুই মেয়ে। ভয়ে সেন্টারে আসছেন না শিশুরাও। চাঁচল-১ নং ব্লকের সিডিপিও অলোক মণ্ডল জানিয়েছেন, যারা রান্না ঘর ভেঙেছে তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হচ্ছে। বিষয়টি বিডিওকেও জানানো হয়েছে। শিশু ও মায়েদের খাবার কিভাবে প্রদান করা যায় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। পঞ্চায়েত সদস্য জামালুদ্দিন আহমেদ বলেন,ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ কোন পদক্ষেপ না নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ঘুরে চলে যায়। আমরা চাই এটার সুষ্ঠু সমাধান। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ পড়লেই পদক্ষেপ করা হবে। যদিও ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে মহিদুরের স্ত্রী নুরবানু বেগম জানান, আমার বাড়ির সামনে দোকান রয়েছে। দোকানের সামনে গ্রামবাসীরা জোরপূর্বক ভাবে রান্না ঘর করেছে। ফলে দোকান বন্ধ রয়েছে। দোকান বন্ধ থাকলে আমরা চলব কি করে। কাউকে মারধর করিনি বলে দাবি করেছেন নুরবানু।

বেড়া ভাঙার প্রতিবাদ, অন্তসত্ত্বাকে মারধর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পুকুর পাড়ের সীমানা বেড়া ভাঙার প্রতিবাদ করায় এক অন্তসূত্বা মহিলাকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ এক প্রতিবেশী পরিবারের ৩ জনের বিরুদ্ধে। ৪ মাসের অন্তসত্ত্বা মহিলাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শুক্রবার রাতের দিকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আক্রান্ত মহিলার নাম চম্পা রজক (২৫)। ইংলিশবাজার থানার নিত্যানন্দপুরে বাড়ি তাঁর। অভিযুক্তরা কানাই রজক, তার স্ত্রী মল্লিকা রজক ও মা শ্রীমতী রজক। চম্পাদের একটি পুকুর রয়েছে গ্রামের এক প্রান্তে। সেখানে যোগানদার হিসেবে থাকেন শ্বশুরমশাই। এদিন অভিযুক্ত কানাই পুকুরপাড়ের রাস্তা ধরে আসার সময় বেড়ার কিছুটা অংশ তার কাছে ভেঙে যায়। ওই পুকুর পাড়ের সীমানা বেড়া নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন শ্বশুর। পরে সে বাড়িতে এসে পরিবার-সহ আক্রমণ চালায় চম্পার ওপর।

Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan, Golamara Gram Panchayat, Purulia-II Dev. Block. NIT No. 006/GGP/2022-23, dated 17/02/2023 . For further details see the E-Tender Portal i.e. http://wbtender.gov.in.

Sd/-
Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist - Purulia

OFFICE OF THE PRADHAN
KESHARGARH GRAM PANCHAYAT
VILL.+ PO.: DAPANG, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER HURA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No: 332(5)/KGP/e-NIT:01/2022-2023 dt. 18/02/2023

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Keshargarh Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https://wbtenders.gov.in/. (1). Date and Time of Download/Sale: from 18/02/2023 02 :00 pm to 24/02/2023 04:00 pm. (2). Date and Time of Bid Submission: from 18/02/2023 02:00 pm to 24/02/2023 04:00 pm. (3). Date and time of Bid Opening: 27/02/2023 at 05:00 pm. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/- Pradhan
Keshargarh Gram Panchayat, Hura Dev. Block., Purulia.

রসনা

রসগোল্লার পর এবার জিআই স্বীকৃতির পেতে চলেছে গুপ্তিপাড়ার গুপো ও বলাগড়ের নৌকা

বাংলার সাফল্যের মুকুটে আরও এক নতুন পালক আসতে চলেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, রসগোল্লার পর এবার জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার পথে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছে হুগলির গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত গুপো সন্দেশ।এর পাশাপাশি বলাগড়ের নৌকাশিল্পের জিআই স্বীকৃতির জন্য আগেই সমস্ত গবেষণালব্ধ তথ্য সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে একই সঙ্গে বলাগড়ের নৌকা শিল্প ও গুপ্তিপাড়ার গুপো সন্দেশের জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে চলেছে। সন্দেশের এই জিআই স্বীকৃতির জন্য দীর্ঘদিন ধরে যে গবেষণা চলেছে তাতে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রেয়সা পাল, সৌমেন দেশি, সন্দেশের কারিগর বিশ্বজিৎ নাগ ও মিন্টু ব্যাপারী। প্রসঙ্গত, গুপো সন্দেশের গবেষণাপত্র তৈরি হয়ে গেলেও এর সমিতি গঠনের কাজ থমকে ছিল। গুপ্তিপাড়ার নাগ পরিবার এই সন্দেশ তৈরির জন্য বিখ্যাত। এই নাগ পরিবারের ছেলে তথা স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ নাগ জিআই ট্যাগ পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট

দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করে এক সপ্তাহের মধ্যে সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, গুপ্তিপাড়ার গুপো সন্দেশের গবেষণাপত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সমিতি গঠনের কাজ আটকে থাকার জন্য কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। তবে এখন আর সেই বাধা নেই। বিশ্বজিৎ নাগ বলেন, বলাগড়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য তিনি সমস্ত ধরনের কাজে সহায়তা করবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সমিতি গঠন ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন বলে জানান তিনি। বিখ্যাত এই গুপো সন্দেশের জন্ম কত সালে হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও এই সন্দেশের উৎপত্তি গুপ্তিপাড়াতে এটা জানা গিয়েছে। হাওড়া কাটোয়া শাখায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই প্রাচীন জনপদ গুপ্তিপাড়া আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এই বিশেষ ধরনের সন্দেশ বানানোর পদ্ধতিও অভিনব। প্রথমে বিশাল আকারের লোহার কড়াইতে ছানাকে পাক দেওয়া হয়। তারপর সেই পাক দেওয়া ছানা পরিষ্কার কাপড়ে বেঁধে কাঠ দিয়ে পেটানো হয় যাতে ওই ছানার ভিতরের অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায়। তারপর সেই ছানা একত্রিত করে পাক দিয়ে তাকে গুপো সন্দেশের আকার দেওয়া হয়। শীতকালে এই সন্দেশে নতুন গুড় মিশিয়ে তার স্বাদে বদল ঘটানো হত। পূর্বে বহু অনুষ্ঠানবাড়িতে এই সন্দেশ দিয়ে অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করা হত। সন্দেশের স্বাদে অভিনবত্ব আনার জন্য মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা সারা বছর ধরে খেজুরের গুড় জমা করে রাখতেন। বর্তমানে গুপ্তিপাড়ায় গুটিকয়েক মিষ্টির দোকানে এই সন্দেশ পাওয়া যায়। এবার সেই সন্দেশের জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন বলাগড়বাসী বলে খবর মিলেছে।

জিভে জল আনা গরম ভাতের সঙ্গে মালাই ইলিশ

ইলিশের নাম শুনলেই জিভে জল কার না আসে। মাছপ্রেমী বাঙালির ইলিশ মাছ বা তার তেল দিয়ে একপেট ভাত কেয়ে ফেলতে পারেন। তবে ইলিস মাছ দিয়ে কত রকমের মুখরোচক পদই না বানানো যায়। ভাপা, ঝাল, ঝোল, কোর্মা...আরও কত কী! তবে ইলিশ মাছ শুধু স্বাদেই অনন্য নয়। এর রয়েছে অনেক উপকারিতাও। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মাছে রয়েছে প্রচুর ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং মিনারেল। এতে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট। যাদের হার্টের অসুবিধা। তাদের জন্যও অত্যন্ত উপকারী ইলিশ। এ ছাড়াও, দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে, ফুসফুস ভালো রাখে এবং আর্থ্রাইটিসের সমস্যাও দূর করে ইলিশ মাছ। শিখে নেওয়া যাক দুর্দান্ত স্বাদের মালাই ইলিশ কি করে বানায়।

মালাই ইলিশ তৈরির উপকরণ- ৬ পিস ইলিশ মাছ, ১ কাপ সাদা সর্ষে বাটা,১ কাপ পোস্ত বাটা,১ কাপ নারকেলের দুধ, ২ চামচ টক দই, কাঁচা লঙ্কা বাটা পরিমাণমতো, স্বাদ মতো নুন এবং চিনি পরিমাণমতো সর্ষে তেল।

মালাই ইলিশ তৈরির পদ্ধতি- ১) প্রথমে মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে নিন।

২) কড়াইয়ে সর্ষে তেল গরম করে ইলিশ মাছগুলো হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন।

৩) ওই মাছ ভাজার তেলেই সাদা সর্ষে বাটা, পোস্ত বাটা, নারকেলের দুধ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ও টক দই দিয়ে কষাতে থাকুন কিছুক্ষণ।

৪) মশলা ভালো করে কষানো হলে দিয়ে দিন নুন, হলুদ ও সামান্য চিনি। পরিমাণমতো জলও দিয়ে দেবেন। গ্রেভি ফুটতে দিন।

৫) গ্রেভি ফুটে উঠলে এর মধ্যে ভেজে রাখা ইলিশ মাছগুলো দিয়ে দিন।

৬) কয়েক মিনিট রান্না করার পর নামিয়ে নিন।

৭) গরম ভাতের সঙ্গে জমিয়ে খান মালাই ইলিশ।

সোরোসকে বিপজ্জনক বললেন জয়শঙ্কর

সিডনি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আমেরিকান উদ্যোক্তা জর্জ সোরোসকে বিপজ্জনক বলে অভিহিত করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। সোরোস, ভারত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় থাকার সময় সোরোসের প্রশ্ন খারিজ করেন এস. জয়শঙ্কর। সম্প্রতি, আমেরিকান শিল্পপতি জর্জ সোরোস বলেন, গৌতম আদানির ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের উত্থান স্টক মার্কেটে বিক্রি হয়ে গেছে এবং বিনিয়োগের সুযোগ হিসাবে ভারতে বিশ্বাসকে নাড়া দিয়েছে। সোরোসের বক্তব্যের বিপরীতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেন, সোরোস ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ মনে করেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে গণতান্ত্রিক বলে মনে করেন না। একইভাবে, কিছুদিন আগে তিনি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোটি মুসলমানের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ তোলেন। এই তথ্যগুলি অবশ্যই ভুল। সোরোস সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি নিউইয়র্কে বসে নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে পৃথিবী চালাতে চান। আসলে তারাও বিপজ্জনক। তারা মতামত গঠনের জন্য তাদের সম্পদ ব্যবহার করে। জয়শঙ্কর বলেন, সোরোসের মতো লোকেরা মনে করে যে তাদের পছন্দের ব্যক্তি জিতলেই নির্বাচন ভাল হয়, তবে নির্বাচনের ফলাফল যদি অন্য কিছু হয়, তবে তারা সে দেশের গণতন্ত্রকে ত্রুটিযুক্ত বলা শুরু করে এবং এই সব প্রকাশ্যে। সমাজের পক্ষে ওকালতি করার নামে করা হয়।

Name Change

I,SK MORTOZA alias SEEKH MORTAZA (old name) S/o SK MUSTAFA residing at Z-5/199, Bagdipara Road, PO-Badartala, Kolkata-700044 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SK MORTAZA (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.SK MORTOZA alias SEEKH MORTAZA and SK MORTAZAall are same and one identical person.

Name Change

I,SAJID KHAN (old name) S/o SERAJ KHAN residing at Z-3/37/1, Dr. A.K. Road, PO-Badartala, Kolkata-700044 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) MD SAJID KHAN (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.SAJID KHAN and MD SAJID KHANall are same and one identical person.

Name Change

I,MD SERAJ KHAN alias SIRAJ KHAN alias SIRAJUDDIN KHAN (old name) S/o OSMAN GONI KHAN residing at Z-3/37/1, Dr. A.K. Road, PO-Badartala, Kolkata-700044 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SERAJ KHAN(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.MD SERAJ KHAN, SIRAJ KHAN, SIRAJUDDIN KHAN and SERAJ KHANall are same and one identical person.

Name Change

I,GARVITA KARWA (old name) D/o MANAKCHAND KARWA (Old Name) residing at BLOCK 5 FLAT 8BC 71/3 CANAL CIRCULAR ROAD PRASAD EXOTICA KADAPARA KOLKATA 700054 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my& my father's name (Shall Hence forth be known as) GARVITA SOMANI (New Name) D/o ANIL KUMAR SOMANI (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023. GARVITA KARWA D/o MANAKCHAND KARWA and GARVITA SOMANID/o ANIL KUMAR SOMANIall are same and one identical person.

Name Change

I,NILANJAN MITRA residing at 5A, JOGESH MITRA ROAD, PO+PS-BHAWANIPORE, KOLKATA-700025WEST BENGAL, INDIA. do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name NILOPROBHO MITRA instead of NILOPRABHA MITRA vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.NILOPROBHO MITRA and NILOPRABHA MITRA both are same and one identical person.

Name Change

I,BUM BHOLA YADAV (old name) S/o A YADAV(Old Name) residing at 57 B L SAHA RD KOLKATA 700034 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my& my father's name (Shall Hence forth be known as) NITISH YADAV (New Name) S/o ASHESWAR YADAV(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.BUM BHOLA YADAV S/o A YADAV and NITISH YADAVS/o ASHESWAR YADAVall are same and one identical person.

ফুলকপির পাতার গুণাগুণ জানলে আপনি অবাক হবেন

শীতকালের সবজি মানেই হল ফুলকপি। তা পাতে পড়বেই। আর ফুলকপি ব্যাগে না ভরে বাড়ি ফিরলে গিন্নি রেগে যাবেন। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা না বললেই নয়, তা হল অনেকেই রান্না করার সময় ফুলকপির পাতা ফেলে দেন। রান্না করেন শুধুমাত্র ফুলকপি। তাই তাদের জন্য এটা বলা প্রয়োজন যে ফুলকপির চেয়ে অনেক বেশি খাদ্যগুণে ভরা তার পাতা। ফুলকপির পাতা খাওয়ার ঠিক কী ধরনের পুষ্টি পাবেন চলুন তা জেনে নেওয়া যাক। শিশুর ওজন, উচ্চতা এবং হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রোটিন এবং মিনারেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফুলকপির পাতায় রয়েছে প্রোটিন ও মিনারেল। তাই আপনার বাড়ন্ত বাচ্চার খাদ্যতালিকায় অবশ্যই ফুলকপির পাশাপাশি ফুলকপির পাতাও রেখে দিন। বর্তমান সময়ে কাজের চাপ অনেক বেশি। তাই সময়মতো খাওয়াদাওয়া হয় না। স্থূলতার সমস্যা বাড়ছে বেশিরভাগ চাকরিজীবীর। তার ফলে নানারকমের সমস্যা শরীরে বাসা বাঁধছে। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে কড়া ডায়েট মেনে চলছেন কেউ কেউ। যাঁরা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্য ফুলকপির পাতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্যুপ, স্যালাড, স্টু এবং স্ন্যাকসের সঙ্গে ফুলকপির পাতা ব্যবহার করতে পারেন। যাঁরা চোখের সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের জন্য ভিটামিন এ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফুলকপির পাতায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ। তাই চোখের সমস্যায় ভুগলে তাঁদের ডায়েটে অবশ্যই ফুলকপির পাতা থাকা প্রয়োজন। গতিময় জীবনের নয়া সঙ্গী অবসাদ। বেশিরভাগ মানুষই আজকাল এই ধরনের সমস্যায় ভোগেন। এমন সমস্যা থাকলে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফুলকপির পাতা খেতে পারেন। বিশেষ করে মহিলারা ৩০ পেরলেই ক্যালশিয়ামের সমস্যায় ভোগেন। তার ফলে শরীরে হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এমন আশঙ্কা দূর করতে চাইলে খাদ্যতালিকায় অবশ্যই রাখুন ফুলকপির পাতা। কারণ, ফুলকপির পাতায় রয়েছে ক্যালশিয়ামও। আপনিও প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে একদিন তা খেয়ে দেখতে পারেন। ভালোও লাগবে।

মিসিসিপিতে বন্দুকবাজের ধারাবাহিক গুলিতে ৬ জন হত, সন্দেহভাজন আটক

মিসিসিপি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর মিসিসিপির একটি ছোট গ্রামীণ এলাকায় বন্দুকবাজের ধারাবাহিক গুলিতে অন্তত ছয়জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার এক বন্দুকবাজ তার প্রাক্তন স্ত্রী এবং সৎ বাবাসহ ছয়জনকে হত্যা করেছে। তদন্তকারীদের ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

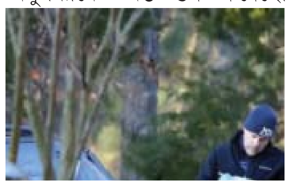

একটি শটগান এবং দুটি হ্যান্ডগানে নিয়ে ৫২ বছর বয়সী রিচার্ড ডেল ক্রাম সকাল ১১ টার দিকে গুলি চালায় এবং টেনেসি স্টেট লাইনের কাছে আরকাবুতলাতে একটি দোকানের বাইরে পার্ক করা একটি পিকআপ ট্রাকের চালকের আসনে থাকা একজনকে হত্যা করে। সেখান থেকে একটি বাড়িতে পৌঁছানোর পর তার প্রাক্তন স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হযেছে এবং তার বর্তমান স্বামী আহত হযেছে। বাড়িতে থাকা আরও পাঁচজনের উপরও সে গুলি চালায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বন্দুকবাজকে গ্রেফতার করে।

ঝাড়খণ্ডে রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন

রাঁচি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার ঝাড়খণ্ডের ১১তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন সিপি রাধাকৃষ্ণন। ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং তাঁকে রাজভবন প্রাঙ্গনে সকাল ১১.৪০ মিনিটে শপথ পাঠ করান। রাধাকৃষ্ণন ইংরেজিতে শপথ নেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে সিপি রাধাকৃষ্ণন ভগবান বিরসা মুণ্ডার লাইফ সাইজ মূর্তির প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রী, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, রাজ্যপালের মুখ্য সচিব নীতিন মদন কুলকার্নি এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। শপথ নেওয়ার পর রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন বলেন, আমি রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নিতে পেরে খুব খুশি। রমেশ ব্যস এরপর শপথ নিয়েছি। এই রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে আমার প্রথম লক্ষ্য ঝাড়খণ্ডের উন্নয়ন। উন্নয়ন ছাড়া দারিদ্র্য দূর করা যায় না। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, গ্রামীণ এলাকায় জলের সহজলভ্যতা, বাড়িঘর ইত্যাদি সবার সহযোগিতায় আমাদের প্রথম লক্ষ্য। রাজ্যের উন্নয়নই হবে অগ্রাধিকার।

করাচিতে পুলিশের সদর দফতরে পাকিস্তানি তালিবানের হামলায় ৩ সন্ত্রাসী সহ নিকেশ ৬

ইসলামাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পাকিস্তানের শারাই ফয়সালে অবস্থিত করাচি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে (কেপিও) শুক্রবার রাতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। প্রায় চার ঘণ্টাব্যাপী পাকিস্তানি রেঞ্জার্স ও পুলিশের অভিযানে ৩ সন্ত্রাসীসহ ৬ জন নিকেশ করা হয়েছে। অভিযানে তিন সন্ত্রাসী ছাড়াও একজন পুলিশ সদস্যসহ তিনজন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ১১ জন। পাকিস্তান তালেবান এই সন্ত্রাসী হামলার দায় স্বীকার করেছে। পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে করাচির ৫ তলা করাচি পুলিশ সদর দফতরে আট থেকে ১০ জন সন্ত্রাসী প্রবেশ করে। শরাই ফয়সালের সদর থানার কাছে অবস্থিত পুলিশ সদর দফতরে প্রবেশকারী এই সন্ত্রাসীদের কাছে ভারী বিস্ফোরক ও অস্ত্র ছিল, যা দিয়ে তারা ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছিল। যখন গুলিবর্ষণ হয়, তখন সেখানে উপস্থিত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সামনের দিকে সামলাতে গিয়ে সেখানে উপস্থিত লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করে। পাকিস্তান রেঞ্জার্স এবং পুলিশ কমান্ডোরা পুলিশ সদর দফতরের বেশ কয়েকটি তলা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিতে

নিরলসভাবে পাল্টা জবাব দেয় সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী মুরাদ আলি শাহ বলেন, আক্রমণটি সন্ধ্যায় হওয়ার পরে প্রাদেশিক সরকার সেনাবাহিনীর কাছে সাহায্য চেয়েছিল, এই বলে যে শহরের পুলিশ প্রধান করাচিতে নেই। হামলার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার ডিআইজিকে নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, পুলিশ সদর দফতরে হামলা কোনো মূল্যে মেনে নেওয়া যায় না। শাহ বলেন, প্রায় ৪ ঘণ্টাব্যাপী অভিযানে পাঁচতলা ভবন পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত দেড় দশক ধরে পাক সেনাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের উপরে লাগাতার হামলা চালিয়েছে টিটিপি জঙ্গিরা। যার মধ্যে অন্যতম ২০১৪ সালে সেনা স্কুলের জঙ্গি হামলা। পেশোয়ারের স্কুলের ওই হামলায় ১৫৪ জন মারা যান।

ত্রিপুরায় দুইজন বাংলাদেশি সহ চৌদ্দজন রোহিঙ্গা আটক

আগরতলা,১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরায় অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দুইজন বাংলাদেশি সহ চৌদ্দজন রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে আটক করেছে সরকারি রেল পুলিশ। জনৈক রেল পুলিশ কর্মী জানান,গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে কিছু বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা আগরতলা রেল স্টেশন থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দিয়ে কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশে রওয়না দিবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে শনিবার সকালে আগরতলা সরকারি রেল পুলিশ ও আরপিএফ জওয়ানরা উত পেতে বসে থাকে।আরপিএফ ও পুলিশের যৌথ অভিযানে রেলস্টেশনে কলকাতা যাওয়ার জন্য আসলে সন্দেহজনক ভাবে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁদের পরিচয়পত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁরা রোহিঙ্গা। মোট ১৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুইজন বাংলাদেশী ,চৌদ্দজন রোহিঙ্গা এবং একজন দালালকে আটক করা হয়েছে। তিনি আরো জানিয়েছেন,তাঁদের বিরুদ্ধে মামল দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হবে। তিনি আরো জানিয়েছেন,চলতি মাসে এখনও পর্যন্ত ৩৩জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে।

করিমগঞ্জে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে কর্মীদের দায়িত্ব প্রদান

করিমগঞ্জ (অসম) ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠেয় আসাম হায়ার সেকেন্ডারি চূড়ান্ত বছরের পরীক্ষা এবং আগামী ৩ মার্চ থেকে অনুষ্ঠেয় মাধ্যমিক পরীক্ষা করিমগঞ্জ জেলায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক এক বিজ্ঞপ্তি যোগে নোডাল অফিসার নিয়োগ করে দায়িত্ব সমঝে দিয়েছেন। এর দায়িত্বে রয়েছেন করিমগঞ্জের সমগ্র শিক্ষা অভিযানের জেলা প্রোগ্রাম অফিসার ও করিমগঞ্জের সেবা রিজিওনাল অফিসের মেম্বার সেক্রেটারি ড. কেএইচ সঞ্জীব কুমার সিং (যোগাযোগের নম্বর ৯৪৩৫৫৮৮৯৪২)।

পঞ্জাবের ইন্দোপাক সীমান্ত থেকে ২০ প্যাকেট হেরোইন সহ গোলাবারুদ উদ্ধার

গুরুদাসপুর (পঞ্জাব), ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) জওয়ানরা হেরোইন বলে সন্দেহ করা ২০ প্যাকেট মাদক, ১২ফুট লম্বা পিভিসি পাইপের একটি টুকরো, দুটি পিস্তল, একটি চাইনিজ মেক এবং ছয়টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে। শনিবার বিএসএফ জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে ৫টার দিকে গুরুদাসপুর জেলার খাসাওয়ালি গ্রামের কাছে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে চোরাকারবারিদের কিছু সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, বিওপি সেক্টর গুরুদাসপুর এ নিযুক্ত সতর্ক বিএসএফ জওয়ানরা চোরাকারবারীদের চ্যালেঞ্জ করলে চোরাকারবারীরা জওয়ানদের উপর গুলি চালায়। এর পর বিএসএফ জওয়ানরা পাল্টা গুলি চালায়. চোরাকারবারিদের। তবে ঘন কুয়াশা ও দৃশ্যমানতার সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, পুরো এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়েছে এবং পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করা হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময়, জওয়ানরা হলুদ টেপ দিয়ে মোড়ানো ২০ টি প্যাকেট উদ্ধার করেছে।

আগুনে পুড়লো গৃহস্থের খড়ের বাড়ি

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আগুনে পুড়ে ছাই গৃহস্থের খড়ের মোড়ল। ধারনা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই খড়ের মোড়ল। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনা শুক্রবার রাতে নতুন বাজার সুকান্ত কলোনী এলাকার বাসিন্দা দিলীপ দাসের খড়ের মোড়ল আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে।

Name Change

I,RUMA GHANTY(old name) W/o BINAY GHANTY residing at 86, Taltala Lane, PO-Entally, PS-Taltala, Kolkata-700014 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SABANA KHAN(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.RUMA GHANTY and SABANA KHANall are same and one identical person.

Name Change

I,MOHAMMED ABDUL MALEK SARDAR(old name) S/o ABDUL JUBBAR SARDAR residing at Khodar Bazar, Baruipur, South 24 Pgs-700144 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) ABDUL MALEK SARDAR(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.MOHAMMED ABDUL MALEK SARDAR and ABDUL MALEK SARDARall are same and one identical person.

Name Change

I,NURUL ALAM MOLLA HAJI (old name) S/o ABDUSSALAM MOLLA residing at V-114/1, Akra Road, PO-Bartala, Kolkata-700018 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) NURUL ALAM MOLLA (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.NURUL ALAM MOLLA HAJI and NURUL ALAM MOLLAall are same and one identical person.

Name Change

I,SHAKINA KHATOON HAJI (old name) W/o NURUL ALAM MOLLA residing at V-114/1, Akra Road, PO-Bartala, Kolkata-700018 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SOKINA BIBI (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.SHAKINA KHATOON HAJI and SOKINA BIBIall are same and one identical person.

Name Change

I,NURUL ISLAM KAZI (old name) S/o NAJRALI KAZI residing at GABBUNI PARA, GABBUNI, ATHAROBANKI, SOUTH 24 PARGANAS-743329 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) MD NURISLAM KAZI (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.NURUL ISLAM KAZI and MD NURISLAM KAZIall are same and one identical person.

Name Change

I,GORISANKAR KAMAT (old name) S/o G KAMAT (Old Name) residing at 28/3/3 NAKULESWAR BHATTACHARJEE LANE TOLLYGUNGE KOLKATA 700026 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my& my father's name (Shall Hence forth be known as) GAURI SHANKAR KAMAT(New Name) S/o JHAMELI KAMAT (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023. GORISANKAR KAMAT S/o G KAMAT and GAURI SHANKAR KAMATS/o JHAMELI KAMATall are same and one identical person.

Name Change

I, ANUPRIYA DEVI (Old Name) W/o VIKASH KUMAR KESHRI residing at AH-68, ABHINANDAN APARTMENT, FLAT NO-A/2, TALBAGAN, SOUTH KRISHNAPUR, DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-700102 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) ANUPRIYA KESHARI(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 18/02/2023. ANUPRIYA DEVI and ANUPRIYA KESHARI both are same and one identical person.

Name Change

I,GITA BHADURY (Old Name) W/o PRADIP BHADURY residing At 89/3A, RamkrishnaSarani, Behala, Kolkata-700060 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as)GITA BHADURI (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 18/02/2023.GITA BHADURYand GITA BHADURI both are same and one identical person.

Name Change

I,NIRVIK RAI CHOUDHURY(old name) S/o LT SUKUMAR ROY CHOWDHURY residing at Amarthikana Apartment, Flat No-1A, 1st Floor, 3134, Nayabad Avenue, Purbasha Rail Math, Panchasayar, Kolkata-700094 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) NIRVIK ROY CHOWDHURY (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.NIRVIK RAI CHOUDHURYand NIRVIK ROY CHOWDHURYboth are same and one identical person.

Name Change

I,AINUL HOK MOLLICK (old name) C/o ALAHI BUKSH MALLICK residing at 190/1, Cotton Mill Lane, PS-Matiaburz, Kolkata-700024 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) AINUL HOQUE MALLICK (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023.AINUL HOK MOLLICKand AINUL HOQUE MALLIC both are same and one identical person.

কিশনগঞ্জে হাতির হানায় তছনছ চাষের জমি

কিশনগঞ্জ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিহারের কিশনগঞ্জের গলগলিয়ার ভুট্টা কারখানার বাইরেহাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে কন্টেনার। ঘটনায় মৃত্যু হল কনটেনার চালকের। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে । মৃত চালকের নাম, কুলদীপ সিং। তিনি উত্তরপ্রদেশের কনৌজের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, কনটেনারটি কনৌজ থেকে গলগলিয়ায় ভুট্টা লোড করতে আসে। গাড়িটি ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে গলগলিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারকে জানানো হয়েছে। ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মহাশিবরাত্রি, মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে বাবা মহাকালের দর্শন, চলবে ৪৪ ঘণ্টা দর্শন

উজ্জয়িনী, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাশিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে উজ্জয়িনী শহরে আজ উৎসবের আমেজ। বাইরে থেকে আসা লাখো ভক্তকে স্বাগত জানাতে সারা রাত জেগে থাকে শহর। পুরোনো শহর ও রাস্তাঘাট জমজমাট। ইন্দোর রুটে যানবাহনের দীর্ঘ সারি দেখা যায়। সর্বত্র জয় মহাকালের প্রতিধ্বনি। মহাশিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে শুক্রবার শনিবার বিকেল ৩টা থেকে শুরু হয়েছে দর্শনা প্রক্রিয়া। বর্তমানে প্রায় দুই লাখ ভক্ত মহাকাল মন্দির এলাকায় পৌঁছেছেন, দর্শনের পালা অপেক্ষা করছেন। পরিস্থিতি এমন যে পুলিশ সদস্য ও সেবা সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকদের ভিড় ব্যবস্থাপনায় বেশ অসুবিধা হচ্ছে। ঠাণ্ডায় বিশ্বাস ভারি। সারা রাত ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেলেও সারিবদ্ধভাবে

দাঁড়িয়ে শিশু থেকে নারী, যুবক থেকে বৃদ্ধ সবাই ভোলেনাথের দর্শন পেতে উদগ্রীব। পুরো উজ্জয়িনী শহর এ সময় শিবময় হয়ে উঠেছে। পুলিশ সুপার সত্যেন্দ্র কুমার শুক্লা জানিয়েছেন, মহাশিবরাত্রিতে দর্শনের ব্যবস্থার জন্য গঙ্গোত্রী গার্ডেন থেকে ভক্তদের প্রবেশ করানো হচ্ছে। এখান থেকে ভক্তরা চারধাম মন্দির জলাশয়ের পথ থেকে রুদ্র সাগরের তীরে ত্রিবেণী জাদুঘরে পৌঁছাবেন। ভক্তরা নন্দী মণ্ডপম, মহাকাল লোক হয়ে ত্রিবেণী মিউজিয়াম জলের ট্যাঙ্ক থেকে মানসরোবর ভবনে প্রবেশ করবেন এবং ফ্যাসিলিটি সেন্টার ১ হয়ে কার্তিক মণ্ডপে প্রবেশ করবেন। দর্শনার্থীরা কার্তিক মণ্ডপম বা গণেশ মণ্ডপে বাবা মহাকাল দেখতে পাবেন।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার চারজন দালাল

মালিগাঁও, ১৮ফেব্রুয়ারিঃ উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) বিগত কয়েক দিনে রেলওয়ে টিকিটের অবৈধ বিক্রির বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়েই টিকিট দালাল গ্রেপ্তার করেছে। এই অভিযানের সময় ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার ও অধিকমূল্যের ৪১টি রেলওয়েই টিকিট উদ্ধার হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে চারজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৫ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় বাগডোগরা আরপিএফ টিমনিউ জলপাইগুড়ির সিআইবিটিমের সাথে যৌথ ভাবে বিহারের কিষানগঞ্জের তায়িবপুরের একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে খাবির আলম নামে এক দালালকে গ্রেপ্তার করে। অভিযানকারী দলটি ২৩ হাজার টাকারও অধিকমূল্যের ১৬টিই টিকিট বাজেয়াপ্ত করে। এইঘটনা সম্পর্কে ধৃতব্যক্তির বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৬ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় তিনসুকিয়া আরপিএফ টিম তিন সুকিয়ার সিআইবি টিমের সাথে যৌথ ভাবে মার্ঘে রিটা রেলওয়ে স্টেশনের পিআরএস কাউন্টারে রেলওয়ে টিকিটের দালালি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এই

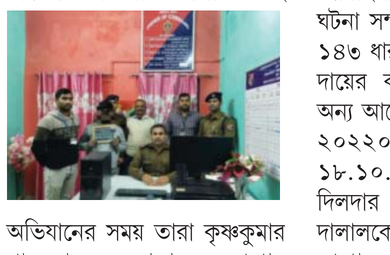

অভিযানের সময় তারা কৃষ্ণকুমার শাহ নামে একদালালকে গ্রেপ্তার করে এবং ৪০হাজার টাকারও অধিক মূল্যের০৯টি রেলওয়ে টিকিট, ০২টি বাতিল টিকিট, ০২টি ভর্তি রিজার্ভেশন ক্যানসেলেশন ফর্ম, নগদ ৬২৫০ টাকাও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। এই ঘটনা সম্পর্কে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।একই দিনে অন্য আরেকটি ঘটনায় মামলা নং. ২০২২০২২ তারিখ ১৮.১০.২০২২-এর অধীনে দিলদার হুসেন নামে একজন দালালকে চাপর মুখ আরপিএফ গ্রেপ্তার করে এবং এসআরএম গুয়াহাটি এর মাননীয় আদালতে হাজির করানো হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উত্তরপূর্বসীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ বর্তমান আর্থিক বর্ষের এপ্রিল থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ১১৩ জন দালালকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ৩২.২৯ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের ১১৩৪টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলওয়ে টিকিটের অবৈধ বিক্রি প্রতিরোধ করতে দালালি কার্যকলাপের উপর কড়া নজর দারি চালাচ্ছে। রেলওয়ে টিকিটের অকর্তৃত্বশীল সরবরাহ এবং ক্রয় বিক্রয় রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ।

চৈতন্য ভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে অসংখ্য শিবভক্তদের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ভাগিরথীর পূর্ব পারে অবস্থিত নদীয়া জেলার চৈতন্য ভূমি মন্দির নগরী শ্রীধাম নবদ্বীপ। নবদ্বীপ শহরে যেমন রয়েছে বিভিন্ন বৈষ্ণব ধর্মের দেব- দেবীর মন্দির, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তেমনি রয়েছে শিব, কালি সহ বিভিন্ন দেব দেবীর মন্দিরও। আর নবদ্বীপ শহরে সকল পুজো অনুষ্ঠান হয় যথেষ্ট জাঁকজমক পূর্ণ ভাবেই। নবদ্বীপের গরিমা এতটাই বৃহ, যে যেকোন পুজো, পার্বনে নবদ্বীপে বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট গুলোয় ভিড় জমায় নবদ্বীপ সহ পার্শ্ববর্তী পূর্ব বর্ধমান জেলার অসংখ্য এলাকার ভক্ত বা সাধারণ মানুষ। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২৩, মহা শিবচতুর্দশী। শিবচতুর্দশীতে পালিত হয় শিবরাত্রি উৎসব। এই উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের শিব মন্দির গুলো ইতিমধ্যে সেজে উঠেছে আলোক সজ্জায় ও ফুলের সাজে। নবদ্বীপের উল্লেখযোগ্য শিব মন্দির গুলো হল- বাবা যোগনাথ, বুড়োশিব, বাবা ভূতনাথ, দ্বাদশ শিবমন্দির, বাবা গোপেশ্বর এছাড়াও একাধিক শিব মন্দির রয়েছে নবদ্বীপে। নবদ্বীপ স্টেশন রোডে অবস্থিত বাবা ভূতনাথ মন্দিরের পূজারী বলেন ,প্রতি বছর এই দিনে এই মন্দির সহ সকল শিব মন্দিরে প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে। ভক্তরা আসেন তাদের মনস্কামনা পূর্ন করতে শিবরাত্রি তে শিবের মাথায় জল দিতে, তিনি বলেন প্রায় ৪০ বছর ধরে তিনি এই ভূতনাথ মন্দিরে পূজার দ্বায়িত্বে আছেন, এবং বিভিন্ন ভক্তরা তাদের মনস্কামনা পূরন হয় বলেই তারা এই ভূতনাথ মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজো দিতে আসেন। এরই পাশাপাশি নবদ্বীপ শহরে শিবের ফাঁসিতলা, রানীর ঘাট সহ বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট গুলিতে দেখা গেল প্রচুর শিব ভক্তদের আগমন। নবদ্বীপ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে এদিন অসংখ্য শিব ভক্ত মানুষ ভিড় করেন। এদিন দুপুর থেকে দেখা গেল দলে দলে মানুষ আসছেন তাদের মনস্কামনা পূরনের জন্য নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাট থেকে গঙ্গাজল নিয়ে শিবের মাথায় ঢালার জন্য।

শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির জাল ছড়িয়েছিল মুর্শিদাবাদে, অবশেষে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার বড়ঞার কৌশিক ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বড়ঞা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শিক্ষক নিয়োগে একাধিক দুর্নীতি, চাকরি বিক্রির নামে ইতিমধ্যেই পার্থ থেকে শুরু করে কুন্তল একাধিক তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা জেলে। এবার চাকরি বিক্রির অভিযোগে শুক্রবার সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হন কৌশিক ঘোষ। সূত্রের খবর বাগদার চন্দন মন্ডল ওরফে রঞ্জনকে গত ২১ জানুয়ারি নিজামপ্যালেসে পাঠায় সিবিআই এবং তারপর তার থেকে অসংগতি মেলায় এবং এই রঞ্জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সহ একাধিক নথি খতিয়ে নবম- দশম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ কান্ডে উঠে আসে মোট তিন জনের নাম। আর তাদের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় নাম উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার বড়ঞা গ্রামের বাসিন্দা এই কৌশিক ঘোষের নাম। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় শাসকদলের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কৌশিক ঘোষ। তিনি পাড়ায় বলতেন, তিনি এক সময় পেট্রোলিয়াম সংস্থায় কাজ করতেন। এলাকায় যথেষ্ট দাপট দেখিয়ে চলতেন কৌশিক, বলছেন তাঁর প্রতিবেশীরাই। কেউ অন্য কোনও দল করবে শুনলে তিনি নাকি মাটিতে পুঁতে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন। এলাকার বাসিন্দাদের কেউ কেউ বলছেন, কৌশিকের অধীনেও কাজ করতেন আরও অনেকে। স্থানীয় বাসিন্দা সর্বেশ্বর ঘোষ নামে এক যুবক বলেন, কৌশিক মিডলম্যান হিসাবে কাজ করতেন। ২০ লক্ষ টাকায় আমার বাড়ি কিনতে গিয়েছিল। এই কৌশিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, একুশের বিধানসভায় তিনি জীবনকৃষ্ণ সাহার হয়ে ভোট প্রচার করেন। যদিও এই বিষয়ে বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বক্তব্য, ভোটে অনেকেই প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেন। এটা আলাদা করে গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই। অভিযোগ, এলাকায় চাকরি বিক্রির জাল ছড়িয়েছিলেন কৌশিক ঘোষ। এলাকার বাসিন্দা পরমেশ্বর ঘোষের কথায়, আমাদের বড়ঞা এলাকায় যত চাকরি হয়েছে সব টাকা দিয়ে চাকরি হয়েছে। ঘরের লোককে চাকরি দিয়েছে। বাড়ির বউ, ছেলে, ভাগ্নে, মাসি, পিসি সব চাকরি পেয়েছে। হাতে হাতে প্রমাণ দিয়ে দেব। কৌশিক ঘোষরা সব দালাল। পরিবারে আরও আছে। গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি থেকে প্রাথমিকে যত গ্রামে চাকরি হয়েছে সব টাকা দিয়ে হয়েছে। কৌশিক ঘোষ তৃণমূল করতো। আমাকে বলেছিল বিজেপি করলে মাটির তলায় পুঁতে দেবে। এখন নিজেই মাটির তলায় ঢুকে গিয়েছে। বিচার হোক ওদের। সরকারি চাকরি ওরা কিনে নিয়েছেন্ড বড়ঞা কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি আজাদ মল্লিক বলেন আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলতে চেয়েছি এই কৌশিক ঘোষ এবং জীবন কৃষ্ণ সাহা বড়ঞা একাধিক মানুষের কাছে চাকরির নামে কোটি কোটি টাকা তুলেছে। আজ সেই অভিযোগ সত্য প্রমাণিত করল সিবিআই, কৌশিকের পাশাপাশি

বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। কৌশিকের গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে তার বাড়িতে তালা ঝুলছে। কৌশিকের সঙ্গে শাসকদলের যোগের অভিযোগ অস্বস্তিতে ফেলেছে তৃণমূলকেও। যদিও এলাকার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বক্তব্য, কেউ গ্রেফতার হলেই প্রমাণ করার চেষ্টা হয় এলাকার বিধায়কের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ ছিল। যে দোষ করবে সে তো গ্রেফতার হবেই। তবে বিধানসভা ভোটে আমার প্রচারের যে কথা বলা হচ্ছে, প্রার্থীর হয়ে তো যে কেউ প্রচার করতে পারে। একইসঙ্গে বিধায়কের সঙ্গে কৌশিকের বিভিন্ন ছবি সামনে আসার বিষয়ে বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা বলেন, আমি জনপ্রতিনিধি। আমার সঙ্গে বহু বড়ঞার মানুষের ছবি থাকতেই পারে। তাতে কিছু প্রমাণ করা যায় না। বিরোধীরা বিভিন্ন ভাবে চক্রান্ত করার চেষ্টা করছে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন পক্ষ থেকে গঠিত হল দার্জিলিং জেলা সমতল কমিটি

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ এদিন তিস্তা রিক্রেয়েশন ক্লাব হলে এই সভা আয়োজিত হয়। এবিষয়ে, ফেডারেশনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক বলেন, এই কমিটি মূলতঃ দার্জিলিং জেলার সমতলের প্রত্যেক রাজ্য সরকারি কর্মচারীর আনুকূল্যে চালু করা হলো। তারা সময়ের বিধি নিষেধের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে সর্ব সময় প্রত্যেক কর্মচারীর সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন বলে জানান তিনি। এর পাশাপাশি যে সকল কর্মচারীরা মা- মাটি- মানুষ তথা তৃণমূল দল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসেন তাদের এই দলে যুক্ত হওয়ার জন্য এদিন বিনামূল্যে ফ্রম প্রকাশ করা হয় এবং সকলকে যোগদানের জন্য আহ্বানও জানান তিনি। এর পাশাপাশি তিনি আরও জানান এদিন দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হযেছে আশিস প্রামাণিককে এবং কার্যকরী সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে বন্দনা বাগচিকে। দুজন উপদেষ্টা মন্ডলীকে সাথে নিয়ে প্রায় ৫৩ জনকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অলক চক্রবর্তী, রাজ্য কনভেনার প্রতাপ নায়েক, সহ রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যগণ নব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য, শ্যামল পট্টানায়েক, বারিন মজুমদার, এছাড়াও রাজ্য নেতা সুবীর ঘোষ সহ শিলিগুড়ির বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় সংগঠনের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

গাছ কেটে রাস্তা চওড়া হলেও চারা লাগানো হয়নি বলে অভিযোগ পরিবেশবিদদের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাস্তা চওড়া করে যানবাহনের গতি বাড়াতে ও যানজট কমাতে রাস্তা চওড়া করা হয়েছে। আর সেই রাস্তা চওড়া করতে গিয়েই কাটা পড়েছে হাজার হাজার গাছ। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিবর্ত চারা লাগানো হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে পরিবেশবিদদের মধ্যে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দুইধারেই দু'দশক আগেও ছিল সবুজে ঘেরা। রাস্তার দু'পাশে ছিল প্রাচীন বহু গাছ। চৈত্র-বৈশাখের প্রখর রোদের মধ্যেও এ পথ ছিল যাতায়াতের পক্ষে আরামদায়ক। তাপমাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকত এই রাস্তায়। চোখেরও আরাম হত যাত্রীদের। বিকেল হতেই শোনা যেত পাখিদের কিচিরমিচির। কিন্তু এখন সেই ছবিটাই আমুল বদলে গিয়েছে। যশোর রোডে গাছ কাটা নিয়ে মামলার সময়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে গাছ কাটার প্রসঙ্গ আদালতে তোলা হয়েছিল। সরকার বিকল্প বনসৃজনের জন্য কী ব্যবস্থা করেছে, তা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সে সময়ে দেখা যায়, সরকার যে জমিতে গাছ লাগানোর কথা বলেছে, সে জমির কোথাও আছে পাকাবাড়ি, কোথাও চাষের জমি, কোথাও জলা জমি। তাই সেই সব সরিয়ে গাছ আজও লাগানো হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, যে গাছগুলি কাটা পড়েছে, সেগুলি সবই প্রাচীন গাছ। তাদের কোনওটার বয়স ১০০ বছর, কোনটার ১৫০ বছর, কোনওটার ২০০ বছর। গাছ কাটা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যে মামলা হয়েছিল সেখান রাজ্য সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, বারাসত থেকে বহরমপুর পর্যন্ত ১৯,৭৭৫ টি গাছ কাটা হয়েছিল, যাদের বেশিরভাগের বয়স ১৫০ বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, গাছ লাগানো হয়েছে সমস্যাই। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এখন রাস্তা চওড়া হওয়ায় প্রচুর গাড়ি বেড়েছে। ফলে দূষণ ছড়াচ্ছে। ধোঁয়ার প্রভাব পড়েছে স্থানীয় চাষবাসে। বেড়েছে শ্বাসকষ্টের সমস্যাও। তাহলে এই ছবি কী বদলাবে না? স্থানীয় বাসিন্দারাই সে ভাবে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। কেন না তাঁদের দাবি, গাছ লাগানোর জন্য রাজ্য সরকার এখনও জমিই তৈরি করতে পারেনি। সরকার পরিবেশ বাঁচাতে গাছ লাগানোর কথা বলে। প্রচার করে। অথচ, নিজেরাই সেই কাজটা করে না। মঞ্চ বেঁধে গাছ বিলি করা হয়। পরিবেশ মেলা হয়। সেখান থেকেও গাছ বিতরণে করেন মন্ত্রী-সান্ত্রীরা। অথচ, কাজের কাজ কিছুই হয় না। রাস্তার ধারে যে সব মানুষের জমিজমা আছে, তাঁদের নিজেদের উদ্যোগেই গাছ লাগানো উচিত এখন। এই অপরিকল্পিত গাছ কাটা রুখতে লাগাতার প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন পরিবেশবিদ সমীর বোস। সামাজিক মাধ্যমে 'স্ট্যান্ড ফর গ্রিন কলকাতা' হ্যাশট্যাগে কখনও লিখেছেন, একটা ভাবনা। এই প্রয়াসের মূলকথা হ'ল কলকাতা আমার আপনার সব কলকাতাবাসীর এবং তার গাছগুলিও তাদের আপনজন এদের সংখ্যা বাড়িয়ে শহর আরও সবুজ হোক নির্মল হোক। কখনও বড় হরফে ফেসবুক ওয়ালে বারাসাত ব্যারাকপুর রোডে কোথাও কাউকে গাছ কাটতে দেখলে 'এখানে জানান' বলে আবেদন করেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, এই অকারণ গাছকাটা যজ্ঞ বন্ধ করা যায় কি? এই উন্নয়ন কার জন্য? মানুষই যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়! সমীরবাবু দাবি তুলেছেন, আইনি নির্দেশ মেনে দ্রুত গাছ লাগিয়ে সেগুলো বড় করার উপযুক্ত পরিচর্যার জন্য।

প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাঁকে, অভিযোগ দিব্যেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। এমনটাই অভিযোগ করলেন তমলুকের তৃণমূল সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। শনিবার তিনি জানিয়েছেন, হলদিয়ায় অবৈধ পথে কয়লা চুরির ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই তাঁকে এমন হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দিব্যেন্দু বলেন, ''আমি হলদিয়ার ঘটনাটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। সঙ্গে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। সেই সময় এই ঘটনা এবং আমার পদক্ষেপের কথা আমি প্রচারমাধ্যমকে জানাই। আমি মনে করি, রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে, সমন্বয় থাকলেই এই ধরনের চুরি-ডাকাতির ঘটনা রোখা সম্ভব। সাংসদ হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছি। আর সে কথা বলার পরেই আমাকে অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, প্রাণে মেরে ফেলা হবে। বলা হচ্ছে আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'' এমন হুমকি পেলেও যে তিনি ভীত নন, তাও জানিয়েছেন তমলুকের সাংসদ। তাঁর কথায়, ''যত দিন সাংসদ থাকব তত দিন হলদিয়া গিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করব।'' ঘটনায় প্রকাশ, ২৪ জানুয়ারি রাতে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে অবৈধ ভাবে কয়লা চুরির ঘটনা নজরে আসে কর্মরত সিআইএসএফ জওয়ানদের। কয়লা চোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে শুরু হয় পাল্টা প্রতিরোধ। কয়লা চোরদের ছোঁড়া পাথরে আহত হন সিআইএসএফ জওয়ানরা। তবে কয়লা চোরদের দু'টি বাইক আটক করে সিআইএসএফ। আটক করার পর তা তুলে দেওয়া হয় হলদিয়া থানার হাতে। সাংসদ হিসাবে সেই ঘটনার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জানান দিব্যেন্দু। তারপর থেকেই তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে আগুন, তদন্ত শুরু

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে একটি রেস্তোরাঁয় হঠাৎ আগুন লাগে। শনিবার দুপুর ১২ টা ২০ মিনিটের দিকে এই ঘটনা ঘটে। শহরের কেন্দ্রস্থলে রেস্তোরাঁর রান্নাঘর থেকে স্থানীয়রা প্রথমে ধোঁয়া দেখতে পান। কালো ধোঁয়ায় ভরে গেছে পুরো এলাকা। এই শহরের কেন্দ্রের উপরের তলায় অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই রেস্টুরেন্টের পাশে একটি বাইকের শোরুমও রয়েছে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে দমকলে জানানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলেও এই বহুতল কমপ্লেক্সের ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম এবং দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গেছে, স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে একটি হোটেল, বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ, মদের দোকান, বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাঙ্ক, বাইকের শোরুম এবং বেশ কয়েকটি এটিএম কাউন্টার রয়েছে। সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এই বহুতল ভবনের মালিক কবি দত্ত ঘটনার বিষয়ে জানান, রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে বসানো পাখা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক অনুমান। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে।

নবীন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো 'মাটির দেতারা'

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ভাওয়াইয়া গানের প্রচার, প্রসার এবং নবীন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো 'মাটির দেতারা'। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলো জলপাইগুড়ি অডিও এন্ড ভিডিও ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং প্রযোজনায় ছিলো স্নিগ্ধা রেকর্ডস । ভাওয়াইয়া গানের এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের মালকানি হাট প্রাঙ্গনে । এদিনের মঞ্চটি বিশিষ্ট লোকশিল্পী তথা গিটার বাদক কংকন রায় স্মৃতি মঞ্চ নামে নামাংকিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত কংকন রায় গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। অনুষ্ঠানটির আয়োজক জহরলাল রায় বলেন সম্প্রতিকালে ভাওয়াইয়া গানের চর্চার জন্য নতুন প্রজন্মকে খুব একটা আগ্রহী হতে দেখা যাচ্ছে না, তাই উত্তরবাংলার গৌরবময় ভাওয়াইয়া গানের প্রতি যাতে উঠতি প্রজন্মের আগ্রহ জন্মায় সেজন্যই এই মাটির দোতারার আয়োজন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী শংকর রায় এবং গৌরাঙ্গ রায়, প্রথিতযশা ভাওয়াইয়া শিল্পী এবং দোতারা বাদক চৈতন্য দেব রায়, বেবি রায় বর্মন, শ্যামল রায়, মার্টিনা সিংহ, জীমূত চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। যন্ত্রবাদক হিসাবে ছিলেন যতন রায় (বাঁশিয়াল), সুবোধ রায় (দেশী ঢোলবাদক), পীযুষ রায় (পারকেশনশিল্পী), ভোলানাথ বর্মন (সারিন্দা বাদক), গনেশ সিংহ (ভায়োলিন)। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সুচারু কণ্ঠে সঞ্চালনা করে ভাওয়াইয়া প্রেমিকদের মন জয় করে নিয়েছেন অভিজিত রায় । জলপাইগুড়ি অডিও এন্ড ভিডিও ওয়ার্কার্স সোসাইটির সভাপতি দেবাশীষ রায় বলেন, আগামী দিনে ভাওয়াইয়াকে বাচিয়ে রাখতে হলে নতুন প্রজন্মকে দিয়েই সম্ভব, মাটির দোতারা তারই আয়োজন।

দ্রুত পরিষেবা দিতে মালদা মেডিকেলে তৈরি হল গ্রিন করিডর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জরুরি ভিত্তিতে আরো দ্রুত পরিষেবা দিতে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তৈরি করা হল গ্রিন করিডর। মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগ থেকে বর্হি বিভাগ ভবন পর্যন্ত এই গ্রিন করিডর তৈরি করা হয়েছে। প্রায় একশো মিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে সবুজ রং দিয়ে। মূলতঃ ব্রেইন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক রোগীদের জন্য এই গ্রিন করিডর। কারণ ইতিমধ্যে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপালে নিউরো সার্জারি শুরু হয়েছে। গত কয়েকদিনে সফল ভাবে বেশ কয়েকজন রোগীর চিকিৎসা পর্যন্ত হয়েছে। নিউরো সার্জারি চিকিৎসা পরিষেবা আরো উন্নত করতে পরিকাঠামো

ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম গ্রিড করিডর। এতদিন ব্রেন স্ট্রোকের তেমন চিকিৎসা পরিকাঠামো ছিল না মালদা মেডিকেলে। ফলে বহু রোগী এই রোগের সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বর্তমানে মালদা মেডিকেলে পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। উপকৃত হচ্ছেন বহু মানুষ। চিকিৎসকেরা জানান, ব্রেন স্ট্রোকের রোগীদের দ্রুত সুস্থ করতে হলে গোল্ডেন সময়ের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ কোন রোগীর ব্রেন স্টোক করার দুই ঘন্টার মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে জরুরি ভিত্তিতে। ব্রেন স্ট্রোক রোগীর চিকিৎসা খুব দ্রুত প্রয়োজন। তাই কোন রোগীকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার জন্য গ্রিন করিডর। জরুরি বিভাগ থেকে বর্হি বিভাগের ১০৪ নম্বর রুম পর্যন্ত এই গ্রিন করিডর করা হয়েছে। বর্হি বিভাগের একশো চার নম্বর রুমে সিটি স্ক্যান করানো হয়। ব্রেন স্ট্রোকের রোগীর দ্রুত সিটি স্ক্যান করে সেই রিপোর্ট দেখেই চিকিৎসা শুরু হয়। তাই সবার প্রথমে দ্রুত সিটি স্ক্যান করতে এই ব্যবস্থা মেডিকেল কর্তৃপক্ষের।

এপিজে ডিফেন্স একাডেমির উদ্বোধন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশ সেবার কাজে বিশেষ করে প্রতিরক্ষায় যুবকদের উৎসাহ বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষন দেবার জন্য বর্ধমান লায়ন্স ক্লাব অফ ইন্দ্রকাননের উদ্যোগে একটি ডিফেন্স একাডেমি শুরু হল শনিবার। এদিন সর্বমিলন সংঘের মাঠে আয়োজিত এপিজে ডিফেন্স একাডেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাবের পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর

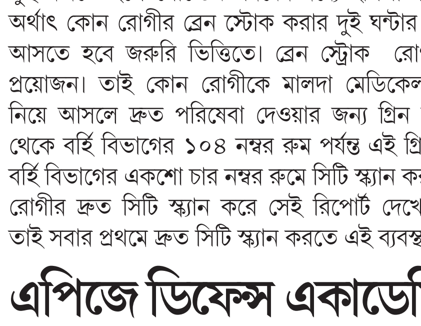

(পিডিজি) তথা অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি আব্দুল মালেক, পিডিজি ওমপ্রকাশ জস, পিডিজি অরুপ কুমার মন্ডল, পিডিজি শুভাশীষ চ্যাটার্জী , পিডিজি সত্যনারায়ণ পাত্র, লায়ন্স ক্লাব অফ ইন্দ্রকাননের প্রেসিডেন্ট আলাপন মিত্র এবং দুই ট্রেনার বি ডি রায় এবং বি কে রায় সহ লায়ন্সের বিভিন্ন সদস্যরা। এদিন পিডিজি আব্দুল মালেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের চিন্তাধারা ও তার কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি লায়ন্স ক্লাব ইন্দ্রকাননের এই ব্যাতিক্রমী প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান এবং এই প্রশিক্ষন পর্ব যাতে মাঝপথে থেমে না যায় সে দিকে উদ্যোক্তাদের নজর দিতে বলেন। দুই প্রশিক্ষক বি ডি রায় এবং বি কে রায় তাদের বক্তব্যে জানান, ডিফেন্সে তাদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষন পদ্ধতি ও নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা উৎসাহী যুবকদের প্রশিক্ষন দিয়ে দেশ রক্ষার কাজে উপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা করবেন। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে লায়ন্স ক্লাবের সদস্য বাসুদেব চ্যাটার্জী। উল্লেখ্য, আর্থিক কিম্বা মধ্যমেধার কারনে যে সমস্ত ছাত্ররা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের পর উচ্চশিক্ষা চালাতে পারেন না অথবা যারা দেশ সেবার কাজে স্বেচ্ছায় নিজেদের নিয়োজিত করতে ইচ্ছুক তাদের জন্যেই বিশেষ করে এই প্রশিক্ষন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। সপ্তাহে পাঁচদিন এই প্রশিক্ষন দেওয়া হবে।

দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাজ্য হস্তশিল্প, তাঁত ও খাদি মেলার উদ্বোধন বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলার হস্তশিল্প, তাঁত ও খাদি শিল্পকে চাঙ্গা করতে এবং এই শিল্পের সাথে যুক্তু শিল্পীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্য নিয়ে এরাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার শিল্প ও শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে হস্তশিল্প, তাঁত ও খাদি শিল্পকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর হস্তশিল্প মেলার আয়োজন করা হয়। এবছর হস্তশিল্প, তাঁত শিল্প ও খাদি মেলার আয়োজন করা হ'ল বর্ধমান পৌরসভার উৎসব ময়দানে। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে মেলার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধাড়া, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন কাকলি তা গুপ্ত, বর্ধমান পৌরসভার চেযারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, পশ্চিমবঙ্গ খাদি এবং গা মধ্যক পর্ষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিমাই চন্দ্র হালদার, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম, মেহেবুব মন্ডল, মিঠু মাঝি, জহর বাগদী, মহঃ ইসমাইল, জেলা পরিষদের মেন্টর উজ্জ্বল প্রামাণিক, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শংকর মন্ডল সহ বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলর রাসবিহারী হালদার, সনৎ বক্সী, প্রদীপ রহমান, রত্না রায, মিঠু সিংহ, পামেলা চ্যাটার্জী, উমা সাঁই প্রমুখ। রাজ্য হস্তশিল্প মেলার উদ্বোধনে এসে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর উদ্যোগে মা- মাটি- মানুষের সরকার হস্তশিল্পী সহ সব ধরনের শিল্পীদের স্বীকৃতি দিয়েছে। তারা রুটি রুজির পথ খুঁজে পেয়েছেন। প্রতিবছর এই মেলায় প্রায় ১১০০ হস্তশিল্পী এই মেলায় অংশগ্রহন করেন। সরাসরি এই মেলায় ৫ কোটি টাকার উপর বিক্রি হয় এবং ৩ কোটি টাকার অর্ডার পাওয়া যায়। রাজ্যে ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৮৫ জন হস্তশিল্পীকে পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে খাদি, তাঁত ও হস্তশিল্পের নতুন নতুন ডিজাইন তৈরী করায় অন্যান্য প্রতিযোগিতার সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই মেলা খেলা নিয়ে অনেকেই উপহাস করেন, বিধানসভাতেও অনেক কটাক্ষ শুনতে হয়। এক কথায় এই ধরনের মেলা করার অর্থ গরীব হস্তশিল্পী যারা কাঠ, বাঁশ, বেত, শোলা, ডোকরা, তাঁত ইত্যাদির কাজে নিয়োজিত হয়ে বাংলার হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের জন্য বিপননের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই মেলার মাধ্যমে হস্তশিল্পীদের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রির ব্যবস্থা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর সরকার। এদের আগে কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু বর্তমানে তারা নিজেদের বুকে নিজেদের পরিচয়পত্র ঝোলাতে পারেন। এই মেলায় শিল্পীরা বাংলার যে প্রান্ত থেকেই মেলায় আসুন না কেন সকলকে আসা যাওয়া এবং খাবারের খরচ দিয়ে আসছে রাজ্য সরকার। পূর্ব বর্ধমান জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার অভিজিত কর জানান, এবারের মেলায় বিভিন্ন জেলার মোট ৩০ টি হস্তশিল্প সামগ্রীর স্টল হয়েছে। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণেও অনেক শিল্পী তাদের শিল্প সামগ্রী বিপনণের জন্য সাজিয়ে বসেছেন। আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত মেলা চলবে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার নোটিশ

টেন্ডার নোটিশ নংঃ পিসিএমএম / সিএলডাবলু/ ডানকুনি/ ই-প্রোকিউরমেন্ট/ ২৩/ ১০, তারিখঃ ১৬।০২।২০২৩।

পিসিএমএমসিএলডাবলুডিকেএই ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে ইলেকট্রনিক বিডের আহ্বান জানাচ্ছে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে নিম্নলিখিত জিনিসগুলির সরবরাহের জন্যে। এই ই-টেন্ডারগুলি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির উপাদান। সরবরাহকারীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে বিস্তারিত তথ্যের জন্যে। শুধুমাত্র ই-টেন্ডার অর্থাৎ ইলেকট্রনিক মাধ্যমেই বিড গ্রহণ করা হবে। এস এল নং, টেন্ডার নং. স্টোরের বিবরণ পরিমাণ বাকি টেন্ডার দর নিম্নলিখিতঃ [০৩০] ৩৪২৩১০২৮ **সার্জ আরেস্টর ৩** ফেস লোকো র জন্য, সিএলডাবলু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডাবলু / ইএস/৩/০০১৬/বি অথবা সর্বশেষ টেন্ডার/ডকুমেন্ট অনুযায়ী ২৪.০৩.২০২৩, ০.০০ টাকা। [০৩১] ৩৪২৩১০২৯ **প্রাইমারি কারেন্ট সেন্সার** সিএলডাবলু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডাবলু / ই এস/ ৩/ ০০৮৪/এ অথবা সর্বশেষ টেন্ডার/ডকুমেন্ট অনুযায়ী ২৭.০৩.২০২৩, ০.০০ টাকা। [০৩২] ৩৪২৩১০০৮ **ব্যাটারি নিকেল-ক্যাডমিয়াম** সিএলডাবলু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডাবলু/ ই এস/৩/০০৩০/ডি অথবা সর্বশেষ টেন্ডার/ডকুমেন্ট অনুযায়ী ২৯.০৩.২০২৩, ০.০০ টাকা। [০৩৩] ৩৪২৩১০১৯ **অয়েল পাম্প সাথে মোটর ট্রান্সফরমারের জন্য** (করোনা প্রতিরোধক তার জরানো) সিএলডাবলু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডাবলু / ইএস/ ৩০১০৬/ এফ এবং আরডিএসও/স্পেকনই-১০/৩/০৯ (মোটর) সাথে আমেন্ডমেন্ট নাম্বার ১ থেকে ০৬ অথবা সর্বশেষ টেন্ডার/ ডকুমেন্ট অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২৩, ০.০০ টাকা। [০৩৪] ৩৪২৩১০৩৩ **প্যান্টগ্রাফ প্রতিস্থাপক ইন্সুলেটর** সিএলডাবলু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডাবলু/ ই এস/ এসি/ আই-১/ জে এবং দাগ নং সিএলডাবলু/ ইএস/ এস কে-৪/ এসি/ আই-১ অথবা সর্বশেষ টেন্ডার/ ডকুমেন্ট অনুযায়ী ০৩.০৪.২০২৩, ০.০০ টাকা। [০৩৫] ৩৪২৩১০৩১ **হাই ভোল্টেজ বুশিং ৩** ফেস লোকোমোটিভ সিএলডাবলু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডাবলু / ইএস/ ৩/ ০০৫২/ ডি অথবা সর্বশেষ টেন্ডার/ ডকুমেন্ট অনুযায়ী ০৫.০৪.২০২৩, ০.০০ টাকা। [০৩৬] ৩৪২৩১০০২ **কন্ট্যাক্ট অক্সিলারিস এইচ বি-১ এবং এইচ বি-২** সিএলডাবলু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডাবলু/ ইএস/ ৩/০২০১/ ডি অথবা সর্বশেষ টেন্ডার/ ডকুমেন্ট অনুযায়ী ০৮.০৪.২০২৩, ০.০০ টাকা। [০৩৭] ৩৪২৩১০০৩ **০৫ টি আইটেম স্প্রিং লোডেড সুইচ** সিএলডাবলু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডাবলু/ ইএস/৩/০০৭৫/এ অথবা সর্বশেষ টেন্ডার/ডকুমেন্ট অনুযায়ী ১০.০৪.২০২৩, ০.০০ টাকা। [০৩৮] ৩৪২৩১০১০ **অক্সিলারি কন্ট্র্যাক্টর ভিসিবিপ্যান্টগ্রাফ এস বি ১ এবং এস বি ২** সিএলডাবলু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডাবলু / ইএস/ ৩/ ০০৪০/ বি অথবা সর্বশেষ টেন্ডার/ডকুমেন্ট অনুযায়ী ১২.০৪.২০২৩, ০.০০ টাকা। [০৩৯] ৩৪২৩১০০৪ (i) কন্ট্যাক্টর টাইপ-৬, (ii) কন্ট্যাক্টর ইলেক্ট্রনিক্স কনট্রোল করার জন্য এবং সার্কিট কন্ট্রোল করার জন্য 'অন' (কন্ট্যাক্টর টাইপ-৪), উভয় সিএলডাবলু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডাবলু /ইএস/ ৩/ ০০৩৪/ সি অথবা সর্বশেষ টেন্ডার/ ডকুমেন্ট অনুযায়ী ১৭.০৪.২০২৩, ০.০০ টাকা।

PR2/386 **PCMM/CLW/DANKUNI**

আমাদের ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/clwrailways লাইক করুন

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

দাবী বিজ্ঞপ্তি

গড়িয়া শাখা

পি-১২৩, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০ ০৮৪, ইমেল আই ডিঃ bo014320@pnb.co.in

[জারি করা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ১৩ / (২) এর সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়ম, ২০০২-এর বিধি ৩(১) সহ পঠিত]

এই নোটিশটি সম্পর্কে জারি করা হচ্ছে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (''সুরক্ষিত পাওনাদার'')** এর সাথে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের দ্বারা সঞ্চালিত নথি অনুসারে প্রদত্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রয়োগের জন্য।

এতদ্বারা সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা মূল অর্থ পরিশোধে এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ / ক্রেডিট সুবিধার সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে NPA হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় SARFAESI আইন, ২০০২ এর ১৩(২) অধীনে তাদের নোটিশ জারি করা হয়েছে। যাইহোক, সেগুলি পরিসেবা ছাড়াই ফিরে এসেছে এবং এইভাবে তাদের এই বিষয়ে পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা(দের)/ ঠিকানা সহ গ্যারান্টর(গুলি) খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	ক) এন পি এ তারিখ খ) বকেয়া টাকা গ) দাবী বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১.	ক) এম / এস তারামা বিল্ডারস (ঋণ গ্রাহিতা), মালিকঃ মি. রাম বিলাস শাহ গ্রাম-খুরিগাছি, পো.অ. এবং থানা - সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫০ ২. মি. রাম বিলাস শাহ, পিতা- জাগা শাহ, (মালিকঃ এম/এস তারামা বিল্ডারস এর) গ্রাম-খুরিগাছি, পো.অ. এবং থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫০ খ) গড়িয়া (ই-ইউ এন আই) শাখা	**প্রাথমিক নিরাপত্তাঃ** বাণিজ্যে স্টকের হাইপোথেকেশন, বই ঋণ, অন্যান্য বর্তমান সম্পদ এবং উদ্ভিদ ও যন্ত্রপাতি । **সংযোজিত নিরাপত্তাঃ** বাড়ি এবং জমির বন্ধক যা অবস্থিত গ্রাম-খুরিগাছি, পো.অ. এবং থানা - সোনারপুর যা কামাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মৌজা-খুরিগাছি, জে এল নং ২১, তৌজি নং- ২৫০, আর এস খাতিয়ান নং ৩৮৭, এলআর খাতিয়ান নং ২০১৪, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৮২, জমির পরিসীমা ২ কাঠা ০৩ ছিত্তাক ৪ স্কোয়ার ফিট এর সাথে ৩ তলা একটি বাড়ি ৮৫৩ স্কোয়ার ফিট প্রতি তলা, বিক্রি দলিল নং আই- ১১৩৬৮ ২০১০ সালে, এ ডি এস আর সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গঠিত। সম্পত্তিটি শ্রী রামবিলাস শাহ এর নামে, পরিবেষ্টিত আছে, উত্তরদিকেঃ ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতের রাস্তা, দক্ষিণ দিকে অরবিন্দ বিশ্বাসের জমি, পূর্বদিকে- তপতি শাহ এর জমি, পশ্চিমদিকে- মানি শঙ্কর মন্ডলের জমি।	ক) ১৪.১২.২০২২ খ) ৫৭,১৭,৪৮৩.২০ টাকা ৩১.১২.২০২২ সাথে সুদ গ) ৩০.০১.২০২৩

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের সার্ফায়েসি আইন, ২০০২-এর বিধান অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপ টু ডেট সুদের সাথে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ১৩(১৩) উল্লিখিত আইনের, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় (ব্যবসার সাধারণ কোর্স ব্যতীত) উপরে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির যে কোনও একটির পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত স্থানান্তর করতে পারবে না। ব্যাংক. তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে এই বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা/ নিয়ন্ত্রণের যে কোন লঙ্ঘন, উল্লিখিত আইনের অধীনে দেওয়া একটি অপরাধ। যদি কোন কারণে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি ব্যবসার সাধারণ কোর্সে বিক্রি বা ইজারা দেওয়া হয়, বিক্রয়ের আয় বা আদায়কৃত আয় ব্যাঙ্কে জমা / প্রেরণ করা হবে। তারা এই ধরনের আদায়/ আয়ের সঠিক হিসাব দিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

তারিখ ঃ ১৮।০২।২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

মুখ্য ম্যানেজার / স্বীকৃত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

জঙ্গি হামলার সঙ্গে ক্রিকেটের সম্পর্ক নেই, পিএসএলের ম্যাচ চলবে!

করাচি, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ পাকিস্তানে একের পর এক জঙ্গি হামলা চলছে। শুক্রবার রাতে (১৭ ফেব্রুয়ারি) করাচি পুলিশের সদর দফতরে হামলা চালায় জঙ্গিরা। করাচিতে চলছে পাকিস্তান সুপার লিগ। সূচি অনুযায়ী এখনও বেশ কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে করাচি ন্যাশানাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। অন্যদিকে করাচিতে জঙ্গি হামলা হওয়ার পর থেকে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, তা হলে কি স্থগিত হয়ে যাবে পিএসএল? পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। পিসিবির চেয়ারম্যান নজম শেঠি জানিয়ে দিয়েছেন, করাচিতে জঙ্গি হামলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য পিএসএলে কোনও প্রভাব পড়বে না। করাচিতে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে একটি আপতকালীন বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে পিএসএলের প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানের নিরাপত্তা এজেন্সি সেই ফ্র্যাঞ্চাইজিদের প্রতিনিধিদের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছে। পিসিবি চেয়ারম্যান নজম শেঠি বলেন, ''সূচি অনুযায়ী পিএসএলের ম্যাচগুলি হবে। প্রত্যেক ক্রিকেটারের নিরাপত্তার দিকটিও খতিয়ে দেখা হবে।'' পিসিবির অপর এক কর্তা জানান, দেশের সরকার করাচিতে পিএসএলের ম্যাচ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। উল্লেখ্য, করাচি পুলিশের সদর দফতরে জঙ্গি হামলার সময় পাকিস্তান সুপার লিগের দুই দল কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটার্স এবং লাহোর কলন্দর্স একটি স্টেডিয়ামে অনুশীলনে করছিল। যদিও কোনও ক্রিকেটার এই হামলার আহত হননি। রবিবারও করাচিতে ম্যাচ রয়েছে। করাচিতে জঙ্গি হামলার পর টিম হোটেলে ও স্টেডিয়ামে নিরাপত্তার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্টুপ, মনোজের লড়াইয়ে রঞ্জিতে কিছুটা সম্মানজনক জায়গায় বাংলা!
ব্যাটন সৌরাষ্ট্রের হাতেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ ইডেন গার্ডেন্সে প্রত্যাবর্তনের অনবদ্য একটা উদারণ রয়েছে। টানা টেস্ট জিতে ইডেনে পা রেখেছিল অজিরা। সালটা ২০০১। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং রাহুল দ্রাবিড়ের সেই লড়াই আজও ইডেনের প্রতিটি ঘাসে অক্ষত। শুক্লা বারবার ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বললেও পারফরম্যান্সে তার ছাপ পাওয়া যাচ্ছিল না। তৃতীয় দিন শুরুতেই অর্পিত বাসভড়ার উইকেট নিয়ে ম্যাচে ফেরে বাংলা। প্রত্যাশা করা হচ্ছিল, ২০০ রানের কম লিডেই সৌরাষ্ট্রকে অলআউট করার। সেটা অবশ্য হয়নি। বাংলার নিয়ন্ত্রণহীন বোলিং এবং ফিল্ডিং-এগতে পারলেন না। প্রথম ইনিংসের মতো ব্যর্থ অভিমন্যু ঈশ্বরণও। বড় ম্যাচে রান করার হতাশা জারি রাখলেন ভারত এ দলে ধারাবাহিক খেলা অভি। বাংলাকে স্বপ্ন দেখাল অনুষ্টুপ মজুমদার-মনোজ তিওয়ারি জুটি। ক্রাইসিস ম্যান অনুষ্টুপের উইকেটের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সৌরাষ্ট্র। ৯৯ রানের জুটিতে বাংলার

ফলোঅন খেয়েও অজি-ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারত। এমনই একটা প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখছে বাংলা। সম্ভব কী না, এখনই বলা কঠিন। তবে রঞ্জি ফাইনালে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিন বাংলার প্রাপ্তি অনেক। বোলিংয়ের দিক থেকে রান খরচ করলেও সৌরাষ্ট্রকে অলআউট করা গিয়েছে। প্রতিপক্ষর থেকে ২৩০ রানে পিছিয়ে থাকলেও দিনের শেষে অনেকটাই কাছে বাংলা। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি এবং ক্রাইসিস ম্যান অনুষ্টুপ মজুমদারের লড়াই। অভাবনীয় কিছুর ক্ষীণ স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তৃতীয় দিনের শুরুতে ব্যাকফুটে ছিল বাংলা। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি, কোচ লক্ষ্মীরতন ক্যাচ মিসে রাস্তা কঠিন হয়। সৌরাষ্ট্রর লোয়ার অর্ডারের অনবদ্য অবদান। ৪০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে যায় সৌরাষ্ট্র। অবশেষে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪০৪ রানে। সবমিলিয়ে ২৩০ রানের লিড। মুকেশ কুমার ৪ উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে গ্রিন টপে মুখ থুবরে পড়েছিল বাংলার টপ অর্ডার। দ্বিতীয় ইনিংসে যে সময় ব্যাটিং পেয়েছিল বাংলা, ব্যাটারদের থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা ছিল। ওপেনিং জুটি ফের ব্যর্থ। ফাইনালে অভিষেক হওয়া সুমন্ত গুপ্ত প্রথম ইনিংসে ১ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও ১ রানেই ফিরলেন। প্রথম ইনিংসে কাঁধে চোট পাওয়া সুদীপ ঘরামি ভরসা দেন। তবে ১৪ রানের বেশি প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন ধাক্কা খায় আরও এক বার। অনুষ্টুপকে ফেরান সৌরাষ্ট্র অধিনায়ক জয়দেব উনাদকাট। তাঁর সেলিব্রেশনই বলে দিচ্ছিল এই উইকেট কতটা দামী। ৬১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন রুকু। তৃতীয় দিনের শেষে বাংলা ৬১ রানে পিছিয়ে। তবু বাংলা লড়াইয়ে রয়েছে এ কথা বলতেই হয়। কেন না, ক্রিজে রয়েছেন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। দিনের শেষে অপরাজিত রয়েছেন তিনি। নামের পাশে ৫৭ রান। সঙ্গে রয়েছেন প্রথম ইনিংসে বাংলাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচানো শাহবাজ আহমেদ (১৩)। চতুর্থ দিন এই জুটির উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

অক্ষর-অশ্বিনের লড়াই
দাড়িপাল্লায় ঝুঁলে দিল্লি টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ চলতি বর্ডার গাভাসকর ট্রফি জিততে যতটা মরিয়া ভারত, ঠিক ততটাই মরিয়া অস্ট্রেলিয়াও। নাগপুর টেস্ট এখন অতীত। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টেস্টে যা প্রমাণ করছেন প্যাট কামিন্সরা। নাগপুরে যেভাবে আত্মসমর্পন করেছিল অজিরা, তেমনটা দেখা গেল না দিল্লিতে। লড়াই করল অজিরা। শুধু কি তাই? না। দিল্লিতে লড়তে দেখা গেল ভারতকেও। স্পিনিং পিচে ভারতের পেসার-স্পিনাররা মিলিতভাবে দাপট দেখিয়েছিলেন প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন কার্যত লড়ল ভারত। ৯ ওভারে ২১ রান তুলে প্রথম দিন শেষ করেছিল ভারত। সেখান থেকে শুরু করে, দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় সেশনেই গুটিয়ে যায় ভারতের প্রথম ইনিংস। ভারতের হয়ে ব্যাট হাতে আসল লড়াইটা দেখা গিয়েছে অক্ষর প্যাটেলের ব্যাটে। অজিদের থেকে ১ রানে পিছিয়ে থেকে প্রথম ইনিংস শেষ করে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার চিন্তা টপ অর্ডারের ব্যাটাররা সেই অর্থে রান পাননি। দিল্লি টেস্টের দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় সেশনে শুরু হয়ে যায় অজিদের দ্বিতীয় ইনিংস। নতুন বলে ভারতের হয়ে একটি উইকেটও নেন রবীন্দ্র জাডেজা। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দিন শেষ করল ১ উইকেটে ৬১ রানে। ভারতের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৪৬ রান। দ্বিতীয় দিন অজিদের প্রথম সাফল্য এনে দেন নাথান লিয়ঁ। ১৭ রান করে মাঠ ছাড়েন লোকেশ রাহুল। এরপর ১০০তম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামেন চেতেশ্বর পূজারা। মাইলস্টোন ম্যাচে খাতা খোলার আগেই পূজারার উইকেট তুলে নেন লিয়ঁ। এরপর ঘরের মাঠে নামেন বিরাট কোহলি। তিনি নামতেই চারিদিক বিরাট বিরাট ধ্বনিতে গমগম করছিল। ভালো ছন্দে ছিলেন কোহলি। তবে হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করে মাঠ ছাড়েন বিরাট। তাঁর আউট নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। শেষ অবধি ৪৪ রান করে মাঠ ছাড়তে হয় বিরাটকে। দিল্লি টেস্টে ভারতের একাদশে ফেরা শ্রেয়স আইয়ার ব্যাট হাতে দাগ কাটতে পারেননি। মাত্র ৪ করে ফেরেন তিনি। অষ্টম উইকেটে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র মাথায় ২৬২ রান তুলে অল আউট হয়ে যায় ভারত। ১ রানে পিছিয়ে থেকে শেষ হয় টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ইনিংস। অজিদের হয়ে সর্বাধিক ৫টি উইকেট নিয়েছেন নাথান লিয়ঁ। ২টি করে উইকেট ম্যাথু কুহেনম্যান ও টড মার্ফির। ১ টি উইকেট অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের। দিনের শেষে অজিদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হয়। ওপেনিংয়ে

জাডেজার জমাট জুটিতে ওঠে ১১৪ রান। নাগপুর টেস্টের পর দিল্লি টেস্টেও হাফসেঞ্চুরি করলেন অক্ষর। নাগপুরে ৮৪ রান করেছিলেন অক্ষর। দিল্লিতে ভারতের প্রথম ইনিংসে তিনি করলেন ৭৪ রান। ৮২তম ওভারে অক্ষরের উইকেট তুলে নেন টড মার্ফি। ৮৩.৩ ওভারের নামেন উসমান খোয়াজা এবং ট্রভিস হেড। প্রথম ইনিংসে ৮১ রান করা খোয়াজার উইকেট তুলে নেন জাডেজা। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ফেরেন ৬ রানে। দিনের শেষে ক্রিজে ট্রেভিস হেড ও মার্নাস লাবুশেন অপরাজিত রয়েছেন যথাক্রমে ৩৯ ও ১৬ রানে।

টেস্টে ছক্কার অবিশ্বাস্য রেকর্ড!

মাউন্ট মাউঙ্গানুই, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ ক্রিকেটের সবচেয়ে পুরনো ফরম্যাট টেস্ট ক্রিকেট। এই ফরম্যাটেই এ বার অবিশ্বাস্য রেকর্ড গড়লেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ছয় মারার রেকর্ড এ বার বেন স্টোকসের দখলে। ৯০টি টেস্ট ম্যাচে খেলে এখনও অবধি ১০৯টি ছয় মেরেছেন স্টোকস।

রবিবার দুপুরে শহরে হকির ডার্বি, উত্তাপে ফুটছে দুই দলের সমর্থকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ শীতের শেষবেলায় শহরে উত্তাপ চড়ছে। শহরের আবেগের সঙ্গে ভীষণ ভাবে জড়িয়ে দুটো নাম। ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। রবিবারের দুপুরেই মহারণ। আর হাইভোল্টেজ ম্যাচ হবে তৃতীয় প্রধানের ডেরায়, অর্থাৎ মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে। ফুটবল কিংবা ক্রিকেট নয়। কলকাতা হকি লিগে মুখোমুখি দুই প্রধান। সামনের সপ্তাহেই আইএসএলে মুখোমুখি হবে ইস্ট-মোহন। তবে তার আগে হকিতে একে অপরের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে। বহু বছর বাদে কলকাতায় হকির উন্মাদনা ফিরে এসেছে। ফুটবলে দুই প্রধানের দল গড়ছে ইনভেস্টর। কিন্তু হকিতে একক ভাবে দল গড়ার দায়িত্বে ক্লাব। তাই ম্যাচের উত্তাপ চড়চড়িয়ে বাড়ছে। ২২ বছর বাদে হকিতে ফিরে এসেছে মোহনবাগান। প্রত্যাবর্তনেই

গড়েছে চমক। ইস্টবেঙ্গলের থেকে খেলোয়াড় ছিনিয়ে নিয়ে দল গড়েছে মোহনবাগান। কলকাতা বিদ্যুৎ পরিষদ আর ক্যালকাটা কাস্টমসকে প্রথম দুটো ম্যাচে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে মোহনবাগান। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলও টানা তিন ম্যাচ জিতে টেবিলের শীর্ষে। হাওড়া ইউনিয়ন, আদিবাসী ক্লাব, খালসা ব্লুজকে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। রবিবার দুপুর ৩টেয় মহমেডান মাঠে মুখোমুখি হবে দুই শিবির। হাইভোল্টেজ ডার্বিতে দেখতে মরিয়া সমর্থকরাও। মোহনবাগান মাঠে হকি দলের সমর্থনে প্রথম দিন থেকেই ভিড় জমাচ্ছেন বাগান সমর্থকরা। ইস্টবেঙ্গল মাঠে সংখ্যাটা তুলনামূলক কম হলেও, রবিবাসরীয় ডার্বিতে প্রিয় দলের জন্য গলা ফাটাতে তৈরি লাল-হলুদ সমর্থকরাও। ফুটবলে ব্যর্থতা চলছে ইস্টবেঙ্গলে। টানা ৭টা বড় ম্যাচে হেরেছে মশাল ব্রিগেড। হকিতে বদলা নেওয়ার আশায় লাল-হলুদ সমর্থকরা। দুই দলেই তারকার মেলা। ইস্টবেঙ্গল দলে আছেন গুরতেজ সিং, পারদ্বীপ সিং, অঙ্গদবীর সিং, রঞ্জত সিং, মিচেল টপ্পর মতো খেলোয়াড়রা। অন্যদিকে মোহনবাগান দলে অজিঙ্কা যাদব, জাইয়েদ খান, নীতিশ নিউপেন, আলি আহমেদের মতো খেলোয়াড়রা আছেন। একেবারে সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর। হকি দ্বৈরথের আগে মুখিয়ে দুই দলের কর্তারাও। ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার বললেন, ''আমরা গতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। ফলে ছেলেদের উপর ভরসা আছে। এ বারও ওরা দুর্দান্ত খেলছে। শুধু ফুটবল নয়, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান যদি ডাঙ্গুলিতেও মুখোমুখি হয় তাও উন্মাদনা তৈরি হয়।'' মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বললেন, ''গত বছর তো আমরা ছিলাম না। তাই ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এ বারে তো আমরা আছি। খেলোয়াড়দের জন্য যা যা করণীয় তা আমাদের হকি কমিটি করছে। ফুটবল আর হকি আলাদা ক্ষেত্র। ফুটবলে টানা ৭ বার জিতেছি ঠিকই। এ বার হকি ডার্বিও জিতব।'' দুই প্রধানের মেগা ডুয়েলে সমর্থকদের জন্য আলাদা গ্যালারির ব্যবস্থা থাকছে। এ ছাড়া পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য ময়দান থানা আর লালবাজারের সঙ্গেও কথা বলে রেখেছে বাংলার হকি সংস্থা। রবিবারের হাইভোল্টেজ ডার্বিতে আমন্ত্রিত সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে।

১৮ নম্বর জার্সিতেই ভরসা, মেয়েদের আইপিএলে আরসিবির ক্যাপ্টেনের নাম জানালেন বিরাট

বেঙ্গালুরু, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ চলতি বছর মেয়েদের আইপিএলের উদ্বোধন হচ্ছে। এ বারের উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের নিলামে প্রথম নাম ডাকা হয়েছিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানার। নিলাম টেবল থেকে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে স্মৃতিকে কিনেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। তারপর থেকেই মনে করা হচ্ছিল, আরসিবির ক্যাপ্টেন্সির ব্যাটন উঠতে পারে স্মৃতির হাতে। তেমনটাই হল। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী সংস্করণে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হল স্মৃতি মান্ধানার নাম। আরসিবির সোশ্যাল মিডিয়ায় এই তাদের দলের নেত্রীর নাম ঘোষণা করেছেন বিরাট কোহলি এবং ফাফ দু'প্লেসি। বর্তমানে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ব্যস্ত ভারতের মহিলা দল। এদিকে আসন্ন মেয়েদের আইপিএলের জন্য আরসিবির মহিলা দলের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করে দেওয়া হল। ১৮ নম্বর জার্সিতেই ভরসা রাখছে বেঙ্গালুরু। সোশ্যাল মিডিয়ায় আরসিবি যে ভিডিয়ো শেয়ার করেছে, তাতে বিরাট বলেন, ''হাই আরসিবির ফ্যানেরা। আজ সকলের জন্য একটা

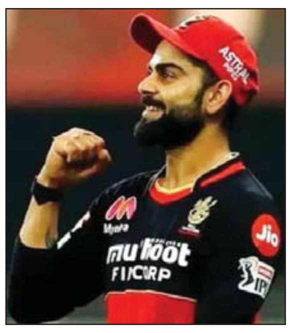

বিশেষ ঘোষণা রয়েছে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আরসিবিকে নেতৃত্ব দিয়েছি আমি। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি। একজন অধিনায়ক শুধু মাত্র দলের নেতা হয় না। অধিনায়ক এমন একজন হয়, যে একটা সংস্কৃতি তৈরি করে এবং সকলের কাছ থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করে এগিয়ে চলে। এ বার সময় এসেছে আরও একটা ১৮ নম্বরের, যে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে বিশেষ আরসিবি দলকে নেতৃত্ব দেবে। হ্যাঁ আমরা স্মৃতি মান্ধানাকে নিয়েই কথা বলছি। এগিয়ে চলো স্মৃতি। সেরা দল এবং বিশ্বের সেরা সমর্থকরা তোমার সঙ্গে রয়েছে।'' বিরাটের পরে আইপিএলে আরসিবির পুরুষ দলকে নেতৃত্ব দেওয়া ফাফ দু'প্লেসি বলেন, ''আমি আত্মবিশ্বাসী যে, আমাদের মেয়েদের অধিনায়কের মধ্যে আরসিবিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সমস্ত গুণ রয়েছে। স্মৃতি মান্ধনার জন্য শুভকামনা রইল। তোমাকে ম্যাচে খেলতে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।'' আরসিবির ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব পাওয়ার পর টিম ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানান স্মৃতি। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''উইমেন্স প্রিমিয়র লিগে আরসিবির সাফল্যের জন্য নিজের ১০০ শতাংশ উজাড় করে দেব।'' প্রসঙ্গত, ৪ মার্চ মেয়েদের আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ। পরের দিনই, অর্থাৎ ৫ মার্চ ম্যাচ রয়েছে আরসিবির। স্মৃতি মান্ধানাদের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ দিল্লি।

দি মারিয়ার চাওয়া

পরের বিশ্বকাপে খেলতেই হবে মেসিকে

২০২৬ বিশ্বকাপ অনেক দূরের পথ। তাই লিওলেন মেসিও পরের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলেননি। কিন্তু আনহেল দি মারিয়ার চাওয়া একটাই, পরের বিশ্বকাপে খেলতেই হবে মেসিকে। আর্জেন্টিনা অধিনায়ককে তিনি 'না' বলার কোনো সুযোগই দিতে চান না!

বুয়েনস আইরেস, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ মেসির অসাধারণ নৈপুণ্যে ৩৬ বছরের খরা ঘুচিয়ে কাতার বিশ্বকাপ জিতে নেয় আর্জেন্টিনা। মরুভূমির প্রথম আসরে অধিনায়ক হিসেবে যেমন দলকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, আক্রমণভাগেও ছিলেন ধারাল। সাত গোল করা এই ফরোয়ার্ড জিতে নেন প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও। একটি বিশ্বকাপ ট্রফির জন্য দীর্ঘদিনের হাহাকার ঘোচানোর পর মেসি তাকিয়ে ছিলেন বয়সের দিকে। ৩৫ বছর বয়সী এই মহাতারকা নিজেও পরের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে জোর দিয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু দি মারিয়া তাকে ২০২৬ সালের মেক্সিকো-কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের আসরে দেখতে চান। ''মেসিকে পরের বিশ্বকাপে থাকতে হবে। সে ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়। তাকে পরের আসরে খেলার

বিষয়ে হ্যাঁ কিংবা হ্যাঁ-ই বলতে হবে। সাতটা ব্যালন ডি'র, বিশ্বকাপ, ফিনালিস্সিমা, কোপা আমেরিকা, বার্সেলোনার হয়ে সবকিছু জিতেছে সে। সে-ই সেরা এবং তাকে সেখানে (পরের বিশ্বকাপে) থাকতে হবে।'' মেসিকে নিয়ে এত চাওয়া জানালেও দি মারিয়া অবশ্য নিজেকে পরের বিশ্বকাপে দেখছেন না। ৩৫ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বরং পরের কোপা আমেরিকায় খেলতে পারলেই খুশি থাকবেন বলে ইএসপিএনকে জানিয়েছেন। ''পরের বিশ্বকাপের খেলার স্বপ্ন আমি আর দেখি না। কোপা আমেরিকার পরের আসরে খেলতে পারলে ভালো লাগবে আমার। সেখানে থাকতে (কোপার আসরে) পারাটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।'' লাতিন আমেরিকার ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের আসর কোপা আমেরিকার পরের আসর মাঠে গড়াবে ২০২৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্রে।

কোচ মনে করেন

জমে উঠছে 'আল নাসের-রোনাল্ডো' জুটি

আগের ম্যাচের মতো আল-তাওউনের বিপক্ষেও দলের জয়ে অবদান রাখলেন রোনাল্ডো। তবে পর্তুগিজ মহাতারকা এবার গোল করে নয়, করিয়ে। তবে রোনাল্ডোর পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট রুডি গার্সিয়া। কোচ মনে করেন, সতীর্থদের সঙ্গে এরই মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে এই ফরোয়ার্ডের।

রিয়াধ, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ সৌদি আরবের প্রো লিগে গত শুক্রবারের ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছে আল নাসের। শুরুর একাদশে থাকা রোনাল্ডো দুটি গোলেই অ্যাসিস্ট করেছেন। আল নাসেরে যোগ দেওয়ার পর রোনাল্ডোর শুরুটা আশানুরূপ ছিল না। প্রথম তিন ম্যাচে গোল করেছিলেন একটি। তবে গত ৯ ফেব্রুয়ারি আল ওয়েহদাকে ৪-০ ব্যবধানে হারানোর ম্যাচে জ্বলে উঠেন পাঁচবারের ব্যালন দ'অর জয়ী এই ফুটবলার। সবকটি গোলই করেন তিনি। গোলের ধারাবাহিকতা ধরে না রাখতে পারলেও আল-তাওউনের বিপক্ষে ভালো খেলেন রোনাল্ডো। বিশেষ করে ১৭তম মিনিটে দলীয় প্রথম গোলে নিজেদের অর্ধ থেকে আব্দুলরহমান ঘারিবকে দেওয়া তার ডিফেন্স চেরা পাসটি ছিল দর্শনীয়। ৭৮ মিনিটের মাথায় আল নাসের জার্সিতে দ্বিতীয়

অ্যাসিস্ট ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। আবদুল্লাহ মাদুকে গিয়ে এ বার গোল করান সিআর সেভেন। সব মিলিয়ে রোনাল্ডোর খেলার ধরনে খুশি গার্সিয়া। ম্যাচের পর তিনি বলেন, ''নতুন সতীর্থদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন ৩৮ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়, যা দলের জন্য ইতিবাচক। রোনাল্ডো তার সতীর্থদের সঙ্গে একতা ও সম্প্রীতির একটি দুর্দান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সময়ের সঙ্গে তার সতীর্থরা বুঝতে পেরেছে যে সে কী চায় এবং কখন সে গোল করবে। আমি মনে করি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর জন্য (আল ওয়েহদা ম্যাচ) একটা ভালো রাত ছিল, কারণ সে চারটি গোল করেছিল।'' দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরে খুশি সিআর সেভেন। ১৭ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আল নাসের। সমান পয়েন্টে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে দুইয়ে আছে আল শাবাব।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501